পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 198 Thursday, 19 June, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৯৮ সংখ্যা ❋ ৪ আষাঢ় ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ১৯ জুন ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বিধানসভার বাইরে একে অপরকে লাড্ডু খাওয়াচ্ছেন শুভেন্দুরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুনঃ ওবিসি মামলায় মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা খেয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের জারি করা নতুন বিজ্ঞপ্তির উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সেই কারণে বুধবার বিধানসভার বাইরে লাড্ডু বিতরণ করল বিজেপি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা এই মিষ্টি বিতরণ করলেন। মঙ্গলবার কালীগঞ্জে উপভোটের প্রচারে যান শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদাররা। সেখান থেকেই গতকাল শুভেন্দু স্পষ্ট করেন, বিধানসভায় তাঁরা আজ উৎসব পালন করবেন। লাড্ডু বিতরণ করবেন। বিজেপি বিধায়ক গতকাল বলেন, 'বুধবার বিধানসভায় লাঞ্চের সময় বিজেপি বিধায়করা লাড্ডু বিতরণ করে উৎসব পালন করবে।

ওবিসি হিন্দু, কুর্মী, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, নাপিত, কামার-কুমোর এদের অধিকার লড়াইতে প্রদেশ বিজেপি মোর্চা সল্টলেকে অবস্থান করবে। সুকান্ত মজুমদার ও আমিও সেখানে যাব।' এরপর আজ বিধানসভার বাইরে বাজনা বাজিয়ে মিষ্টি বিতরণ করেন। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষকেও এই মিষ্টি দেওয়া হয়। বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ মাইতি বলেন, ''মমতার সরকার বারবার হিন্দু বিরোধী ওবিসি বিল নিয়ে এসেছিল। হাইকোর্ট থাপ্পর মেরে সেই বিলে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। এই সরকার তোষণের রাজনীতি করছে।'' প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রাজ্যের জারি করা নতুন বিজ্ঞপ্তির উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ। ১৪০টি জনজাতিকে নিয়ে গঠিত নতুন বিজ্ঞপ্তির উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয় আদালত। তবে যাঁরা ১৯৯৩ সালের আইন অনুযায়ী ২০১০ সালের আগে ওবিসি সার্টিফিকেট পেয়েছেন, তাঁদের চাকরি বা ভর্তির নিয়োগে বাধা থাকছে না।

'মোদি না শাহ, দেশের প্রধানমন্ত্রী কে'?

কেন্দ্রের 'সংবিধান হত্যা দিবস' নিয়ে আপত্তি মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুনঃ আগামী ২৫ জুন সারা দেশে 'সংবিধান হত্যা দিবস' পালন করতে চায় কেন্দ্র! এ ব্যাপারে বুধবার বিকেলে দিল্লি থেকে নবান্নে এসে পৌঁছেছে চিঠি। তারপরই সাংবাদিক বৈঠক থেকে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''কীসের সংবিধান হত্যা দিবস? সারা দেশে বিজেপি যা করছে তাতে তো প্রতিদিনই গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করতে হয়। তাছাড়া এই তারিখটা ঠিক করলেন কীসের ভিত্তিতে?'' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, জরুরি অবস্থার ৫০ বছর তো গত বছর পেরিয়ে গেছে। তাহলে এবারে কেন সেই দিবস পালন করা হচ্ছে? এরপরই মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন, ''ওরা বলছে, সংবিধান হত্যা দিবস পালন করা হবে। কিন্তু এই সংবিধান হত্যা কথাটায় আমার আপত্তি আছে। যদিও গণতন্ত্রের স্তম্ভগুলোকে ওরা ইতিমধ্যেই প্রতিদিন ধ্বংস করছে। ফলে ওরা ওদের মতো পালন করুক, আমরা আমাদের মতো পালন করছি না। কারণ, আমাদের মতো করে পালন করতে হলে প্রতিদিন গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করতে হবে।'' নিজের দাবির স্বপক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''সেই ৮ নভেম্বর ২০১৬ নোটবন্দি থেকে পহেলগাম, প্রতিদিন দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। পহেলগামের পর এখনও সর্বদল বৈঠক ডাকা হল না। আমরা দলের তরফে পাঁচটা প্রশ্ন রেখেছিলাম। সে সবের কোনও উত্তর নেই। পার্লামেন্ট অ্যাটাক থেকে পহেলগাম- সন্ত্রাসবাদ বিরোধী দিবস কি পালন করা হয়েছে? আসলে বিজেপি যা বলছে কেন্দ্র তাই করছে। তাই এটা আমরা মানব না।'' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''নোটবন্দির সময়েই গণতন্ত্র হত্যা করা হয়েছে। কত মানুষকে কত দিন ধরে লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে নোট বদলানোর জন্য। ১৪০ জন মানুষ মারা গিয়েছেন! সেই দিনটাকে কেন 'ব্ল্যাক মানি ডে' বলে পালন করা হবে না?'' এরপরই সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''দেশের প্রাইম মিনিস্টার কে? মোদি না শাহ? মোদি তো বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর বকলমে তো দেশটা ওকে (অমিত শাহ) ছেড়ে দিয়েছেন। উনি কোনও নিয়মের তোয়াক্কা করছেন না, ওরা আবার গনতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করতে চাইছে। কিনা ওই দিন নাকি নেতাজির ছবি দেখাবে। ক্ষমতায় আসার আগে বলেছিল, নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য উদঘাটন করবেন, আজ অব্দি করেছেন? করেননি, আসলে এই সরকারটা জুমলা সরকার।'' কটাক্ষের দিনের কাজ-সহ প্রতিটি প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে। মিডিয়া, ইলেকশন আর ন্যায় বিচারের জন্য বিচারালয়, কোনটাকে ওরা নিরপেক্ষ রেখেছে? ওদের কাছ থেকে

সুরে মমতা এও বলেন, ''প্ল্যানিং কমিশন তুলে নীতি আয়োগ করেছেন, যার না আছে কোনও নীতি না কোনও প্ল্যানিং!'' মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বিজেপি গায়ের জোরে বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষমতা কেড়ে নিতে চাইছে। গত তিন বছর ধরে বাংলার ১০০ আবার গণতন্ত্রের মতাদর্শ শুনতে হবে? ওরা তো পারলে দেশের ইতিহাসও বদলে দিতে চায়। মনে আছে বিল পাশ করার সময় কীভাবে বিরোধী সাংসদের সাসপেন্ড করেছিল। এরা আবার বড় বড় কথা বলে কি করে? খানিক থেমে কটাক্ষের সুরে মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, ''রেলের নিরাপত্তা রক্ষীদের তো ভাঙা ট্রেন দেন, দরজা ভাঙা, বিছানাও নেই। এই তো চলছে দেশের রেল আর প্লেন। সবটাই তো বিক্রি করে দিয়েছেন। দেশটাকে করেছেন শেষ, বাহ্ বিজেপি বেশ, বেশ, বেশ! আমি এটাকে ধিক্কার জানাই। আপনাদের উত্তর দেওয়ার জন্য দেশের মানুষ তৈরি হচ্ছে।'' আজ ওবিসি ইস্যুতে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, ''এখনও চূড়ান্ত রায় আসেনি। আদালত একটা পরামর্শ দিয়েছে। আমরা অর্ডারটা পেয়েছি। লিগাল টিম স্টাডি করছে। সুপ্রিম কোর্টের কাছে তিন মাস সময় নিয়েছিলাম। পুরো কাজটা ওবিসি কর্পোরেশন করেছে। হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিও আছেন সেখানে।'' এরপরই বিরোধীদের দিকে আঙুল তুলে মমতা বলেন, ''সিপিএম আর বিজেপি কখনই চায় না ওবিসি সংরক্ষণ হোক। এটা পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য ওই সংরক্ষণ।'' তাঁর প্রশ্ন, ''৩৩ শতাংশের অধিকার কীভাবে কাড়ব? চাকরি-শিক্ষা সব কাড়তে হবে? একে তো মানুষ পায় না। একটা করে বাধা দিচ্ছেন।'' মমতা মনে করিয়ে দিয়েছেন, ভিপি সিং প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন যখন ওবিসি সংরক্ষণ তৈরি হয়, তখন বিজেপিও ভিপি সিং-এর সঙ্গে ছিলেন। এভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। এদিন 'একশো দিনের কাজের' প্রকল্প ফের চালু করার আদালতের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেনজির আক্রমণ শানিয়েছে কেন্দ্রকে। আজ মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, ''আমরা রিভিউ পিটিশনে যাব। কেন্দ্র ১৫৫ থেকে ১৫৬টা টিম পাঠিয়েছেন বাংলায়। গোটা বিষয়ে ক্ল্যারিফিকেশন চেয়েছিলেন ওঁরা। আমরা সবটাই করেছি। প্রথমে এরিয়ার দিক।'' তিনি অভিযোগ করেন, চার বছর ধরে আবাস যোজনা, একশো দিনের টাকা পাচ্ছে না রাজ্য।মমতা বলেন, ''আপনাদের কাছে যা বকেয়া টাকা আছে সেটাও দিন। আর বর্ধিত বকেয়া দিন।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও সংযোজন করে বলেন, ''ভারত সরকারের জানা উচিত আমরা কর্মশ্রী প্রকল্প চালু করেছি যাতে গরিব মানুষকে সাহায্য করা যায়। আমরা কোর্টে যাইনি। একটা স্বশাসিত সংস্থা গিয়েছিল কোর্টে। এই নির্দেশকে স্বাগত জানাচ্ছি। ওরা প্রকল্প চালু করুক।''

গুজরাটের কোম্পানিকে টেন্ডার পাইয়ে দিচ্ছে কমিশন, দাবি তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুনঃ বৃহস্পতিবার উপভোট রয়েছে। তার আগে বড় অভিযোগ তুললেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তাঁর দাবি, উপভোটের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহের ক্ষেত্রে টেন্ডার দেওয়া হয়েছে গুজরাটের করছেন। এরা ২ জুন একটি টেন্ডার ফ্লোট করে ওয়েব কাস্টিংয়ের জন্য। টেন্ডারে দেখা গেল বেশ কিছু অদ্ভুত নিয়ম দেওয়া হয়েছে উপযুক্ততা দেওয়া হয়েছে। দেখা গেল, বুথের পাশে ব্যবস্থা গাড়ি রাখতে হবে। সেই রকম ১০০টা গাড়ির উপরে

কোম্পানিকে। বাংলারও অনেক কোম্পানি রয়েছে। কিন্তু তাদের সেই বরাত দেওয়া হয়নি। টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তিনি। এ দিন এই একই অভিযোগ করেন রাজ্যের অপর মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও। তিনি বলেন, ''আগামিকাল উপনির্বাচন হচ্ছে কালীগঞ্জে। এই ভোটের জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশন এটি পরিচালনা উপরে ক্যামেরা লাগানো হবে। এমন তো আগে কখনো হয়নি। হঠাৎ কেন এই নিয়ম চালু করা হল? নির্বাচন কমিশন কোনও উত্তর দেয়নি।'' এ দিন চন্দ্রিমা এও বলেন, ''আমাদের মনে সন্দেহ হচ্ছে এই টেন্ডার ২রা জুন ডাকা হল। ৪ জুন মিটিং হল। তারপর তিনজন অংশ নিল। কিন্তু তাঁদের বাদ দিয়ে গুজরাটের বাসিন্দাদের টেন্ডার দিয়ে দেওয়া হল।''

বিধানসভায় ক্রীড়ামন্ত্রীকে তোপ শঙ্করের

জাতীয় স্তরে কতজন বাঙালি খেলোয়াড় তৈরি হয়েছে? তাও কেন খেলা হবে স্লোগান?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুনঃ শিলিগুড়িতে রাজ্যের থেকে জমি নিয়েছে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। তৈরির কথা ছিল স্টেডিয়ামের। কিন্তু, কেন কাজ হচ্ছে না, এদিন বিধানসভায় সেই প্রশ্ন তুললেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। পাল্টা সুর চড়ালেন উত্তরের পদ্ম বিধায়ক তথা বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ। পাল্টা তৃণমূলের স্লোগান নিয়ে একহাত নিতে দেখা গেল তাঁকে। শাসক দলের স্লোগান খেলা হবে! জাতীয় স্তরে কতজন বাঙালি খেলোয়াড় তৈরি হয়েছে? তাও কেন খেলা হবে স্লোগান? বিধানসভায় জোরাল প্রশ্ন শঙ্করের। তবে চুপ থাকেননি অরূপও। দুই শিবিরের দুই নেতার তরজায় এদিন দীর্ঘক্ষণ সরগরম হয়ে রইল বিধানসভা। তুলে ধরেন খতিয়ান। চলতি বছরে বাংলায় যে ট্রফি এসেছে তা জোরের সঙ্গেই বলেন। একইসঙ্গে কল্যাণ চৌবের প্রসঙ্গ টেনে তোপও দাগেন। আক্রমণের ধার বাড়িয়ে অরূপ বলেন, ''চলতি বছরের সর্বভারতীয় বিভিন্ন ফুটবল টুনামেন্টের সব ট্রফি বাংলায় এসেছে। সব ট্রফি নাম করে কারা জিতেছেন তালিকা দিয়ে অরূপ বলেন আপনি সিলকেশনের কথা বলছেন। আর এআইএফএফ এর প্রেসিডেন্ট কে? কোন রাজনৈতিক দল করে? কতবার হেরেছেন? বঞ্চনাটা সেখান থেকেই শুরু।'' এখানেই না থেমে ভোটের উত্তাপ আরও একধাপ বাড়িয়ে দিয়ে অরূপকে বলতে শোনা যায়, ''খেলা

জারি আছে। খেলা হবে। ২০২৬ সালে খেলা হবে।'' সোজা কথায়, কেন্দ্রীয় বঞ্চনা বনাম বাংলার ক্রীড়োন্নতি- দুই নেতার এই তরজা নিয়ে এখন পুরোদমে চর্চা চলছে রাজনৈতিক মহলেও। শঙ্কর যদিও বলছেন, ''আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনারা বারবার খেলা হবে বলেন, কিন্তু খেলাটা কোথায় হচ্ছে? ভারতীয় ফুটবল থেকে ক্রিকেট দলে কতজন বাঙালি খেলোয়াড় রয়েছে? সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনারা যে নাইট রাইডার্সের খেলোয়াড়দের সোনার চেন উপহার দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কতজন বাঙালি খেলোয়াড় রয়েছে? মোহনবাগান শিল্ড জিতছে, কিন্তু সেখানেই বা কতজন বাঙালি খেলোয়াড় রয়েছে? মন্ত্রীরা তো বাংলার সাফল্যের কাহিনী শোনান, কিন্তু তথ্য দিয়ে জাননা কতজন বাঙালি খেলোয়াড় রয়েছে!'' শঙ্করের দাবি, প্রশ্ন শুনে চটে গিয়েছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী। তারপর অরূপ কী বলেছেন তা তিনি বুঝে উঠতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত শঙ্করের খোঁচা, ''স্লোগান দিলেই তো হবে না, কাজ করে দেখাতে হবে।''

'ভাল করে দেখুন, আইনজীবীরা কারা, বিচারপতির চেয়ারে কে?' ওবিসি নিয়ে বিস্ফোরক কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুনঃ ফের বিচার ব্যবস্থার একাংশকে নিশানা করলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, কয়েকজন বিচারপতির জন্য বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে পড়ে যাচ্ছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে এমনই মন্তব্য তৃণমূল নেতার। বস্তুত, মঙ্গলবার ওবিসি মামলায় রাজ্য হাইকোর্টে ধাক্কা খায়। সেই 'খুশিতে' বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভার বাইরে মিষ্টি বিতরণ করেন। বুধবার এই নিয়েই মন্তব্য করেন কুণাল ঘোষ। প্রথমে ওবিসি ইস্যু নিয়ে বলতে গিয়ে কুণাল বলেন, ''বিজেপি হল ওবিসি বিরোধী দল।'' এরপর তৃণমূল নেতা আরও বলেন, ''যেটা দেখার বিষয়, বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেস বিরোধীরা...ছাব্বিশ হাজারের সকলের চাকরি খেতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী আইনি স্বস্তি দিচ্ছেন গ্রুপ সি-গ্রুপ ডি-দের। আর ওরা বলছে, না এটা চলবে না। গোটা প্যানেল বাতিল করতে হবে। পৈশাচিক বিবৃতি সকলের চাকরি খাব, যাঁদের লক্ষ মানুষের ক্ষতি করা।'' এরপরই তৃণমূল নেতা হাত তুলে বলেন, ''আমি বিচার ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলতে চাই না। কলকাতা হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের প্রতি পূর্ণ আস্থা আছে।'' কুণাল তারপর দুয়ে-দুয়ে চার করে বলেন, ''ভাল করে দেখেন ওবিসি-তে কারা ছিলেন আইনজীবী? আর বিচারপতির চেয়ারে কে ছিলেন? সেই একই কম্বিনেশন কিন্তু...চাকরি খাব-চাকরি হতে দেব না। সেই একই রায়দাতা আসছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুকে প্রোটেকশন দিতে।'' এরপর একাংশ বিচারপতিকে আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, ''মনে রাখবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত বলেছেন, কোনও-কোনও বিচারপতি যখন অবসরের পর কিছু কিছু কাজ করেন তখন বিচার সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে যায়। আমরা তো দেখেছি এক সময় যিনি এত বড় বড় কথা বলেছিলেন এখন তিনি বিজেপির সাংসদ। এর পিছনে যে ওবিসিদের ক্ষতি করে অস্থিরতা তৈরি করব...।'' এরপর নাম না করে এক বিচারপতিকে আক্রমণ করে কুণাল বলেন, ''বিচারপতি বারবার এমন রায় দেবেন যাতে বিরোধীদের বা বিজেপি দলনেতার রাজনীতির রসদ তৈরি হয়, তারপর তাঁরা লাড্ডু বিতরণ করবেন, তখন তো দু'য়ে-দুয়ে চার করতেই হয়।'' উল্লেখ্য, বিচারপতিদের আক্রমণ নতুন নয়। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর অবমাননা, আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও ফিরদৌস শামিমকে হেনস্থার অভিযোগে কুণাল ঘোষ-সহ আরও ৭ জনের বিরুদ্ধে রুল জারি করেছে আদালত। কুণাল হাজিরাও দিয়ে এসেছেন। এবার এরই মধ্যে ফের বিচার ব্যবস্থার একাংশকে নিশানা তৃণমূল নেতার।

ভোটার কার্ড নিয়ে বিরাট ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের, ১৫ দিনের মধ্যেই পাবেন হাতে

নয়াদিল্লি, ১৮ জুনঃ আর কয়েক মাস পরই বিহারের বিধানসভা নির্বাচন। আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গেও বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। তার আগেই বড় ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের। বুধবার নির্বাচন কমিশনের তরফে ভোটার কার্ড সংক্রান্ত এক পরিবর্তনের ঘোষণা করা হল। নির্বাচন কমিশন জানাল, এবার ভোটার কার্ড পাওয়ার জন্য আর এক মাস অপেক্ষা করতে হবে না। মাত্র ১৫ দিনেই হাতে ভোটার কার্ড পেয়ে যাবেন। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, নতুন ভোটার যারা অথবা পুরনো ভোটার যারা ভোটার কার্ডে কোনও পরিবর্তন করেছেন, তারা মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে ভোটার কার্ড

হাতে পেয়ে যাবেন। এর জন্য নতুন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে ভোটার কার্ড পেতে এক মাস বা তার বেশি সময় লাগে। নতুন প্রক্রিয়ায় ভোটার কার্ড তৈরি করে তা বাড়িতে পৌঁছে দিতে মাত্র ১৫ দিন সময় লাগবে। প্রতিটি ধাপ ডাক বিভাগের মাধ্যমে রিয়েল টাইম ট্র্যাক করা হবে। ভোটাররাও ট্র্যাক করতে পারবেন, তাদের কার্ড কতদূর পৌঁছেছে। অনলাইনে ভোটার কার্ড তৈরি করতে নির্বাচন কমিশনের ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। এবং অনলাইনেই ভোটার কার্ডের জন্য আবেদন বা ভোটার কার্ডের সংশোধন করতে পারবেন।

ট্রাম্পকে কড়া জবাব ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মনেতার, আমেরিকাকে অপূরণীয় মাশুল চোকানোর হুমকি

তেহরান ও জেনেভা, ১৮ জুনঃ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ' প্রস্তাবের মুখের উপর জবাব দিলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। বুধবার টেলিভিশন বার্তায় তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, ইরান আত্মসমর্পণ করবে না। ইজরায়েলের সঙ্গে ঝামেলায় যদি আমেরিকা নাক গলায়, তাহলে অপূরণীয় ক্ষতির মাশুল গুনতে হবে ট্রাম্পকে, পাল্টা হুমকি দিয়ে বলেন খামেনেই। তিনি বলেন, ''চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে ইরান ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। ইরানকে যাঁরা চেনেন, সেইসব বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, ইরানের ইতিহাস এবং দেশ ও দেশবাসী কোনওদিন কাউকে হুমকির ভাষায় কথা বলেনি। তেমনই আমরাও চাই না, কেউ আমাদের মুখের উপর দাঁড়িয়ে ভয় দেখাক। ইরান ভয়ে মাথা নিচু করতে জানে না। আমেরিকা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুক, যদি তারা কোনও সেনা অভিযানে শামিল হয়, তাহলে এমন ক্ষতি হবে যে তা কোনওদিন পূরণ করতে পারবে না।'' ইজরায়েলকে আরও একহাত বেশি নিয়ে তিনি বলেন, ''ইরানিদের উপর শান্তি অথবা যুদ্ধ জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।'' চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ নিয়ে খামেনেই বলেন, ''অবরোধের ভয় দেখিয়ে আমাদের দমিয়ে রাখা যাবে না।'' অন্যদিকে, সরকার জানিয়ে দিয়েছে যে, যদি কোথাও প্রমাণ হয়, ইজরায়েলি হামলায় ওয়াশিংটনের প্রত্যক্ষ হাত রয়েছে, তবে আমেরিকাতেও প্রত্যাঘাত করা হবে। জেনেভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের

খামেনেইয়ের আগেই দেশের রাষ্ট্রদূতরা এই একই বার্তা দিয়েছিলেন বিশ্বের দরবারে। দেশের মানুষ ও জমি রক্ষায় কোনও আপস, ধৈর্য দেখাবে না ইরান। ইজরায়েলের পাশাপাশি আমেরিকাকেও এদিন হুমকির সুরে ইরানি সদর দফতরে তেহরানের দূত স্পষ্ট করে বলেন, ''ইজরায়েলি হানায় আমেরিকার সরাসরি হাত থাকলে, তাদেরও মূল্য চোকাতে হবে।'' তিনি আরও বলেন, ''ইরানের প্রত্যাঘাতে কোনও সংযম দেখানো হবে না। যদিও প্রত্যাঘাত হবে ইজরায়েলি হানার সমতুল এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনেই।'' তাঁর কথায়, ''আমাদের দেশের নাগরিক, নিরাপত্তা ও জমির সুরক্ষায় আমরা কোনও বাধা মানব না। আমরা খোলাখুলি এবং কঠিনভাবেই হামলার জবাব দেব।'' অন্যদিকে, ইতালি ও স্পেনে কর্তব্যরত ইরানি রাষ্ট্রদূতরাও একই ভাষাতেই বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছেন, ইজরায়েল জোরজবরদস্তি আঞ্চলিক শান্তি নষ্ট করেছে, যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বিমানহানা মধ্যে কোনও আলোচনা চলতে পারে না। ওরা চাইলেও ইরানও জবাব দেবে এবং আরও কঠিন ভাষায় জবাব দেবে। এদিকে, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসৌদ পেজেশসিয়ান বুধবার বলেন, ''ইজরায়েলি হামলার জবাবে জনমত তৈরি করতে দেশবাসীকে একত্র করতে হবে। স্থানীয় মানুষকে একজোট করে তাঁদের ইজরায়েলি বিরোধী জনমত গড়ে তোলায় উৎসাহ দিতে হবে।'' এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি বলেন, ''দেশের বাইরেও এই পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ করা জরুরি।'' সরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ডাক দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট।

দুর্নীতি রুখতে ১০০ দিনের কাজে সোজা জব কার্ড হোল্ডারকে টাকা পাঠাতে পারবে কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুনঃ প্রয়োজন মতো শর্ত আরোপ করে কেন্দ্রকে পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প ফের চালু করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার এক জনস্বার্থ মামলার রায়ে এই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞনমের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালত এও জানিয়েছে, দরকার হলে সরাসরি জব কার্ড হোল্ডারের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতে পারবে কেন্দ্র। বুধবারের রায়ে আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় কোনও কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজ এভাবে দিনের পর দিন বন্ধ করে রাখা যায় না। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গে যে দুর্নীতি হয়েছে তার তদন্ত হয়েছে। তদন্তে যে টাকা উদ্ধার হয়েছে তা একটি তহবিলে রাখা আছে। এর পর কাজ বন্ধ রাখা অনুচিত। কেন্দ্রকে ১ আগস্ট থেকে রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প ফের চালু করতে হবে। দুর্নীতির রোধে যে কোনও শর্ত আরোপ করতে পারবে কেন্দ্র। এমনকী পশ্চিমবঙ্গের জন্য বিশেষ শর্ত আরোপের অধিকারও থাকবে কেন্দ্রের। প্রকল্পের নিয়মিত নজরদারি চালানো যাবে। এমনকী কেন্দ্র চাইলে জব কার্ড হোল্ডারের উদ্দেশপ্রণোদিতভাবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বঞ্চনা করে চলেছে।'' পালটা বিজেপির রাজ্য সভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''এই রায়ে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে। কেন্দ্র-

অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পারবে। আদালতের এই রায়ে তৃণমূলের এক মুখপাত্র বলেন, ''এতে স্পষ্ট যে তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যে বঞ্চনা ও বৈষম্যের অভিযোগ করেছিল তা সত্যি। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সংঘাত আর তীব্র হবে। যারা ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের সমীক্ষায় যাবেন দুর্বৃত্ত শাসিত এই রাজ্যে তাদের নিরাপত্তা কে দেবে? কেন্দ্রকেও কোথাও হিসাব দিতে হয়। রাজ্য সরকার হিসাব না দিলে তারা হিসাব দেবে কোথা থেকে?''

ইন্ডিয়ার বিমান ফিরলো দিল্লি

নয়াদিল্লি, ১৮ জুনঃ বালিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানকে ফিরিয়ে আনা হলো দিল্লিতে। অগ্ন্যুপাতের কারণে ফ্লাইটটিকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে দিল্লিতে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে জানা গেছে, বুধবার দিল্লি থেকে বালিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট AI২১৪৫-কে বালির বিমানবন্দরের কাছে আগেয়গিরির অগ্ন্যুপাতের কারণে নিরাপত্তার স্বার্থে দিল্লিতে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। বিমানটি নিরাপদে দিল্লিতে অবতরণ করে এবং সমস্ত যাত্রীকে নিরাপদে নামানো হয় বলে জানা যাচ্ছে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক যাত্রীর, আহত ৩০

ঝাড়গ্রাম, ১৮ জুন ঃ বুধবার সকালে ঝাড়গ্রামের গুপ্তমণি এলাকায় বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো বাসন্তী মাহাতো (৫৫) নামে এক মহিলা যাত্রীর। আহত হন ৩০ জন। তার মধ্যে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজে চিকিসাধীন ১৯ জন যাত্রী।জানা গেছে, বুধবার সকালে গোপীবল্লভপুর থেকে মেদিনীপুর যাওয়ার সময় গুপ্তমণি এলাকায়একটি মোটরবাইক আচমকা সামনে চলে আসায় জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি রাস্তার বাঁদিকে একটি কালভার্টের গর্তে ঢুকে যায়। জানা গিয়েছে, পুলিশ জখম ৩০ জন যাত্রীকে উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়। বাসন্তী মাহাতোকে (৫৫) মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। আহতদের মধ্যে ১৯ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

বেগমপেট বিমানবন্দরে হুমকি মেল

হায়দরাবাদ, ১৮ জুন ঃ বুধবার হায়দরাবাদের বেগমপেট বিমানবঃদরে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি মেল মিললো। ইতিমধ্যেই বম্ব স্কোয়াড গিয়েছে বিমানবন্দরে। তল্লাশি চালানো হচ্ছে। জানা গেছে, বিমানবন্দর এবং এর আশেপাশের এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কিছু পাওয়া যায়নি।বেগমপেট-এর এক পদস্থ পুলিশ আধিকারিক জানান, বুধবার সকালে বেগমপেট বিমানবন্দরে বোমা হামলার একটি হুমকি মেল এসেছে। আমরা বর্তমানে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল নিয়ে বিমানবন্দর এবং এর আশেপাশের এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছি বলে মনে হয়।

ভাড়াবাড়িতে ওড়িশার পুলিশকর্মীর রহস্যমৃত্যু

কলকাতা, ১৮ জুন ঃ গড়িয়াহাটে ভিনরাজ্যের পুলিশকর্মীর রহস্যমৃত্যু। ভাড়াবাড়ি থেকে মিলল ঝুলন্ত দেহ। নজরে পড়তেই সহকর্মীরা খবর দেন থানায়।মঙ্গলবার রাতেই দেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তে। মৃত পুলিশকর্মীর নাম সুব্রত কুমার সাহু। ওড়িশার কেওনঝারের বাসিন্দা তিনি। ওড়িশা পুলিশে কর্মরত ছিলেন সুব্রত। সম্প্রতি প্রশিক্ষণের জন্য কলকাতা আসেন তিনি। সঙ্গে সহকর্মীরাও ছিলেন। গড়িয়াহাট থানার হিন্দুস্থান পার্কের একটি বাড়িতে সহকর্মীদের সঙ্গে ভাড়া থাকতেন তিনি।সূত্রের খবর, মঙ্গলবার দীর্ঘক্ষণ একা ছিলেন সুব্রত। তাতে সন্দেহ হয় সহকর্মীদের। এরপর ঘরে খুঁজতেই মেলে সুব্রতর ঝুলন্ত দেহ। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় গড়িয়াহাট থানায়।আত্মঘাতী হয়েছেন ওই পুলিশ কর্মী? নাকি নেপথ্যে লুকিয়ে অন্য রহস্য, জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আমেরিকার মধ্যস্থতায় সংঘর্ষ বিরতি হয়নি, ট্রাম্পকে জানালেন মোদী

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন ঃমার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা হল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিসরী দুই রাষ্ট্রনেতার ফোনালাপের বিষয়টি জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, মোদী এবং ট্রাম্পের মধ্যে ফোনে ৩৫ মিনিট কথা হয়। তিনি আরও জানান, ট্রাম্পকে 'অপারেশন সিঁদুর' সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন মোদী। শুধু তা-ই নয়, ভারত-পাকিস্তানের

মধ্যে সংঘর্ষবিরতি কারওর মধ্যস্থতায় হয়নি বলেই ট্রাম্পকে জানিয়েছেন মোদী। ওঠেনি বাণিজ্যের প্রসঙ্গও। বুধবার ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিসরী জানিয়েছেন, টেলিফোনে কথা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। মোটামুটি ৩৫ মিনিট দুই নেতার কথা হয়েছে বলে দাবি করেছেন বিদেশ সচিব। অপারেশন সিঁদুর নিয়েও হয়েছে আলোচনা। শুল্ক নিয়ে যে কোনও আলোচনা হয়নি তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন বিক্রম। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী মোদী ট্রাম্পকে ফের একবার অবস্থান স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, ভারত তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা বরদাস্ত করবে না।

জি৭ সম্মেলনের ফাঁকে ডজনখানেক রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি ও কানানাস্কিস, ১৮ জুন ঃ কানাডায় জি৭ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রায় ডজনখানেক রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে সাক্ষা করলেন। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় উঠে এসেছে নানা দিক।কানাডায় জি৭ বৈঠকে অতিথি হিসাবে হাজির ছিলেন মোদী। কখনও তাঁকে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা, মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শেইনবাউম, জার্মানির ফেডারেল চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্জ, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে-মিয়ং, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টার্মার, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মার্ক্রো, ইটালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা-র সঙ্গে ছবিতে দেখা গেছে। পাশাপাশি ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন, ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কস্তার সঙ্গেও দেখা গেছে এক ফ্রেমে।অন্যদিকে কানাডায় জি৭ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুখোমুখি হলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির।জি৭ সম্মেলন সফলভাবে আয়োজনের কার্নির প্রশংসাও করলেন নরেন্দ্র মোদী।নরেন্দ্র মোদী জানান, প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির সঙ্গে চমকার বৈঠক হয়েছে। জি৭ শীর্ষ সম্মেলন সফলভাবে আযজেনের জন্য তাঁর এবং কানাডা সরকারের প্রশংসা করেছি। ভারত ও কানাডা গণতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং আইনের শাসনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা সংযুক্ত। প্রধানমন্ত্রী কার্নি এবং আমি ভারত-কানাডার বন্ধুত্বকে গতিশীল করার জন্য ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য উন্মুখ। বাণিজ্য, শক্তিং, মহাকাশ, খনিজ, সার এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।অন্যদিকে কানাডায় জি৭ বৈঠকে অতিথি হিসাবে হাজির ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাঁচ দিনের ত্রিদেশীয় সফরে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতি পরবর্তী সময়ে এটিই প্রথম বিদেশ সফর মোদীর। ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র সাইপ্রাস হয়ে কানাডায় যান তিনি। সেখান থেকে যাবেন দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্র ক্রোয়েশিয়ায়। কানাডায় জি-৭ বৈঠকে যোগ দেন তিনি। ভারত এবং কানাডার সাম্প্রতিক কূটনৈতিক সম্পর্কের টানাপড়েনের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর আরও তাপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।কানাডা সফর শেষে এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ফলপ্রসূ কানাডা সফর সম্পন্ন। জি৭ সম্মেলনের সফল আয়োজনের জন্য কানাডাবাসী ও সেদেশের সরকারকে ধন্যবাদ। নানা আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপর ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুস্থিতি বজায় রাখতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।অন্যদিকে পাঁচ দিনের ত্রিদেশীয় সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র সাইপ্রাস হয়ে কানাডায় জি-৭ সম্মেলনে যোগ দেন তিনি। সেখান থেকে গন্তব্য দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্র ক্রোয়েশিয়া। ইতিমধ্যেই তিনি কানাডা সফর শেষ করে ক্রোয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন।ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বুধবার জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর তিন দেশের সফরের শেষ পর্যায়ে ক্রোয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন।তিনি এও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কানাডায় অত্যন্ত ফলপ্রসূ সফর সম্পন্ন করেছেন। জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে জ্বালানি নিরাপত্তা, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের মতো বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁর পরবর্তী গন্তব্য - ক্রোয়েশিয়া।

রানী লক্ষ্মীবাঈকে শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন ঃ বীরত্ব, সাহস এবং আত্মমর্যাদার প্রতীক মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের শহিদ দিবসে আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। বুধবার এই ভাবে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।অমিতবাবু লিখেছেন, রানী লক্ষ্মীবাঈ ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়ে ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন।মাতৃভূমির স্বাধীনতাকে তাঁর সর্বোচ্চ লক্ষ্য করে তোলা রানী লক্ষ্মীবাই তাঁর অসাধারণ সামরিক দক্ষতা এবং দুর্ভেদ্য কৌশল দিয়ে নারীশক্তির বীরত্ব ও সাহসের এক অকল্পনীয় রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। তাঁর জীবনকাহিনী ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাতৃভূমির জন্য ত্যাগ ও আত্মত্যাগের জন্য অনুপ্রাণিত করে চলবে।

আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনাঃ১৬৩ দেহ শনাক্ত

আহমেদাবাদ, ১৮ জুন ঃআহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে বুধবারও স্বজনহারাদের ভিড় চোখে প।ছে হাসপাতাল চত্বরে। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় মৃত ১৬৩ জনের দেহ ডিএনএ পরীক্ষায় শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে এখনও পর্যন্ত।আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ রাকেশ যোশী জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ১৬৩টি ডিএনএ নমুনা মিলেছে এবং ১২৪টি মৃতদেহ সংশ্লিষ্ট পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকি দেহগুলি শীঘ্রই হস্তান্তর করা হবে।প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার দুপুরে আহমেদাবাদ-লন্ডন এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান টেকঅফের কিছুক্ষণ পরেই ভেঙে পড়ে আহমেদাবাদের মেঘানিনগর এলাকায়। বহু যাত্রী মারা গিয়েছেন এই বিমান দুর্ঘটনায়। এদিন দুপুর ১টা ১৭ মিনিট নাগাদ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বিমানবন্দর থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিল। ১টা ৩৮ মিনিট নাগাদ ভেঙে পড়ে বিমানটি।

কাছাড়ে সরকারি কাজকর্মে বাংলা ভাষা ব্যবহার বাধ্যতামূলক

শিলচর (অসম), ১৮ জুন ঃ কাছাড় জেলায় সরকারি কাজকর্মে বাংলা ভাষা ব্যবহারকে বাধ্যতামূলক করতে জেলাশাসকের নির্দেশ এবং অসম সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের পূর্ববর্তী আরেকটি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে জেলার সমস্ত সরকারি কার্যালয়ের কাজে ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার ব্যাবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটিতে কাছাড়ের জেলাশাসক বাংলায় স্বাক্ষর করেছেন। জেলা প্রশাসনের সদর্থক এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ)।এক প্রেস বার্তায় বিডিএফ-এর মিডিয়া সেলের মুখ্য আহ্বায়ক জয়দীপ ভট্টাচার্য বলেন, বিডিএফ জন্মলগ্ন থেকে এই উপত্যকার সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি জানিয়ে আসছে। কারণ বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষায় উপত্যকার একাদশ শহিদ আত্মবলিদান দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, এমন-কি ভাষা আইন লঙ্ঘনের প্রতিবাদ করায় বিডিএফ-এর মুখ্য আহ্বায়ককে ১৮ দিন জেল খাটতেও হয়েছে। তাই জেলাশাসকের এই বিজ্ঞপ্তি অবশ্যই সন্তোষজনক। তবে কার্যক্ষেত্রে যাতে এই নির্দেশ যথাযথ পালিত হয় সে ব্যাপারেও তপর থাকার জন্য তিনি জেলাশাসককে আহ্বান জানিয়েছেন।জয়দীপ আরও বলেন, রাজ্যের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ বাংলাভাষী হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত বাংলাকে এই রাজ্যের সরকারি সহযোগী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এ ব্যাপারে সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি অনতিবিলম্বে 'ভাষা শহিদ স্টেশন' নামকরণের বিষয়টি চূড়ান্ত করার জন্য তিনি সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন বলে মনে করেছেন।

প্রকাশিত হল মাধ্যমিকের নম্বর সংশোধিত ফল

কলকাতা, ১৮ জুন ঃ মাধ্যমিকের পুনর্মূল্যায়ন (স্ক্রুটিনি ও রিভিউ)-এর ফলাফলে ব্যাপক পরিবর্তন। র‍্যাঙ্ক বদল হল কৃতীদের। মেধাতালিকার চতুর্থ স্থানে থাকা পূর্ব মেদিনীপুরের সুপ্রতীক মান্নার নম্বর বৃদ্ধি পাওয়ায়, সে দ্বিতীয় স্থানে জায়গা করে নিয়েছে।শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, মোট ১২, ৪৬৮ জনের পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর বদলেছে। ২ মে ফল প্রকাশের ৪৮ দিনের মাথায় মাধ্যমিকের নম্বর যাচাই (স্ক্রুটিনি) এবং খাতা পুনর্মূল্যায়ন (রিভিউ)-এর ফল প্রকাশিত হল।এর আগে মেধাতালিকায় ৬৬ জন পরীক্ষার্থী ছিল। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে, মাধ্যমিকের নম্বর যাচাই (স্ক্রুটিনি) এবং খাতা পুনর্মূল্যায়ন (রিভিউ)-এর ফল প্রকাশের পর ওই তালিকায় জায়গা পেয়েছে আরও ন'জন।

ঝাড়খণ্ডের পুর নির্বাচন প্রস্তুতিতে কংগ্রেসের বৈঠক

রাঁচি, ১৮ জুন ঃ ঝাড়খণ্ডের আসন্ন পৌরনির্বাচনের প্রস্তুতিপর্বে বুধবার রাঁচিতে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের বৈঠক হয়। এই প্রসঙ্গে বুধবার রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি কেশব মাহাতো কমলেশ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, এটি ওয়ার্ড স্তরে আমাদের কমিটিগুলিকে শক্তিশালী করার একটি প্রচেষ্টা। এছাড়া ভবিষ্যতে নির্বাচনগুলিতে কংগ্রেস কর্মীদের কাছ থেকে দলের উন্নতির জন্য পরামর্শ নেওয়াও এই সমাবেশের অন্যতম লক্ষ্য। বলে মনে করা হয়েছে আজ থেকেই হবে।

বিহারে জেডি (ইউ) কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ স্কুল নাইট গার্ড অ্যাসোসিয়েশনের

পাটনা, ১৮ জুন ঃ বিহারের বিভিন্ন স্কুলে কর্মরত বিপুল সংখ্যক নৈশপ্রহরী তাদের প্রাপ্য মজুরি না পাওয়ায় বুধবার স্কুল নাইট গার্ড অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হয় জনতা দল (ইউনাইটেড) কার্যালয়ের সামনে। বুধবার বিক্ষোভকারীরা সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, প্রশাসনের তরফ থেকে আমাদের বারবার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে এই ব্যাপারে আলোচনায় বসা হবে , তবে সুরাহা হয়নি। তাই নিজেদের টাকা খরচ কর রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী সুনীল কুমারের কাছে নিজেদের সমস্যার জানাতে এসেছি এবং আমরা এর দ্রুত সমাধানের আবেদন জানাচ্ছি।

অসুস্থ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, গুয়াহাটির প্রাক্তন সাংসদ বিজয়া চক্রবর্তী, স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে জিএমসিএইচে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা

গুয়াহাটি, ১৮ জুন ঃ অসুস্থ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা গুয়াহাটির প্রাক্তন সাংসদ প্রবীণ বিজেপি নেত্রী বিজয়া চক্রবর্তীর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে (জিএমসিএইচ) গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।জিএমসিএইচ-এ চিকিৎসাধীন বিজয়া চক্রবর্তীর সাথে দেখা করে স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়ে তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রী এ খবর দিয়ে জানান, বিজয়া চক্রবর্তী সব সময় যেমন আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ থাকেন, আজও তার ব্যতিক্রম তাঁকে দেখা যায়নি। কথোপকথনের সময় তিনি বেশ উৎসাহও দেখিয়েছেন।মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা জিএমসিএইচ-এর ডাক্তার এবং প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন, বিজয়া চক্রবর্তীর চিকিৎসায় যেন কোনও শিথিলতা না রাখা হয়। প্রয়োজনীয় সকল চিকিৎসা সুবিধা যেন তাঁকে প্রদান করা হয় যাতে তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন।প্রসঙ্গত, অসম প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ শইকিয়া এবং অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈও সম্প্রতি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চক্রবর্তীর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতে জিএমসিএইচ-এ গিয়েছিলেন।

ইজরায়েলে হামলা ইরানের, পাল্টা হানা ইজরায়েলেরও

তেহরান, ১৮ জুন ঃরাতভর ইজরায়েলের বায়ুসেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ইরান। এমনটাই জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।বুধবার ভোরে ইরানের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে মধ্য ইজরায়েলের একটি এলাকায় আগুনও লেগে গিয়েছে বলে খবর। শুধু তা-ই নয়, উত্তর ইজরায়েলে অবস্থিত মেরন বিমানঘাঁটি লক্ষ্য করেও আঘাত হানা হয়েছে। তবে ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।প্রসঙ্গত, ইরানের পরমাণুকেন্দ্রগুলিকে লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েলের সেনা। প্রত্যাঘাত করে ইরানও। তার পর থেকে দু'দেশের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। সংঘর্ষের আবহে পশ্চিম এশিয়ায় টানটান উত্তেজনার পরিস্থিতি। ইজরায়েলের দাবি, তাদের সাধারণ নাগরিকদের উপর হামলা চালাচ্ছে ইরান। উল্টো দিকে, মঙ্গলবার রাতে ইরানের একাধিক তৈলভান্ডারে হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ।

মোদী ও জি৭, জি৭ ব্যাপারটা কী

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন ঃ কানাডায় জি৭ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১০ ঘণ্টায় ১২টি বৈঠক করলেন!জি৭ পুরো কথাটা 'গ্রুপ অব সেভেন'। জাপান, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে গঠিত একটি সংঘ। ইউরোপীয় ইউনিয়নও জি৭ এ প্রতিনিধিত্ব করে। এই সাতটি দেশ হচ্ছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল স্বীকৃত বিশ্বের সাতটি মূল উন্নত অর্থনীতির দেশ। এরা বৈশ্বিক সম্পদের শতকরা ৬৪ ভাগের প্রতিনিধি (২৬৩ ট্রিলিয়ন) প্রতিনিধিত্ব করে।আগে এই গোষ্ঠীর নাম ছিল জি৮। রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করে নিয়ে সেই অঞ্চলকে রাশিয়ার অংশ হিসেবে যুক্ত করে নিলে পশ্চিমী দেশগুলো রাশিয়ার বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। সেই উষ্মার জের হিসেবে ২০১৪ এর ২৪ মে রাশিয়াকে জি-৮ থেকে খারিজ করে দেওয়া হয়। জোট আবারও স্নায়ুযুদ্ধের সময়ের জি-৭ নামে আগের পরিচিতি ফিরে পায়।উল্লেখ্য, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে মঙ্গলবার জি৭-এর বৈঠকে উঠে এসেছে নানা দিক। একই সঙ্গে কানাডার সঙ্গে ভারতের ' বন্ধুত্বপূর্ণ' সম্পর্ক আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তাও দিয়েছেন মোদী। তাঁকে সমর্থন জানান কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নে।

রাণী লক্ষ্মীবাঈকে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু-র

শিমলা, ১৮ জুন ঃ রানী লক্ষ্মীবাঈকে তাঁর শহীদ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন হিমাছল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ঠাকুর সুখবিন্দর সিং সুখু। তিনি বলেন, নারীশক্তি, সাহস এবং দেশপ্রেমের এক প্রতীক তিনি। রানী লক্ষ্মীবাঈ তাঁর অসাধারণ বীরত্ব এবং সাহসিকতার মাধ্যমে ভারতীয় ইতিহাসে অমর স্থান করে নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৮৫৭ সালের লড়াইয়ে রানী লক্ষ্মীবাঈ সামনের সারিতে থেকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করেছিলেন এবং মাতৃভূমির সুরক্ষায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর জীবন এখনও তরুণদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। আমাদের উচিত এই সাহসী যোদ্ধাদের ত্যাগ ও সংগ্রামকে সর্বদা শ্রদ্ধা ও সম্মান করা বলে মনে করা হয়েছে অনেকেই বলে থাকেন।

নেতানিয়াহু বিশ্বকে আরো অস্থিতিশীল করে তুলেছেন রাশিয়াঃপশ্চিমাবিশ্ব তেল আবিবের নিঃশর্ত সমর্থক

বিশ্বসংবাদসংস্থাঃমার্কিন সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স বলেছেন, ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিযাহুর আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি অব্যাহত অবজ্ঞার ফলে বিশ্ব আরো বিপজ্জনক এবং অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে।ইরনার বরাত দিয়ে পার্সটুডে জানিয়েছে, ভার্মন্টের একজন স্বাধীন প্রতিনিধি বার্নি স্যান্ডার্স এক বিবৃতিতে বলেছেন, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর যুদ্ধবাজ পদক্ষেপ বিশ্বে আরো অস্থিতিশীলতা তৈরি করেছে। তিনি আরো যোগ করেছেন, ইরানের উপর তার একতরফা এবং অবৈধ আক্রমণ একটি পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক যুদ্ধের ঝুঁকি বহন করে।স্যান্ডার্স সতর্ক করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে স্পষ্ট করে বলতে হবে যে আমরা নেতানিয়াহুর দ্বারা আরেকটি যুদ্ধে জড়াব না। আমাদের অবশ্যই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলে এই সংঘাতের তীব্রতা রোধ করতে এবং পক্ষগুলোকে আলোচনার টেবিলে আনতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।বার্নি স্যান্ডার্সের এসব বক্তব্য এবং ইসরাইলি-ইরান যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার সতর্কবাণী এমন এক সময়ে এসেছে যখন তেল আবিব ওয়াশিংটনের সমর্থনে ইরানে আক্রমণ শুরু করেছে। এই প্রসঙ্গে, আমেরিকার রাজনৈতিক বিশ্লেষক ফিওরেলা ইসাবেল সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এক্স-এ একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, আমেরিকার জ্বালানিবাহী বিমানগুলো কাতারের আল-উদেইদ বিমান ঘাঁটি থেকে উড়ে এসে ইসরাইলি বিমানগুলোতে জ্বালানি সরবরাহ করেছে।অন্যদিকে, এটা কোন গোপন বিষয় নয় যে ইসরাইল এবং আমেরিকার নীতি হচ্ছে ইরানের প্রতি প্রকাশ্য শত্রুতা বজায় রাখা। ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক হাকাবির এক বক্তব্য থেকে এটি নিশ্চিত করে। ইরানের বিরুদ্ধে ইসরাইলের সাম্প্রতিক অপরাধ সত্ত্বেও ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থার প্রতি তার দেশের সমর্থনের উপর জোর দিয়ে হাকাবি এক্সে একটি পোস্টে দাবি করেন যে যেহেতু লাখ লাখ আমেরিকান অধিকৃত অঞ্চলে বাস করে তাই ইসরাইলি শাসনব্যবস্থার উপর ইরানের আক্রমণকেও আমেরিকানদের উপর আক্রমণ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।এদিকে, রাশিয়ার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই রিয়াবকভ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা আইএইএ'র বোর্ড অফ গভর্নরস কর্তৃক সাম্প্রতিক ইরান-বিরোধী প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ইসরাইল ইরানে আক্রমণ করেছে যার মাধ্যমে এটা দেখায় যে তেল আবিব নিজেকে শাস্তি থেকে মুক্ত বলে মনে করে এবং এই প্রস্তাবটিকে পশ্চিমাদের নিঃশর্ত সমর্থনের অজুহাত হিসাবে বিবেচনা করছে।তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই ধরনের পদক্ষেপ কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয় বরং ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী প্রধান ইউরোপীয় শক্তিগুলোর নিঃশর্ত সমর্থনের জন্যই সম্ভব হয়েছে।

গোপালপুর গণধর্ষণ মামলার তদন্তে সিআইডি-ক্রাইম ব্রাঞ্চ

ভুবনেশ্বর, ১৮ জুন ঃওড়িশার গোপালপুরের সমুদ্রসৈকতে তরুণীর গণধর্ষণ মামলাটির তদন্তভার গেল ওড়িশার রাজ্য সিআইডি-ক্রাইম ব্রাঞ্চের কাছে। বুধবার ও।শির পুলিশের ডিজিপি যোগেশ বাহাদুর খুরানিযার নির্দেশে সিআইডি-ক্রাইম ব্রাঞ্চের নারী ও শিশু অপরাধ দমন শাখা তদন্তের জন্য ইতিমধ্যেই গোপালপুরে পৌঁছে গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তদন্ত পরিচালনা করা হচ্ছে এবং দ্রুত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।প্রসঙ্গত, ওড়িশার গোপালপুরে বেড়াতে গিয়ে ভয়াবহ ঘটনার শিকার হন এক যুগল। গোপালপুরের সমুদ্র সৈকতে তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ। শুধু তাই নয়, তরুণীর সঙ্গে থাকা পুরুষ বন্ধুকেও মারধরের অভিযোগ উঠেছে। গণধর্ষণের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ওড়িশা পুলিশ ১০ জন যুবককে গ্রেফতার করেছে। জানা গিয়েছে, ওই নির্যাতিতা রাজা উসবে যোগ দিতে তাঁর এক পুরুষ বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গোপালপুরে গিয়েছিলেন। উসবের মূল অনুষ্ঠান শেষে সৈকতের নির্জন দিকে ঘুরছিলেন বছর কুড়ির ওই তরুণী ও তাঁর বন্ধু। অভিযোগ, সেই সময়ই একদল অপরিচিত যুবক তাঁদের ধাওয়া করেন। দলে ছিল ১০ জন। তরুণী ও তাঁর বন্ধুকে ধরে ফেলার পর শুরু হয় অকথ্য অত্যাচার। তরুণীর বন্ধু তাদের আটকানোর চেষ্টা করলে তাঁকে মারধর করে হাত-পা বেঁধে ফেলা রাখা হয়। তার পরে ১০ যুবক ওই তরুণীকে পাশবিক যৌন নির্যাতন করে বলে অভিযোগ।উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার ওড়িশার উপমুখ্যমন্ত্রী প্রভাতী পারিদাও এই ঘৃণ্য এবং নারকীয় ঘটনার জন্য সমাজমাধ্যমে শোকপ্রকাশ করে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান।

রাশিফল

মেষঃ আজ আপনার কাঁধে অনেক কিছু নির্ভর করবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনার জন্য মনের স্বচ্ছতা গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার স্ত্রীর সাথে একসাথে, আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং আপনার ভবিষ্যতের জন্য আপনার সম্পদের পরিকল্পনা করতে পারেন। বাচ্চারা আপনার মনোযোগ বেশী করে চাইবে- আপনার প্রতি তাদের সাহায্য ও সহানুভূতি দেখাবে। প্রতিটি পরিস্থিতিতে আপনার ভালবাসা প্রদর্শন করা ঠিক নয়।

বৃষঃ ব্যবসায় লাভের সম্ভবনা বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের দাঁত সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদি কোনও প্রকল্পে অর্থ ব্যয় না করা উচিত। বিজ্ঞান ও ডাক্তারির ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষায় নতুন দিগন্ত পেতে পারেন।।

মিথুনঃমিথুন রাশির জাতকদের চিকিৎসার খরচ বাড়তে পারে। অন্যেরা আজ আপনার সারল্যের সুযোগ নিতে পারে। মজুতদাররা অপ্রত্যাশিত মুনাফা পেতে পারেন। আইন, হিসেব, অর্থনীতির পড়ুয়াদের পড়াশোনায় উন্নতির যোগ রয়েছে। সহকর্মী বা প্রতিবেশীর থেকে আজ আপনি বিশেষ সাহায্য পাবেন।

কর্কটঃ কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের সম্ভাব্য রক্তপাত বা অস্ত্রোপচারের আশঙ্কা রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবন ও দাম্পত্যে কিছু মতান্তর হতে পারে। কাছের মানুষের শরীর খারাপ হওয়ায় আপনি উকণ্ঠিত হবেন।

সিংহঃ আজ অকারণে নানা চিন্তা বাড়বে সিংহ রাশির জাতকদের মনে। কাজের সূত্রে ভ্রমণ হতে পারে। নতুন ব্যবসা শুরু করার ইঙ্গিত রয়েছে। আজ কোনও কিছুর নেশায় আচ্ছন্ন হতে পারেন। অনিশ্চিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগে করে তাতে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। লিভার বা চামড়ার অসুখে কষ্ট পেতে পারেন।।

কন্যাঃ আজ কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা সবার কাছে প্রকাশ পাবে। আজ কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে আপনার ক্ষতি হতে পারে। হাড়ের ব্যথায় কষ্ট পেতে পারেন। পড়াশোনার কারণে বিদেশযাত্রার যোগ আছে। বাড়িতে গুরুস্থানীয় ব্যক্তির আগমন হতে পারে।

তুলাঃআর্থিক লেনদেনে সতর্ক হোন কর্মক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব এবং স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত উদ্বেগ বৃদ্ধি পেতে পারে।।

বৃশ্চিকঃ প্রেমের সম্পর্কে জড়ানোর যোগ রয়েছে বৃশ্চিক রাশির জাতকদের। আপনার মতামতের ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে।

ধনুঃ আপনি প্রিয়তমের সঙ্গেও অসাধারণ সময় কাটাবেন ও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা আজ আপনাকে সমর্থন করবেন ও বেশি অর্থ উপার্জনে সাহায্য করবেন।

মকরঃকোন বন্ধু আপনার মুক্ত মানসিকতা এবং ধৈর্য্যশক্তির পরীক্ষা নিতে পারে।

কুম্ভঃ সঠিক পরিকল্পনার অভাবে খরচ বাড়বে কুম্ভ রাশির জাতকদের। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন।

মীনঃ মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের মানসিক অস্থিরতা থাকবে তবে সরকারি চাকরিতে সুযোগ আসতে পারে এছাড়াও যৌথ ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা আছে। শুভ দিন হতে পারে আজই হবে।

আবহাওয়া

মৌসুমী অক্ষরেখা ফের সক্রিয় হয়েছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও গুজরাটের আরও কিছু অংশে মৌসুমী অক্ষরেখা প্রভাব বিস্তার করবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। কলকাতা সহ প্রায় সব জেলাতেই তাই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায়।হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলাতে। কলকাতা সহ সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা-মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার হতে পারে। মালদহ ও দুই দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী তিন দিনে তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমবে রাজ্যে।

জোয়ার -ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫২মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫২ মিনিট। ভাটা-সকাল ১০টা৫২মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হবেই।

প্রকাশিত হল মাধ্যমিকের নম্বর সংশোধিত ফল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুন ঃ মাধ্যমিকের পুনর্মূল্যায়ন (স্ক্রুটিনি ও রিভিউ)-এর ফলাফলে ব্যাপক পরিবর্তন। র‍্যাঙ্ক বদল হল কৃতীদের। মেধাতালিকার চতুর্থ স্থানে থাকা পূর্ব মেদিনীপুরের সুপ্রতীক মান্নার নম্বর বৃদ্ধি পাওয়ায়, সে দ্বিতীয় স্থানে জায়গা করে নিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, মোট ১২, ৪৬৮ জনের পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর বদলেছে। ২ মে ফল প্রকাশের ৪৮ দিনের মাথায় মাধ্যমিকের নম্বর যাচাই (স্ক্রুটিনি) এবং খাতা পুনর্মূল্যায়ন (রিভিউ)-এর ফল প্রকাশিত হল। এর আগে মেধাতালিকায় ৬৬ জন পরীক্ষার্থী ছিল। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে, মাধ্যমিকের নম্বর যাচাই (স্ক্রুটিনি) এবং খাতা পুনর্মূল্যায়ন (রিভিউ)-এর ফল প্রকাশের পর ওই তালিকায় জায়গা পেয়েছে আরও ন'জন।

কলকাতা কর্পোরেশন আজ দুটো মল চেম্বারের পরিষ্কারের গাড়ি এবং তার মধ্যে সার তৈরি করার বিশেষ একটি গাড়ির উদ্বোধন করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ।এই প্রজেক্টে ন কোটি টাকা খরচ করেছে কলকাতা পৌরসভা । ছবি সুবল সাহা

উচ্চ শিক্ষা দফতরের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত জটিলতা তৈরির অভিযোগ 'জুটার'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুন ঃ সোমবার থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স অফিসারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে কেউ নেই। এই পদ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে একদিনের জন্যও এই পদে কেউ না থাকলে অনেক কাজ আটকে যায়। এই অভিযোগ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (জুটা) জটিলতা তৈরির অভিযোগ এনেছে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতরের বিরুদ্ধে।

বুধবার ' সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায় এই প্রতিবেদককে জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স অফিসারের মেয়াদ গত ১৩ জুন শেষ হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষ অনেক আগেই এই সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি উচ্চ শিক্ষা দফতরে আগাম জানিয়েছিলো। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা দফতর ইচ্ছাকৃতভাবে ফিনান্স অফিসার নিয়ে জটিলতা তৈরি করে রেখেছে। ফলে এখনও পর্যন্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ ফাইল এবং অর্থ প্রদান আটকে গেছে। বেশ কিছু 'স্ট্যাটুটরি পেমেন্ট' না করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জরিমানা পর্যন্ত হতে পারে। এর আগে দায়িত্বপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার পদের মেয়াদও শেষ হয়েছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা দফতর মেয়াদ শেষের আগেই সেই পদে যিনি ছিলেন তাঁর মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু ফিনান্স অফিসারের ক্ষেত্রে ইচ্ছে করে জটিলতা তৈরি করা হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে উচ্চ শিক্ষা দফতর নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকে ফিনান্স অফিসার নিয়োগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব তহবিলের নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়। এর আগে HRMS চালুর উদ্যোগ নেওয়ার মধ্যে দিয়ে সেটি শুরু করেছে। এখন উচ্চ শিক্ষা দফতরের এক আধিকারিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ কেউ ফিনান্স অফিসারের মেয়াদ বাড়ানোর প্রক্রিয়া আটকে দিয়ে জটিলতা তৈরি করছেন। আসলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিকভাবে দুর্বল করার চক্রান্ত অনেক আগেই শুরু হয়েছে ফিনান্স অফিসার নিয়ে জটিলতা তৈরি করা তারই অংশ। এর ফলে ছাত্র, গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, আধিকারিক - সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো আর্থিক ব্যবস্থাই ভেঙে প৷ার মুখে। আমরা উচ্চ শিক্ষা দফতরে ইচ্ছাকৃতভাবে এই জটিলতা তৈরির তীব্র প্রতিবাদ করছি। যদি এই সপ্তাহের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে আগামী সোমবার থেকে এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে যাবো।

মেট্রো কর্মীরা একজন অসুস্থ মহিলা যাত্রীকে সাহায্য করেন

কলকাতা, ১৮ জুন ঃ মেট্রো কর্মীরা এবং আরপিএফ কর্মীরা সর্বদা যাত্রীদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং মসৃণ ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ যত্ন নেন। তারা মেট্রো প্রাঙ্গণের ভিতরে সাহায্যের প্রয়োজন এমন যাত্রীদের প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেন। তাদের সতর্কতা সকলের কাছে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। ১৭.০৬.২০২৫ তারিখে, মেট্রো কর্মীরা এমন একটি উদাহরণ স্থাপন করেছেন যা একজন মহিলা যাত্রীকে সাহায্য করেছে। সেদিন প্রায় ৫,৫০ মিনিটে, শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের সারফেস গেটে প্রায় ১৯ বছর বয়সী একজন মহিলা যাত্রী হঠাৎ অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন। কর্তব্যরত স্টেশন কর্মীরা এবং আরপিএফ কর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবে তার সাহায্যে ছুটে যান। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে, তাকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পর, প্রায় ৬,০৫ মিনিটে, তার কাকা স্টেশনে এসে তাকে হেফাজতে নেন। যাত্রীর সমস্ত জিনিসপত্র তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপর তারা আরও চিকিৎসার জন্য আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যান। মেট্রো কর্মীদের সদয় এবং সময়োপযোগী সাহায্যের জন্য তারা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের ধারাবাহিক অসহযোগিতা স্বত্বেও ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজ্য এগিয়ে চলেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুন ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ধারাবাহিক অসহযোগিতা স্বত্বেও ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজ্য এগিয়ে চলেছে বলে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানিয়েছেন। বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে আজ তিনি জানান, বাংলার খেলাধূলার পরিকাঠামো ও প্রতিভা বিকাশে রাজ্য সরকার ধারাবাহিক ভাবে উদ্যোগী হয়েছে। জলপাইগুড়িতে রাজ্য সরকারের তরফে অত্যাধুনিক ক্রীড়া একাডেমি গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের খুঁজে আনা হচ্ছে। বিধায়ক অপূর্ব সরকারের এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, ০১৬ সালে জলপাইগুড়িতে ২৭ একর জমির উপর ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ওই ক্রীড়া একাডেমি গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে যার মূল্য দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১১ কোটি টাকা। কিন্তু কেন্দ্রের তরফে সহযোগিতা না থাকায় সেই প্রকল্পে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (সাই)-এর তরফে একজন খেলোয়াড়ও নির্বাচিত করা হয়নি বলে তিনি অভিযোগ করেন। বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজ্যের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে অরূপ বাবু বলেন, বাংলা সন্তোষ ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সেই দলে থাকা ২২ জন খেলোয়াড়কেই রাজ্য সরকার চাকরি দিয়েছে।পাশাপাশি তিনি জানান, মহিলা ফুটবলেও রাজ্যের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। ইস্টবেঙ্গল মহিলা দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রাজ্যেরই ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব বড় মঞ্চে সাফল্য পেয়েছে।

ইরানের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে উদ্বেগের দিনযাপন, ইরানে পাঠরত বসিরহাটের পড়ুয়ার পরিবারের

সৌরভ দাশ,বসিরহাট,১৯ জুন ঃ ইরান ইসরাইলের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে, দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে বসিরহাটের শাঁকচুড়ার এক পরিবারের।এই পরিবারের ই ছেলে সৈয়েদ বাকির মাজলেসী রেজবী, পড়াশুনোর জন্য বর্তমানে ইরানে থাকে সে , যুদ্ধের কারণে বিপাকে পড়েছে সে। ইন্টারনেট পরিষেবায় সমস্যার কারনে পরিবারের সাথে যোগাযোগও একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তার। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে রীতিমতো উদ্বিগ্ন তার পরিবার এবং সে নিজেও। ইরানে থাকা ভারতীয় পড়ুয়াদের দেশে ফেরানোর পদক্ষেপ করার আর্জি নিয়ে ইরান থেকেই সোসাল মিডিয়ায় পোস্ট ওই পড়ুয়ার। উচ্চতর শিক্ষার জন্য ইরানে গিয়েছিলো ওই পড়ুয়া। উদ্বেগ জনক পরিস্থিতি তে সে ফিরতে চায় নিজের দেশে, নিজের বাড়িতে, পরিবার পরিজনের কাছে। আর তাই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ইরান থেকে গত সোমবার এলাকার বিধায়ককে ট্যাগ করে, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে মেনশান করে তার আর্জি- ইরানে পড়াশুনার জন্য থাকা ভারতীয় ছাত্র ছাত্রীরা উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুক ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সোসাল মিডিয়ায় তার পোস্টের মাধ্যমে সে বলে আমাদের প্রিয় ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে অনুরোধ করছি অনুগ্রহ করে আমাদের ও আমাদের বন্ধু বান্ধবদের দ্রুত ইরান থেকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করুন। বসিরহাটের শাঁকচূড়ার বাসিন্দা সৈয়েদ বাকির মাজলেসী রেজবী।

পরিবার সুত্রে জানা যায় পড়াশুনায় ছোট থেকেই মেধাবী সে। ফারসি ভাষায় ডক্টরেট করতে বর্তমানে সে ইরানে । বর্তমানে ইরানের কোম শহরে থেকে সেই পড়াশোনা করে । গত দু'বছর সে ইরানে থেকে পড়াশোনা করছে। এই মুহূর্তে ইরান এবং ইসরাইল এর যুদ্ধ পরিস্থিতিতে, ইরানের পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগ জনক হওয়ায় রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছে সৈয়েদ বাকির মাজলেসী রেজবী এবং তার পরিবার । ইরানে নেটওয়ার্কের সমস্যা থাকায় বাড়ির সাথে ঠিকমতন যোগাযোগও করতে পারছে না সে । তার পরিবারও একই কারণে তার সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না । যত দিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে উদ্বেগ। সে খুব দ্রত দেশে ফিরতে চায়। তার পরিবারও তাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে চায় । কিন্তু এখনও সমাধান হয়ে ওঠে নি। ইরানে পাঠরত ওই ভারতীয় পনুয়া যোগাযোগ মাধ্যমে আমাদের জানান, সেখানকার ভারতীয় এম্বাসির সাথেও যোগাযোগ করেছে সে, তারা ভারতীয়দের ফেরানোর উদ্যোগ নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। তার কথায় তিনি যে শহরে আছেন সেখানে বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় পড়ুয়া আছে। বাংলার বসিরহাট, বাদুড়িয়ার ছাত্র ছাত্রীরাও আছে। তার কথায়, ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের সময় যেভাবে সরকার ভারতীয় ছাত্র দের সহযোগিতা করেছিলো, এসময়েও যেনো সেভাবেই সহযোগিতা করে সরকার, এটাই আর্জি তার।

স্বপন দত্ত বাউলকে বি আর আম্বেদকর জাতীয় সম্মান

বনস্পতি দে, হুগলী,১৮ জুন ঃ নিঃ স্বার্থ ভাবে বিনা পয়সার সমাজ সচেতনের বাউল বললে একটিই নাম সবার মুখে মুখে রাষ্ট্রপতির শিল্পী ডক্টর স্বপন বাউলের নাম। এই বেতার দূরদর্শন শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল থাকেন খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমান জেলায়। সম্প্রতি দার্জিলিং হিমালয়ান কলা মন্দিরে ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল কে ডক্টর বি আর আম্বেদকর জাতীয় সম্মানে সম্মানিত করা হয় উত্তরীয়, সম্মান সারক ও মানপত্র দিয়ে জিএইচআরপিএফ রিসার্চ ইনস্টিটিউশনের পক্ষ থেকে। ম্যাপত্রে উল্লেখ্য যে স্বাস্থ্য, সুষ্ঠ সমাজ গঠন, সোসাইটি বিল্ডিংএর অবদানের জন্য একটি কৃতিত্ব হিসাবে এই যোগ্যতায় শংসাপত্র টি ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের সেরা শব্দ। ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় বাউল

গানের বার্তায় অসামান্য কাজের জন্য এবং সমাজ সেবার ক্ষেত্রে স্বীকৃতি স্বরুপ জি এইচ আর পি এফ রিসার্চ ইনস্টিটিউশনের এই শ্বংসাপত্র প্রদান। আপনার সৃজনশীল কর্মকান্ড কেউ ভুলতে পারবে না যা মনের ইতিহাসে আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করবে। এবং তারা আপনাকে চিরকাল স্মরণ করবে। জাতি আপনাকে চিরকাল স্মরণ করবে। এ প্রসঙ্গে স্বপন বাউল বলেন পর পর তিনবার জাতীয় সম্মানিত শিল্পী হতে পেরে আমি খুবই উৎসাহিত। আরো বেশি করে জনকল্যাণে নিজেকে সপে দেবার মনস্থির করেন এবং ভারত মাতার সম্মান রক্ষায় সারা জীবন ধরে মহতী কাজ করে যাবার অঙ্গীকার করেন ।

হাওড়ার ধূলাগোড় ট্রাক টার্মিনালে খুন ট্রাক চালক, এলাকায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, ১৮ জুন ঃ হাওড়ার ধূলাগোড় ট্রাক টার্মিনালে খুন হলেন এক ট্রাক চালক। মঙ্গলবার সন্ধ্যের ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সিসিটিভির ফুটেজে দেখা যায়, প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে হাতাহাতি এবং তারপরই আচমকা ছুরির কোপ মারা

মৃতের নাম রাগুল কুন্দন। তিনি তামিলনাড়ুর বাসিন্দা বলে জানা গেছে। ট্রাক নিয়ে এসেছিলন ট্রাক ধূলাগো। টার্মিনালে। অন্য চালকদের সাথে বচসা হয়। তখনই তাঁর গলায় ধারালো অস্ত্রের কোপ মারা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। এরপর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাঁকরাইল থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। হয়। একাধিকবার কাঁধ ও গলার মাঝের অংশে কোপ মারায় মুহূর্তেই রক্তে ভেসে যায় ওই এলাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত রাগুল কুন্দন তামিলনাড়ুর বাসিন্দা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সাঁকরাইল থানার পুলিশ। রক্তাক্ত ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে গাববেরিয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাওড়ার ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন ধূলাগোড় ট্রাক টার্মিনাসে মঙ্গলবার সন্ধ্যা প্রায় সাতটা নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পণ্যবাহী ট্রাক ওই মার্কেটে আসে। তার মধ্যে চার-পাঁচজন দক্ষিণ ভারত থেকে আসা চালকের মধ্যে কোনও একটি কারণে বচসা হয়। সেই বচসার জেরেই ঘটে ওই ঘটনা। তবে এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত পলাতক। অভিযুক্তের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। কি কারণে এই ঘটনা গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এবিষয়ে বি সত্বা রাও বলেন, আমি চায়ের দোকানে ছিলাম। তখন দেখি লোকটা যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে হঠাৎ পড়ে যান। পড়ে যাওয়ার পর শুনলাম ওনাকে ছুরি মারা হয়েছে। কোথায় তাঁকে মারা হয়েছে জানিনা। রাস্তায় পড়েই তিনি মারা যান। ঘটনাটি ঘটে প্রায় সাতটা নাগাদ। উনি পেশায় গাড়ি চালক। বিশ্বজিৎ কুমার সাহা নামের আরেক ব্যক্তি বলেন, ঘটনার সময় আমি ছিলাম না। শুনি গাড়ির চালকদের মধ্যে গন্ডগোলের জেরে এক ড্রাইভার অন্য ড্রাইভারকে ছুরি মারে। এসে দেখি ঘটনাস্থলে রক্ত পড়ে রয়েছে। পুলিশ তদন্ত করার জন্য আসে। তখন জানতে পারি ওই গাড়ি চালক খুন হয়েছেন।

'ভুল' চিকিসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ হাওড়ার আন্দুলে, কাঠগড়ায় বেসরকারি হাসপাতাল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ জুন ঃ হাওড়ার আন্দুলের এক বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে 'ভুল' চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, সোমবার রাতে আন্দুলের চুনাভাটি এলাকার বাসিন্দা সমীর সরকারকে (৬৭) শারীরিক অসুস্থতার কারণে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মঙ্গলবার রাত দশটা পর্যন্ত তিনি কথাবার্তাও বলেছিলেন বলে জানা যায়। এরপর রাত ১০-৪০ নাগাদ মৃত্যু হয় সমীর বাবুর। মৃত্যুর খবর ছড়াতেই হাসপাতালে জড়ো হন সমীর বাবুর পরিবার পরিজনেরা। এরপরেই শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ। চিকিৎসকদের ঘিরেও বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন মৃতের আত্মীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় নাজিরগঞ্জ থানার পুলিশ। এই ঘটনায় চিকিৎসক এবং ওই বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নাজিরগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মৃতের পরিবার। মৃতের ছেলে সৌমিক সরকার বলেন, ''ভুল চিকিৎসায় বাবার মৃত্যু হয়েছে। কেন মৃত্যু হলো তা জানতে আমরা চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছি। উনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতেই চাইছেন না। ক্যাশ টাকা দিয়েই বাবাকে এখানে ভর্তি করিয়েছিলাম। ১২ টাকার ওষুধও কিনে দেওয়া হয়েছিল। সব ওষুধ বাবাকে দেওয়া হয়নি। বাবার হাইপ্রেশার ছিল। এবং পটাশিয়াম লেবেল কম ছিল।

কুলতলিতে জমি বিবাদে দাদার ধারালো অস্ত্রের কোপে গুরুতর আহত ভাই

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ১৮ জুন ঃ সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে জখম হলেন এক ব্যক্তি। অভিযুক্ত তারই দাদা ও ভাইপো। ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানার দেউলবাড়ি দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মানিকপীর গ্রামে। আহত ব্যক্তি যুধিষ্ঠির সরদারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক জমি জমা নিয়ে বিবাদ চলছিল দাদা পঞ্চু সরদার ও ভাইপোদের সঙ্গে। মঙ্গলবার সেই বিবাদের সময় আচমকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কথা কাটাকাটির মাঝেই পঞ্চু ও তার ছেলে হঠাৎই ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় যুধিষ্ঠির ওপরে। এবং পর পর আঘাত করা হয় তার শরীরে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হলে মঙ্গলবার রাতে কুলতলি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যুধিষ্ঠির।আর তারপর এই ঘটনা তদন্তে নামে কুলতলি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেল,তার অভিযোগের ভিত্তিতে পঞ্চু সরদারের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে তবে এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল।

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে ন্যাশনাল যোগাতে পিয়ালীর সোনার পদক

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৮ জুন ঃ অভাবের সংসার, তার সঙ্গে লড়াই করেই পরপর জয় আরো বড় স্বপ্ন দেখাচ্ছে ক্ষুদে মেয়ে পিয়ালী দাস কে। সদ্য সে জাতীয় পর্যায়ের সেরা হওয়ার সুবাদে জায়গা করে নিয়েছে মালয়েশিয়াতে আন্তর্জাতিক এশিয়ান যোগা চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায়। যা সুদূর মালয়েশিয়াতে সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। এই আর্থিক খরচ বহন করা তার বাবা সুমন্ত দাসের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়। এই কারণে সুমন্ত আর্থিক কষ্টে জর্জরিত। চলতি মাসের ৭ ই জুন শিলিগুড়ির মাটিগাড়া তে ন্যাশনাল যোগা তে অনূর্ধ্ব ৮ থেকে ৯ বছর মহিলা ট্রেডিশনাল গ্রুপে প্রথম স্থান অর্জন করে গোল্ড পদক পায়। এই প্রতিযোগিতা সারা রাজ্য থেকে প্রায় তিন হাজার প্রতিযোগী অংশ নেয়। এখান থেকে চারজন প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিল। ছোট্ট পিয়ালীকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে সুমন্তর মনের ভেতর স্বপ্ন। এই ছোট্ট যোগাসন খেলোয়াড়ের বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর সরডাঙ্গা কালেখাতলা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সে ধীতপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। ইতিমধ্যেই সে জেলা ও রাজ্যস্তরে বহু খেতাব জিতেছে। স্থানীয় ফিটনেস যোগা সেন্টারে প্রশিক্ষক পিয়ালী সেন এর কাছে তার হাতেখড়ি। বছরখানেক ধরে তার কাছে প্র্যাকটিস করছে সে। সুমন্ত পাড়া ঘরে হকারি করে সংসার চালান। স্ত্রী বিউটি দাস গৃহবধূ। তারা দুই বোন। ছোট প্রীতি। ২০২৪ সালে বর্ধমান ডিসট্রিক্ট যোগা প্রতিযোগিতায় সে চ্যাম্পিয়ন হয়। এছাড়া ওই বছর উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে জাতীয় যোগা চ্যাম্পিয়ন শিপে গোল্ড পদক পায়। ওর সাফল্যের পিছনে আরেকজনের অবদান রয়েছে ভেটারেন্স অ্যাথলিট যুথিকা রায়ের।

বিমানের ১১এ সিট নিয়ে কটাক্ষ করলেন তসলিমা নাসরিন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুন ঃ এ পর্যন্ত যত বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে, অধিকাংশ বিমানেই তো ১১এ সিটের যাত্রী বাঁচেনি দুজন বেঁচেছে, এ নিতান্তই কো ইন্সিডেন্স নয় কি? বুধবার সামাজিক মাধ্যমে এই মন্তব্য করেছেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। তিনি লিখেছেন, ১১এ নম্বর সিটের যাত্রী এয়ার ইন্ডিয়ার দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেছেন, যখন আর কোনও যাত্রী বাঁচেনি। ১১এ সিটের আরেক যাত্রী থাইল্যান্ডের এক বিমান দুর্ঘটনায় বেঁচে গিয়েছিলেন, যখন সেই বিমানের অনেক যাত্রীরই মৃত্যু হয়েছিল। এই খবর শুনে, এখন এমন হয়েছে, যে, বিমানের ১১এ নম্বর সিট বেশি দামে বুক করছে লোকে। মনে করছে এই সিটটি লাকি সিট। এই সিটে বসলে দুর্ঘটনার কবল থেকে বাঁচবে। আমি কি বিমানের ১১এ সিট কখনও বেশি টাকা দিয়ে বুক করবো? করবো না, কারণ আমি কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি কোনও সিট কোনওদিন কাউকে বাঁচায় না। বাঁচাতে পারে না। আসলে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে হলে যেটা দরকার , সেটা হলো-- ভালো বিমান, ভালো মেইন্টেনেন্স, ভালো পাইলট। এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসার ১ ঘন্টা বাদে বুধবার বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত লাইক ও মন্তব্যের সংখ্যা হয়েছে যথাক্রমে ১ হাজার ৯০০ ও ১৭।

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সঙ্কটমুক্ত নন, জানাল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুন ঃ শনিবার পেটের যন্ত্রণা এবং বমি হওয়ার মতো সমস্যা নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তমলুকের বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তার পর থেকে বুধবার দুপুর পর্যন্ত তাঁকে সঙ্কটমুক্ত বলে ঘোষণা করল না হাসপাতাল। চার দিন হল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রাক্তন বিচারপতি তথা তমলুকের সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এখনও তাঁকে সঙ্কটমুক্ত বলতে পারেননি চিকিৎসকেরা। আলিপুর এলাকার যে হাসপাতালের আইসিইউ-তে তাঁর চিকিৎসা চলছে, তারা জানিয়েছে, প্রাক্তন বিচারপতি গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল (জিআই) সেপসিস নামের এক ধরনের সংক্রমণজনিত সমস্যায় ভুগছেন। বুধবার সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও রূপক বড়ুয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, রিমেইনস ক্রিটিক্যালি ইল অ্যান্ড আন্ডার ক্লোজ অবজার্ভেশন ইন দি আইসিইউ। এতে অভিজিৎবাবুর 'অ্যাকিউট প্যাংক্রিয়াটাইটিস'-এর উল্লেখও করেছেন রূপকবাবু।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের শততম মহাপ্রয়াণ বার্ষিকী উযাপিত হলো কলকাতার ঐতিহ্যমন্ডিত মহাজাতি সদনে। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা শহীদ বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল কুমার সেন, অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. শিশুতোষ সামন্ত, বিশিষ্ট লেখক অপূর্ব দাস এবং শহীদ বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির সম্পাদক তরুণ বিশ্বাস।

হেমন্তকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জয়ন্ত দে-র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুন ঃ হেমন্তের গানে জয়ন্ত, এটা সবাই জানে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর বাদে আবার একটি নতুন গানে ধরা দিল হেমন্ত কণ্ঠের অনুরাগী সঙ্গীত শিল্পী জয়ন্ত দে। ক্যাসেট, সি, ডি র গানের দুনিয়াটা হেমন্ত ময় করে রেখেছিল যাঁরা তাঁদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য জয়ন্ত। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর কণ্ঠ শিল্পী জয়ন্ত কে বহু আসরে অনেকেই দেখছেন। এমনকি আজও অনেক জায়গা থেকে ডাক আসে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে শ্যামল সরকারের গীত রচনায়, টুকাই সরকারের সুরে এবং এস, এম ষ্টুডিওর ইউ টিউব থেকে প্রকাশিত নতুন মিউজিক আলবামটি তোমাদের আসরে কতবার এসেছি গেয়েছেন জয়ন্ত দে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাঁর এই সংগীত শ্রদ্ধাঞ্জলি খুবই শ্রুতি মধুর হয়েছে বলাই যায়।

পরিবেশ রক্ষার বিশেষ বার্তা

মলয় সুর, চন্দননগর,১৮ জুন ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পরিবেশ রক্ষার বার্তা পৌঁছে দিতে এক অভিনব উদ্যোগ নিল চন্দননগরের পালপাড়ার বাসিন্দা আইনজীবী সমাজসেবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী। তার গৃহ সংলগ্ন বাগানের ক্ষুদ্র পরিসরে একটি সবুজের ছোঁয়া তৈরি করে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিলেন। বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে বৃক্ষ রোপনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কি নেই এই বাগানে ভেষজ উদ্ভিদ, ফুল- ফল নানান ধরনের সবজির সমাহার। শহরের ইট কাঠ পাথরের জঙ্গলে এই এক টুকরো বাগান যেন হৃদয়কে সবুজ করে তোলে। এছাড়াও ছবি প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে পরিবেশ রক্ষার ভাবনা তুলে ধরা হয়।

উত্তর-পূর্ব রেলে বিশেষ ট্রেনগুলির সময়কাল বাড়িয়েছে

গোরখপুর, ১৮ জুনঃ গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের সুবিধার্থে রেল প্রশাসন পূর্বে চলমান নিম্নলিখিত বিশেষ ট্রেনগুলির পরিচালন সময়কাল বাড়িয়েছে। এই ট্রেনগুলি তাদের পূর্ববর্তী স্টপেজ, সময়, রুট এবং রেক গঠন সহ বর্ধিত সময়ের জন্য চালানো হবে।মেয়াদ বৃদ্ধি-- ০৬৫২৯ স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাল, বেঙ্গালুরু-গোমতী নগর গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনের পরিচালনকাল ২৩ জুন থেকে ২৫ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।- ০৬৫৩০ গোমতী নগর-স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাল, বেঙ্গালুরু গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনের পরিচালনকাল ২৭ জুন থেকে ২৯ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।- ০৭৩২৩ শ্রী সিদ্ধারুধা স্বামীজি হুবলি জংশন-বানরস গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনের পরিচালনকাল ০৫ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।- ০৭৩২৪ বেনারস-শ্রী সিদ্ধারুধা স্বামীজি হুবলি জংশন গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনের পরিচালনকাল ০৮ জুলাই থেকে ২৯ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।- ০৭৩২৭ বেলগাভি-মৌ জংশন। গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনের পরিচালন সময়কাল ০৬ জুলাই থেকে ৩১ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।- ০৭৩২৮ মাউ জংশন-বেলগাভি গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনের পরিচালন সময়কাল ০৯ জুলাই থেকে ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৯৮ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ৪ আষাঢ় ১৪৩২

প্রকৃতির অস্তিত্বেই আমাদের অস্তিত্ব

প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে তার চরম মূল্য গুনতে হয় মানবজাতিকে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই আজ পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আর বিতর্কের বিষয় নয়, বরং এটি এক বাস্তব চ্যালেঞ্জ যা প্রতিটি মানুষকে সরাসরি স্পর্শ করে। সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পাঠকের চিঠিতে এ প্রসঙ্গে যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে, তা একেবারে প্রাসঙ্গিক এবং সময়োপযোগী। পরিবেশের সুস্থতা মানেই মানুষের সুস্থতা ; এই সহজ সত্যটি অধিকাংশ মানুষ বুঝলেও তার প্রয়োগে যথাযথ সচেতনতা ও সদিচ্ছা দেখা যায় না। পরিবেশ ধ্বংসের প্রভাব কেবল বন্যা, খরা, তাপপ্রবাহ বা ঝড়েই সীমাবদ্ধ থাকে না, এর গভীর প্রভাব পড়ে আমাদের দেহ-মন, খাদ্যশৃঙ্খল, পানীয় জল, বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্যের উপর। তাই পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি কেবল সরকার বা কিছু সংস্থার দায়িত্ব নয়, বরং এটি প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আজ আমরা এমন এক সময় দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে পরিবেশ রক্ষার কথা বললেই সেটিকে এক অলীক আদর্শ বলে ব্যঙ্গ করার লোকের অভাব নেই। কিন্তু প্রতিদিন যে ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা জলবায়ু পরিবর্তনের চিহ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা প্রমাণ করে দেয় বিষয়টি আর বিলম্ব সহ্য করতে পারছে না। উন্নয়নের নামে বনজঙ্গল ধ্বংস, নদীনালার স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা, নির্মাণ প্রকল্পে অবাধ কংক্রিটের বিস্তার;এসব কিছুই পরিবেশের শত্রু। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ, জলদূষণ এবং মাটির ক্ষয়। প্লাস্টিক বর্জ্য আজ সমুদ্র থেকে পাহাড়;সব জায়গায় এক ভয়াবহ অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে, মানুষ যদি নিজের ভালোমন্দ বুঝতে চায়, তবে তাকে পরিবেশ নিয়ে চিন্তা করতেই হবে। সমাজের প্রত্যেক স্তরে পরিবেশ সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। বিশেষত স্কুল-কলেজ স্তরে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে পাঠ্যসূচি আরও বেশি অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের ছোটবেলা থেকেই প্রকৃতিকে ভালবাসতে শেখাতে হবে, নইলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম প্রকৃতির সান্নিধ্যে বেড়ে না উঠলে পরিবেশের গুরুত্ব বুঝবে কীভাবে? বিভিন্ন অঞ্চলে নানা উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা বহুক্ষেত্রেই আংশিক বা অস্থায়ী। কিছুদিন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চালিয়ে আবার তা ভুলে যাওয়াই যেন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি গাছের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার টিকে থাকা নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ছবি তুলে প্রচার করলেই পরিবেশ রক্ষা হয় না, তার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও দায়িত্বশীলতা। এই প্রেক্ষাপটে নাগরিক সমাজ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, এমনকি শিল্পপতিরা যদি একত্রে উদ্যোগী হন, তবে তবেই এই সংকট রোধ সম্ভব। পরিবেশ নিয়ে কাজ করার সময় ব্যক্তি স্বার্থ নয়, সামষ্টিক কল্যাণকে সামনে রাখতে হবে। এটি এক সম্মিলিত প্রয়াসের ক্ষেত্র, যেখানে প্রশাসন, নাগরিক ও কর্পোরেট সংস্থার মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। আরও এক গুরুতর দিক হলো, পরিবেশের ক্ষতি কেবল ভবিষ্যতের নয়, বর্তমান সময়েরও এক দুঃসহ বাস্তবতা। শহরের বায়ুদূষণ, পানীয় জলের সংকট, উত্তপ্ত আবহাওয়া, অকালে ঋতু পরিবর্তন;এসব কিছুর জন্য দায়ী আমরা নিজেরাই। অতএব, সমস্যার মূলে পৌঁছে সমাধান খোঁজা দরকার। ব্যক্তি জীবনে পরিবর্তন আনা, যেমন প্লাস্টিক ব্যবহার কমানো, জল অপচয় না করা, বাড়ির চারপাশে গাছ লাগানো, ইলেকট্রনিক বর্জ্য সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করা;এইসব ক্ষুদ্র অথচ তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপই বড় ফল বয়ে আনতে পারে। তবে এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রশাসনিক কঠোরতা। প্রকৃতি ধ্বংসের বিরুদ্ধে যে কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন, তা অনেক সময় রাজনৈতিক কারণে থেমে যায়। উন্নয়ন ও পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই প্রশাসনের প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত। উন্নয়ন হোক, তবে তা যেন পরিবেশ-সহিষ্ণু হয়। এই প্রসঙ্গে মিডিয়ার ভূমিকার কথাও উল্লেখযোগ্য। সংবাদমাধ্যম যত বেশি করে পরিবেশ সংক্রান্ত সংবাদ প্রচার করবে, ততই সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হবে। বিশেষ করে স্থানীয় সমস্যা নিয়ে যদি আলোকপাত করা হয়, তবে তাতে বাস্তব সমাধানের পথ খুলবে। আজকের শিশু যদি দূষণমুক্ত পৃথিবীতে বড় না হতে পারে, যদি পাখির ডাক না শুনে, সবুজের ছোঁয়া না পায়, তবে সে প্রকৃতিকে কীভাবে ভালোবাসবে? ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা থেকে হলেও আমাদের এখনই সচেতন হতে হবে। একটি চিঠির মাধ্যমে যে বার্তা পাঠক দিয়েছেন তা কেবল উদ্বেগ নয়, এটি আমাদের ঘুম ভাঙানোর আহ্বান। এই আহ্বান যদি আমরা গুরুত্ব দিয়ে শুনি, তবে হয়তো এখনও সময় আছে নিজেদের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলার। পরিশেষে, মনে রাখা দরকার;প্রকৃতির অস্তিত্ব আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। প্রকৃতিকে অবহেলা করে টিকে থাকা যায় না। তাই প্রত্যেক মানুষের চেতনায়, দৈনন্দিন জীবনে এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় পরিবেশ রক্ষা হোক অগ্রাধিকার। প্রকৃতির প্রতিটি আঘাত মানবসভ্যতার বুকে একটি করে দাগ ফেলে। এই ক্ষত আরও গভীর হওয়ার আগেই আমাদের জেগে উঠতে হবে; নিজের জন্য, সমাজের জন্য এবং পৃথিবীর জন্য।

"আবুঝমাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন, পরিচয় ও আদিবাসী স্বায়ত্তশাসনের ভারসাম্য"

মধ্য ভারতের বনাঞ্চলের গভীরে অবস্থিত আবুঝমাদ — রহস্য, বিচ্ছিন্নতা এবং সংঘাতের দ্বারা চিহ্নিত একটি ভূমি। ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুর এবং বিজাপুর জেলার কিছু অংশ জুড়ে বিস্তৃত, এটি মাদিয়া গোন্ড আদিবাসীদের আবাসস্থল, যারা ঘন বন এবং চ্যালেঞ্জিং ভূখণ্ডের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বসবাস করে আসছে। এই অঞ্চলটি কয়েক দশক ধরে ভারতীয় রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক মানচিত্রায়নের বাইরে ছিল। এটি কেবল নামেমাত্র জরিপ বা প্রশাসনিকভাবে অনুধাবন করা হয়নি, বরং এটি দুটি প্রভাবশালী আখ্যানের সমার্থক হয়ে উঠেছে মাওবাদী বিদ্রোহের একটি শক্ত ঘাঁটি, এবং আধুনিক শাসনব্যবস্থার অধীন একটি স্থান। কিন্তু আবুঝমাদ এখন একটি মোড়ের মুখে দাঁড়িয়ে। ভারত সরকার একটি ব্যাপক ভূমি জরিপ প্রক্রিয়া এবং এলাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প শুরু করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। এই প্রচেষ্টাকে এই অঞ্চলটিকে মূলধারার সাথে একীভূত করার, এর জনগণকে অধিকার এবং কল্যাণ প্রদান এবং বিদ্রোহের হুমকি দূর করার জন্য দীর্ঘস্থায়ী পদক্ষেপ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে, এই নবায়িত রাষ্ট্রীয় আগ্রহ আবুঝমাদ এবং এর জনগণের ভবিষ্যৎ - স্বায়ত্তশাসন, পরিচয় এবং উন্নয়নের গভীর অর্থ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে। আবুঝমাদের অনন্যতা এর ঐতিহাসিক এবং সাংবিধানিক অস্পষ্টতার মধ্যে নিহিত। এটি ভারতের কয়েকটি অঞ্চলের মধ্যে একটি যেখানে জমি কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জরিপ বা আনুষ্ঠানিকভাবে সীমানা নির্ধারণ করা হয়নি। এই অসঙ্গতি দুর্ঘটনাজনিত নয়। পরবর্তী সরকারগুলি বছরের পর বছর ধরে এর বাসিন্দাদের ঐতিহ্যবাহী স্বায়ত্তশাসনকে সম্মান করেছে, যদিও এই অঞ্চলটি বেশিরভাগ সরকারি কার্যকলাপের জন্য সীমার বাইরে রয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে, সম্প্রতি ২০০৩ সালে জারি করা একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের রীতিনীতি এবং নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য আবুঝমাদের কোনও ভূমি জরিপ স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু এই অনানুষ্ঠানিক ছাড়কে এখন চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। মাওবাদী প্রভাবের অবসান এবং উন্নয়নের সূচনা করার অজুহাতে, সরকার এই অঞ্চলের উপর আনুষ্ঠানিক প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত করার পরিকল্পনা করছে। বর্ধিত লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে বন অধিকার আইন-এর অধীনে জমির মালিকানা প্রদান, অবকাঠামো নির্মাণ এবং কল্যাণমূলক পরিষেবা প্রদান। আপাতদৃষ্টিতে, এই উদ্দেশ্যগুলি প্রগতিশীল বলে মনে হয়। সর্বোপরি, আবুঝমাদের জনগণ কেন অন্যান্য নাগরিকদের দ্বারা ভোগ করা অধিকার এবং পরিষেবা থেকে বঞ্চিত থাকবে? তবুও, ভারত জুড়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা সতর্কতার কারণ প্রদান করে। অনেক উপজাতি অঞ্চলে, আনুষ্ঠানিক ভূমি জরিপ, এমনকি ক্ষমতায়নের হাতিয়ার হিসেবেও তৈরি করা হলেও, প্রায়শই দখলদারিত্বের দিকে পরিচালিত করেছে। বাজার ব্যবস্থা, ভূমি নিবন্ধন এবং উত্তোলন শিল্পের প্রবর্তন বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে স্থানচ্যুতি এবং ঐতিহ্যবাহী ভূমি অধিকারের ক্ষয় ঘটিয়েছে। আবুঝমাদ, যেখানে বন কেবল একটি সম্পদ নয় বরং সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের একটি অংশ, সেই অঞ্চলের মানচিত্রায়ন বা উন্নয়ন করার জন্য তাড়াহুড়ো করা যেকোনও পদক্ষেপ এই সূক্ষ্ম ভারসাম্যকে ভেঙে দিতে পারে। অধিকন্তু, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সামরিকীকরণের আখ্যান - যা বিদ্রোহ দমনের উপর ভিত্তি করে তৈরি - জটিলতার আরও একটি স্তর যোগ করে। উন্নয়নকে জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংযুক্ত করে, সরকার যাদের সাহায্য করতে চায় তাদেরই বিচ্ছিন্ন করার ঝুঁকি নেয়। যদি ভারী আধাসামরিক বাহিনীর উপস্থিতি বা প্রকৃত সম্প্রদায়ের পরামর্শ ছাড়াই ভূমি জরিপ পরিচালিত হয়, তবে প্রক্রিয়াটিকে মুক্তি হিসাবে নয় বরং দখল হিসাবে দেখা হবে। ইতিমধ্যেই ভঙ্গুর আস্থা, অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

—ঃ চরিত্র ঃ—

হীনম্মন্য অহং তা'দের আবিষ্ট ক'রে রেখেছে; যেখানে বিনয় নাই; সেখানে দর্শনও নাই, বিদ্যাও নাই, যুক্তি-প্ররোচিত শাসনে ; পুরাকন্থী বুঝ থাকতে পারে হয়তো। যোগ্যতা থেকেও যা'রা সময়ান্ধ, আপসোস ও অকৃতকার্যতার অভিযাত্রী তা'রা সুযোগ তাদের সন্দেহসঙ্কুল। আবেগপ্রথা আগ্রহ যা'দের; তা'রা প্রায়ই ইতস্ততঃ-ঈর্ষী হ'য়ে থাকে, আর, যা'রাই ইতস্ততঃ-ঈর্ষী; তা'রাই সাধারণতঃ সময়ান্ধ, লাখো যোগ্যতা তা'দের সহযোগিতা ও সুযোগহারা, ক্লান্ত ও ভারাক্লান্ত হ'য়ে তা'রা তা'দের যা'রা অগ্রদূত। সাধারণতঃই দায়িত্বহীন হ'য়ে থাকে তা'রা, তা'রা কর্ম্ম-ফলী, বিপত্তির অগ্রদূত। যা'রা সামঞ্জস্যে চলতে পারে না; প্রণিধানেও তাদের থাকিত, কুশল ব্যবহার আর সময়োচিত সার্থক কর্ম্মদক্ষতায় পটুত্বও কম তা'দের।

দারিদ্র্যের হার কমেছে—তবু কি আশ্বস্ত হওয়ার সময় এসেছে?

ভারতকে ঘিরে এক নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে সাম্প্রতিক একটি সরকারি রিপোর্ট, যেখানে দাবি করা হয়েছে যে দেশে চরম দারিদ্র্যের হার কমে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৫.৩ শতাংশে। অর্থাৎ, সরকার ও নীতিনির্ধারকদের মতে, দেশের অধিকাংশ মানুষ আর 'চরম দারিদ্র্য'-এর মধ্যে নেই, এবং এ এক গুরুত্বপূর্ণ 'অর্জন'। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে;এই পরিসংখ্যান কি বাস্তব চিত্র তুলে ধরছে? নাকি এটি রাজনৈতিক ব্যাখ্যার আর্থিক মোড়ক মাত্র? যখন বলা হচ্ছে যে চরম দারিদ্র্যের হার কমে গিয়েছে, তখন জানতে হবে কোন সংজ্ঞাকে ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হয়েছে। ভারতে বহু বছর ধরে দারিদ্র্য নিরূপণের নানা পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে আসছে; কখনও মাথাপিছু আয়, কখনও খাদ্যগ্রহণ, কখনও ভোগ ব্যয়ের হিসাবের উপর নির্ভর করে এই রেখা টানা হয়েছে। আর প্রতিবারই এই সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক থেকেছে। কারণ, যারা 'দারিদ্র্যের নিচে' তাদের অবস্থানও দুর্দশার, আবার যারা 'দারিদ্র্য রেখার একটু ওপরে', তাদের অবস্থাও খুব আলাদা নয়। তাই যখন বলা হয় যে মাত্র ৫.৩ শতাংশ মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে আছেন, তখন বাকি ৯৫ শতাংশের জীবনের মান আসলে কী, সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে ওঠে। এই ধরনের পরিসংখ্যান অনেক সময় নীতিগত সাফল্য প্রচার করার হাতিয়ার হয়ে ওঠে। সরকার বলছে, এই উন্নতির পেছনে রয়েছে খাদ্যসুরক্ষা প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা, ডিজিটাল সাবসিডি সরবরাহ প্রক্রিয়া, এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রকল্পগুলি। নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে এই কার্যক্রম সফল বলেই ধরা যেতে পারে। বিশেষত, অতিমারির সময় রেশন ব্যবস্থা ও নগদ সহায়তা বহু পরিবারকে অন্তত স্বল্পমেয়াদি সুরক্ষা দিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তা আদৌ মানুষকে আত্মনির্ভর করেছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কর্মসংস্থানের প্রকৃত হার আশানুরূপ নয়। গ্রাম ও শহরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এখনও মানুষের হাতে কাজ নেই, অথবা কাজ থাকলেও তা যথেষ্ট আয় নিশ্চিত করছে না। বহু মানুষ তথাকথিত 'নিম্ন-মধ্যবিত্ত' শ্রেণির সদস্য হলেও তারা অত্যন্ত অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন;চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান, এমনকি পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণের ক্ষেত্রেও তারা প্রতিনিয়ত সংগ্রামে আছেন। অন্যদিকে, আয়-বৈষম্য যে আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে, তাও বহু স্বাধীন সমীক্ষায় উঠে এসেছে। ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান এতটাই বেড়েছে যে ভারত বিশ্বের অন্যতম বৈষম্যমূলক অর্থনীতির দেশে পরিণত হচ্ছে। কর্পোরেট সংস্থাগুলির লাভের হার বাড়ছে, অথচ শ্রমিক, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা আয়হীনতায় ভুগছেন। শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, নগদ সহায়তা;এসব ক্ষেত্রেও নানারকম বাধা ও দুর্নীতি তাদের এই 'গরিব থেকে বেরিয়ে আসা'র পথ আটকে দিচ্ছে। দারিদ্র্য নিধনের প্রকৃত অর্থ হলো শুধুমাত্র খাদ্য বা নগদ সাহায্য দেওয়া নয়, বরং মানুষকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে স্বনির্ভর করে তোলা, যেন তারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন, সম্মানজনক জীবিকা গড়তে পারেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই দিকটি প্রায় অগ্রাহ্যই থেকে যাচ্ছে। প্রকল্পভিত্তিক দানের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক কিছু ফল দেখা গেলেও, মূল সমস্যার স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। আরও একটি দিক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের দাবি রাখে;সামাজিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই পরিবারগুলো, যারা তথাকথিত 'দারিদ্র্য রেখা'র উপরে, কিন্তু বাস্তবে অতি দুর্বল শ্রেণিভুক্ত। সামান্য চিকিৎসার খরচ, একটি পরিবারের সদস্যের চাকরি চলে যাওয়া বা কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগই তাদের আবার গভীর সংকটে ফেলে দেয়। অর্থাৎ, এই 'দারিদ্র্য' এবং 'দারিদ্র্যরেখার উপরের' শ্রেণি আসলে একাধিক স্তরের মধ্যে একটি চলমান অবস্থান; যেখানে যেকোনও মুহূর্তে পতনের সম্ভাবনা থেকে যায়। এই বাস্তবতার মুখে দাঁড়িয়ে, শুধুমাত্র একটি সংখ্যার উপর দাঁড়িয়ে আত্মতৃপ্ত হওয়া যায় না। বরং আরও জরুরি হয়ে দাঁড়ায়; এই সংখ্যার অন্তরালে থাকা মানুষের জীবন কাহিনিকে জানা, তাদের প্রয়োজন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা। দারিদ্র্য মানে শুধু খাবার না পাওয়া নয়; দারিদ্র্য মানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সম্মান থেকে বঞ্চিত হওয়া। উল্লেখযোগ্য যে, গ্রামীণ অর্থনীতির অবস্থা এখনও শোচনীয়। কৃষকের আয় বাড়ছে না, চাষের খরচ বেড়ে চলেছে, আর বাজারে ন্যায্য দাম পাওয়া কঠিন। এই অবস্থায় কৃষিজীবী পরিবারগুলোর পক্ষে দারিদ্র্যরেখার বাইরে স্থায়ীভাবে টিকে থাকা কার্যত অসম্ভব। এই বাস্তবতাকে বদলানোর জন্য প্রয়োজন কৃষিতে মৌলিক সংস্কার, উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তা প্রদান। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর প্রসারও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখনও বহু জায়গায় বিদ্যালয়ের অভাব, শিক্ষক স্বল্পতা, ঝরে পড়া ছাত্রসংখ্যা উদ্বেগজনক। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও সরকারি অবকাঠামো দুর্বল, ফলে গরিব মানুষকে বেসরকারি চিকিৎসার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে, যা তাদের আরও দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অর্থাৎ, যারা ইতিমধ্যেই দারিদ্র্যরেখার নীচে না থাকলেও, সহজেই নিচে নেমে যাওয়ার আশঙ্কা বহন করছে। সরকারি রিপোর্টে এই ইতিবাচক দিক তুলে ধরা হলেও, প্রয়োজন বাস্তবতাকে বুঝে পরিকল্পনা গ্রহণ করা। কোনও উন্নয়নই টেকসই নয়, যদি সেটি বিস্তৃত পরিসরে প্রভাব ফেলতে না পারে। এবং কোনও উন্নয়নই গর্বের বিষয় নয়, যদি সেই উন্নয়নের গল্পে অসংখ্য মানুষের যন্ত্রণা অনুপস্থিত থাকে। আমাদের দেশে দারিদ্র্য মানে কেবল আর্থিক দুর্বলতা নয়, তা সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনার এক সঙ্ঘাতপূর্ণ ইতিহাস। সেই ইতিহাসকে অস্বীকার করে কোনও সংখ্যাই আমাদের মুক্তি দিতে পারবে না। বরং প্রয়োজন সাহসিকতা, স্বচ্ছতা এবং সর্বজনীন নীতিনির্ধারণ, যা প্রত্যন্ত অঞ্চল, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, জাতি-ভাষা-লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের ঊর্ধ্বে উঠে বাস্তব সমস্যার প্রতিকার করতে পারে। আজ যখন সরকার দাবি করছে যে চরম দারিদ্র্য প্রায় নির্মূল, তখন আমাদের করণীয় একটাই;নতুন করে ভাবা, নতুন করে মূল্যায়ন করা এবং 'সংখ্যা'র অন্তরালে থাকা মানুষগুলির প্রতি মানবিকতার চোখে তাকানো। উন্নয়নের নামে যদি মানুষ ভুলে যায় বাস্তবতার কথা, তবে সেই উন্নয়ন শুধু ছায়া হয়ে থেকে যাবে;আলো নয়। ভারত সত্যিই যদি চরম দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসে থাকে, তবে সে শুধু পরিসংখ্যানে নয়, প্রতিটি মানুষের জীবনে তার প্রভাব ফেলে;তবেই তা সত্যিকারের সাফল্য বলে গণ্য হবে। এই আত্মসমালোচনাই হোক আমাদের অগ্রগতির পথপ্রদর্শক।

শিক্ষা নিয়ে শাসকের সংশয় কর্তৃত্ববাদী হস্তক্ষেপেই সংকটে মুক্তচিন্তার পরিবেশ

মানবসভ্যতার অগ্রগতির চালিকাশক্তি শিক্ষা। একটি জাতির চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ, ইতিহাস-সচেতনতা, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং মুক্তবুদ্ধির বিকাশ;এসবই নির্ভর করে তার শিক্ষাব্যবস্থার উপর। কিন্তু যখন রাজনীতি শিক্ষার মাঠে নেমে আসে, যখন রাজনৈতিক নেতৃত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং তাকে নিয়ন্ত্রণের উপযোগী অস্ত্রে পরিণত করতে চায়, তখন সংকট ঘনীভূত হয়। আজ এই ঘটনাই ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে ; রাজনৈতিক নেতাদের সন্দেহ, ভয় ও হীনমন্যতা শিক্ষার পরিসরে কর্তৃত্ববাদী হস্তক্ষেপকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর ফলাফল ভয়ঙ্কর ; ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, সমাজের চিন্তা করার অধিকার। একটি সমাজ কতটা গণতান্ত্রিক, তা বোঝা যায় তার শিক্ষাব্যবস্থা কতটা স্বাধীন, সেটা দেখে। শিক্ষা যদি শুধু পঠনপাঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে যুক্তি, তর্ক, বিশ্লেষণ এবং প্রশ্ন করার অভ্যাস গড়ে তোলে, তবে তবেই তা জীবন্ত এবং কার্যকর। কিন্তু সেই শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে ক্ষমতার চর্চাকারীরা। ইতিহাস, রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন বা এমনকি বিজ্ঞান;সব ক্ষেত্রেই এখন বেছে বেছে পাল্টে ফেলা হচ্ছে পাঠ্যবই, বন্ধ করা হচ্ছে স্বতন্ত্র গবেষণার ক্ষেত্র, বাদ দেওয়া হচ্ছে কিছু কিছু অধ্যায় যাতে বর্তমান ক্ষমতার অস্বস্তি রয়েছে। পাঠ্যবই থেকে মুছে ফেলা হচ্ছে ইতিহাসের বিরুদ্ধস্বর, চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে একমাত্রিক জাতীয়তাবাদ, যা ভিন্নমত ও সংলাপকে জায়গা দিতে রাজি নয়। এই পরিস্থিতি শুধু নির্দিষ্ট কোনও একটি দেশের নয়, অনেক রাষ্ট্রেই রাজনৈতিক নেতৃত্ব শিক্ষা ব্যবস্থাকে শঙ্কার চোখে দেখে। কারণ শিক্ষা মানুষকে সচেতন করে, সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে, এবং সেই ব্যক্তি রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী চেহারার প্রতিচ্ছবি চিহ্নিত করতে শেখে। এক কথায়, শিক্ষা মানুষকে প্রশ্ন করতে শেখায়;এবং ঠিক এই প্রশ্ন করাটাই শাসকদের সবচেয়ে বড় ভয়। তারা চায় একটি নিঃশব্দ, অনুগত, প্রশ্নহীন সমাজ। তাই বারবার শিক্ষক, গবেষক, ছাত্রদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন, যা হওয়ার কথা চিন্তার মুক্ত মঞ্চ, তা পরিণত হয় রাজনৈতিক নির্দেশনা পালনের কারখানায়। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে ইতিহাসের বহু দৃষ্টান্ত। যেখানেই কর্তৃত্ববাদী সরকার ক্ষমতায় এসেছে, সেখানেই প্রথম আঘাত এসেছে

শিক্ষার উপর। হিটলারের জার্মানিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল 'অস্বস্তিকর' চিন্তাবিদ ও শিক্ষকদের, পাঠ্যবই বদলে দেওয়া হয়েছিল নাৎসি মতাদর্শ অনুযায়ী। সেই প্রবণতা আজও অব্যাহত; শুধুমাত্র ভিন্ন আঙ্গিকে। শুধু পাঠ্যবই পরিবর্তনই নয়, বর্তমান সময়ে আরও স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন পর্ষদে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে এমন ব্যক্তিদের, যারা মূলত শাসকের নীতি অনুসারে কাজ করতে প্রস্তুত। এদের কাজ হলো বুদ্ধিজীবীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা, ছাত্র আন্দোলনকে দমন করা এবং একরৈখিক মতবাদের প্রচার চালানো। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব বিষয় রাজনীতিকদের চোখে 'অপ্রয়োজনীয়' বা 'বিপজ্জনক' মনে হয়, সেগুলো ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হচ্ছে। গবেষণা বরাদ্দ কমছে, শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও বেশি করে বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যাতে মুক্তচিন্তা নয়, কেবলমাত্র শ্রমবাজারের উপযোগী 'কর্মচারী' তৈরি হয়। এই সংকটে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে শিক্ষার সেই প্রাচীন আদর্শ; জ্ঞান আহরণ, প্রশ্ন, বিতর্ক ও চর্চার জায়গাটিকে ধ্বংস করে দেওয়া। শিক্ষা শুধু চাকরির উপকরণ হয়ে দাঁড়ালে, সমাজ থেকে ন্যায়বোধ, বিচারবুদ্ধি এবং নাগরিক দায়িত্ববোধ লুপ্ত হয়। আমরা পেতে থাকি এমন এক সমাজ, যেখানে প্রযুক্তি থাকবে, কিন্তু নীতিজ্ঞান থাকবে না; তথ্য থাকবে, কিন্তু প্রজ্ঞা থাকবে না। রাজনৈতিক নেতাদের এই অনাস্থা ও ভয় অকারণে নয়;তারা জানেন, সত্যিকারের শিক্ষা মানুষের ভেতর স্বাধীনচেতা বোধ জাগিয়ে তোলে। শিক্ষিত সমাজ কেবল অন্ধ অনুসরণে বিশ্বাস করে না, বরং তারা জানতে চায়, বিচার করতে চায়, প্রশ্ন করতে চায়। একমাত্র প্রশ্নহীন সমাজেই রাজনীতির স্বেচ্ছাচার চলে, দুর্নীতি লুকিয়ে রাখা যায়, ইতিহাস বিকৃত করা যায়। তাই শিক্ষাকে কুক্ষিগত করে রাখাই হয় তাদের অন্যতম প্রয়াস। অথচ স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ছাড়া কোনও সমাজ এগোতে পারে না। আমাদের যদি বিজ্ঞানী লাগে, সাহিত্যিক লাগে, বিচারক লাগে, সৎ প্রশাসক লাগে;তবে তাদের চিন্তার পরিসরে মুক্তি দিতে হবে। ছাত্রদের কণ্ঠে যাতে স্বাধীন প্রশ্ন ওঠে, সেটাই হতে হবে শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য। একটি রাষ্ট্র কেবল তার অর্থনীতি বা প্রযুক্তিতে আধুনিক হলে চলবে না, তাকে চিন্তায়ও আধুনিক হতে হবে। তা না হলে উন্নয়নের ভেতর থেকেও উঠে আসবে পশ্চাদপদতা, যেখানে কুসংস্কার, বিভাজন ও হিংসাই রাজত্ব করবে। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রদের রাজনৈতিক অধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়েও কঠোরতা আরোপ করা হচ্ছে। ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনিয়মিত, শিক্ষকদের মত প্রকাশে রুদ্ধতা, মিডিয়ার নজরদারি এবং অনেক সময় মিথ্যা মামলা দিয়ে ভয় দেখানোর সংস্কৃতি গড়ে তোলা হচ্ছে। ফলে তৈরি হচ্ছে এক ভয়মিশ্রিত পরিবেশ, যেখানে শিক্ষা ও মুক্তির মাধ্যম নয়, বরং ক্ষমতার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে রূপ নিচ্ছে। এই অবস্থায় শিক্ষক সমাজ, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও অভিভাবকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের উচিত শিক্ষার স্বাধীনতা রক্ষা করা, ছাত্রদের পাশে দাঁড়ানো এবং এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে যুক্তি ও মানবতা শাসকের চেয়ে বড় হয়। আমরা ভুলে যেতে পারি না; একটি দেশের প্রকৃত ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় তার শ্রেণিকক্ষে, পাঠশালায়, গবেষণাগারে। সেখানে যদি ভয় থাকে, প্রশ্ন না ওঠে, চিন্তা শিকলবদ্ধ থাকে; তবে রাষ্ট্র বড় হবে না, কেবল বাইরে থেকে মোড়কবন্দি থাকবে। অতএব, শিক্ষা নিয়ে সন্দেহ নয়, বরং আস্থা গড়ে তোলা জরুরি। রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা, নিয়ন্ত্রণ নয়। স্বাধীন শিক্ষা ব্যবস্থাই গড়তে পারে স্বাধীন মানুষ। আর সেই মানুষই পারে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, এক সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের দিকে। শিক্ষা যেন রাষ্ট্রের শত্রু না হয়;এই শুভবোধই আজ সময়ের দাবি।

"তৃতীয় পারমাণবিক যুগে প্রবেশ কৌশলগত অস্থিরতার এক নতুন যুগ"

বিশ্ব এখন এক বিপজ্জনক রূপান্তরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে - কেবল ভূ-রাজনৈতিক শক্তিতেই নয় বরং সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র পরিচালনাকারী মৌলিক মতবাদেও এই পরিবর্তন। বিশ্বব্যবস্থা যখন তৃতীয় পারমাণবিক যুগদ হিসেবে বর্ণনা করে, তখন প্রতিরোধ, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং কৌশলগত স্থিতিশীলতার অন্তর্নিহিত যুক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এর জায়গায় বহুমেরু প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রযুক্তিগত ব্যাঘাত এবং দীর্ঘস্থায়ী নিয়মের ক্ষয় দ্বারা চিহ্নিত একটি অনেক বেশি অনিশ্চিত এবং খণ্ডিত ভূদৃশ্যের উত্থান ঘটছে। প্রথম পারমাণবিক যুগ শুরু হয়েছিল ১৯৪৫ সালে হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে বোমা হামলার মাধ্যমে। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দ্বিমেরু শীতল যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়েছিল, যারা বিশাল অস্ত্রাগার সংগ্রহ করেছিল এবং পারস্পরিক নিশ্চিত ধ্বংসের (ধ্ঞ্জ) মতবাদকে নিখুঁত করেছিল। ঘনিষ্ঠ আহ্বান এবং ধ্বংসের চিরস্থায়ী ভয় সত্ত্বেও, এই যুগটি একটি নির্দিষ্ট স্থিতিশীলতার দ্বারা বিপরীতভাবে চিহ্নিত ছিল। নিয়মগুলি জানা ছিল। প্রতিপক্ষরা একে অপরকে বুঝতে পেরেছিল। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি, ব্যাক-চ্যানেল কূটনীতি এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা পারমাণবিক সংঘাতের উপর ঢাকনা রেখেছিল, যদিও তা ক্ষীণভাবে। শীতল যুদ্ধের সমাপ্তি দ্বিতীয় পারমাণবিক যুগের সূচনা করে, যা মূল পাঁচটি শক্তির বাইরে পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার দ্বারা চিহ্নিত। ভারত, পাকিস্তান এবং উত্তর কোরিয়ার মতো আঞ্চলিক শক্তিগুলি পারমাণবিক ক্লাবে প্রবেশ করে, যখন ইসরায়েল কৌশলগত অস্পষ্টতা বজায় রাখে। এই পর্যায়টি একটি নতুন জটিলতার সূচনা করে পারমাণবিক অস্ত্র আর পরাশক্তিদের একচেটিয়া ছিল না বরং আঞ্চলিক শক্তি জাহির, প্রতিপত্তি এবং প্রতিরোধের হাতিয়ার ছিল। এটি ছিল দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র এবং অ-রাষ্ট্রীয় হুমকির যুগ, যেখানে পারমাণবিক সন্ত্রাসবাদ এবং কালোবাজারি বিস্তারের ভয় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। আজ, তৃতীয় পারমাণবিক যুগের রূপরেখা রূপ নিচ্ছে - এবং এগুলি গভীরভাবে অস্থির। পূর্ববর্তী পর্যায়গুলির বিপরীতে, নতুন যুগ একক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা রৈখিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয় না। পরিবর্তে, এটি খণ্ডিতকরণ, অস্পষ্টতা এবং একসময় পারমাণবিক আচরণকে সীমাবদ্ধকারী কাঠামোর ভাঙ্গন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। মার্কিন-রাশিয়া-চীন ত্রয়ী ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছে, তবে অন্যান্য অভিনেতা - আঞ্চলিক শক্তি থেকে শুরু করে উদীয়মান প্রযুক্তি - কৌশলগত চিত্রকে জটিল করে তুলছে। আইএনএফ চুক্তির মতো অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তির পতন এবং নিউ স্টার্ট চুক্তির ক্ষয় এই বিপর্যয়ের প্রতীক। এই রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে আস্থার সংকট। প্রতিরোধ তত্ত্বের ভিত্তি যে ধারণাগুলি ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। এমন একটি বিশ্বে যেখানে সাইবার ক্ষমতা পারমাণবিক কমান্ড এন্ড কন্ট্রোল সিস্টেমকে ধ্বংস করতে পারে, যেখানে হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলি প্রচলিত এবং পারমাণবিক যুদ্ধের মধ্যে রেখা ঝাপসা করে দেয় এবং যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একদিন উৎক্ষেপণের সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সেখানে ভুল গণনার ঝুঁকি আগের চেয়েও বেশি। একসময় ভারসাম্যের যুক্তিসঙ্গত মতবাদ হিসেবে বিবেচিত ডিটারেন্স, বিপজ্জনকভাবে অপ্রত্যাশিত হয়ে উঠছে। তাছাড়া, তৃতীয় পারমাণবিক যুগও পুনরুত্থিত জাতীয়তাবাদ এবং কৌশলগত ভয়াবহতার ফসল। বৃহৎ শক্তিগুলো আর সংযম রাখতে আগ্রহী নয়।পরিবর্তে,তারা পারমাণবিক আধুনিকীকরণে বিনিয়োগ করছে, তাদের যুদ্ধাস্ত্রের মজুদ সম্প্রসারণ করছে এবং নতুন ডেলিভারি সিস্টেম অন্বেষণ করছে। একসময় ন্যূনতম প্রতিরোধমূলক অবস্থানে সন্তুষ্ট থাকা চীন এখন দ্রুত তার অস্ত্রাগার সম্প্রসারণ করছে। ভূ-রাজনৈতিক ঘেরাটোপের মুখোমুখি রাশিয়া কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা দ্বিগুণ করছে। অস্ত্র হ্রাসের প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দেওয়া থেকে দূরে থাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ট্রিলিয়ন ডলারের পারমাণবিক পুনর্গঠনের চেষ্টা করছে। এই প্রতিযোগিতা কেবল পিছনের দিকে নয় - এটি আর অতীতের নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় না। ভারত এবং পাকিস্তান একটি অস্থির স্থবিরতার মধ্যে আটকে আছে, যেখানে পারমাণবিক ওভারহ্যাংয়ের অধীনে উপ-প্রচলিত সংঘাতের স্বাভাবিকীকরণ দেখা গেছে। উত্তর কোরিয়া আন্তর্জাতিক চাপকে উপেক্ষা করে আরও উন্নত অস্ত্র এবং ডেলিভারি সিস্টেম তৈরি করে চলেছে। ইরানের পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা একটি আলোড়নবিন্দু হিসেবে রয়ে গেছে। এই আঞ্চলিক উত্তেজনা বিচ্ছিন্ন নয়; এগুলি বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তাহীনতার বৃহত্তর কাঠামোর সাথে সংযুক্ত। প্রতিটি সংকট একটি বৃহত্তর সংঘাতের দিকে ঝুঁকে পড়ার ঝুঁকি রাখে, বিশেষ করে কূটনৈতিক রক্ষাকবচের অভাবে।

ধ্বংসস্তূপের মাঝে নীরবতা, বোমা বর্ষণ আর মানবিকতার মৃত্যু

আধুনিক সভ্যতার এই সময়েও যখন বিশ্বের অধিকাংশ দেশ উন্নয়নের পথে, তখন গাজা উপত্যকা যেন রক্তস্নাত অতীতের দুঃস্বপ্নে আটকে রয়েছে। নতুন করে সেই দুঃস্বপ্ন আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে ইজরায়েলের লাগাতার বিমান হামলায়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমীক্ষা বলছে, গত ক'মাসে ইজরায়েল গাজার উপর প্রায় ১ লক্ষ টন বিস্ফোরক ফেলেছে। এই বিপুল মাত্রার ধ্বংসাত্মক হামলা শুধু পরিকাঠামো নয়, নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে অসংখ্য পরিবার, শিশু ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে। একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের উপর যদি ১ লক্ষ টন বোমা বর্ষিত হয়, তাহলে সে শুধু বোমা নয়;প্রতিটি বোমা সেখানে একটি শিশুর ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করে, একটি মায়ের কোলে শূন্যতা আনে, একটি স্বপ্নকে মাটিচাপা দেয়। গাজা ঠিক সেই অভিশপ্ত ভূমি, যেখানে বসবাসের অর্থ এখন মৃত্যু বরণ করার সম্ভাবনা নিয়ে বাঁচা। আজ সেখানে কোনও হাসপাতাল নিরাপদ নয়, কোনও স্কুলে বই পড়া যায় না, কোনও বাড়ি আর আশ্রয় নয়;বরং তারা বিস্ফোরণের লক্ষ্যবস্তু। এই যুদ্ধ নিছক দুই রাষ্ট্রের ভূখণ্ডগত বিবাদ নয়। এটি হয়ে উঠেছে এক পক্ষের সর্বগ্রাসী দমননীতির বিরুদ্ধে অন্য পক্ষের অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধ। ইজরায়েলের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে যে আগ্রাসন চালানো হচ্ছে, তার প্রকৃত চেহারা আর ঢাকা যাচ্ছে না। শিশুদের রক্ত, ধ্বংস হওয়া স্কুলবাড়ি আর মৃতপ্রায় চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রতিদিন স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, মানবাধিকার এখানে নিতান্তই একটা উপহাসে পরিণত হয়েছে। একটি বিস্ময়কর তথ্য হল, এই হামলার মাত্রা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু অংশের বোমা বর্ষণের সঙ্গেও তুলনীয়। এত বিস্ফোরণ একটি সীমিত ভূখণ্ডে ছুড়ে দেওয়া হয়েছে, যার জনসংখ্যা মাত্র কয়েক মিলিয়ন। এই বিস্ফোরণের তীব্রতা এমন যে, অনেক এলাকায় মাটি পর্যন্ত উধাও হয়ে গিয়েছে, শহরগুলিকে চিনতেই কষ্ট হচ্ছে। ক্ষয়ক্ষতির হিসেব কেবল পরিকাঠামোয় সীমাবদ্ধ নয়;তথ্য অনুযায়ী, হাজার হাজার মানুষ নিহত, লক্ষাধিক মানুষ গৃহহীন। অসংখ্য পরিবার মুছে গিয়েছে একেবারে মূল থেকে। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠে আসা স্বাভাবিক;আন্তর্জাতিক সমাজ, মানবাধিকার সংস্থা কিংবা জাতিসংঘ কী করছে? নিন্দার ভাষা, উদ্বেগ প্রকাশ কিংবা আলোচনার প্রস্তাব;এসবই কার্যত অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে গতিতে ধ্বংস চলছে, তার সামনে এইসব প্রতিক্রিয়া যেন কাগজের তরবারি। বড় দেশগুলির রাজনৈতিক স্বার্থ, অস্ত্র ব্যবসা এবং পশ্চিমা সহানুভূতির অসাম্য আজ এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করেছে, যেখানে একটি জনপদের নিঃশব্দে ধ্বংস হওয়াও বিশ্বরাজনীতির এক ঠাণ্ডা হিসাবের অঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাজা কোনও একটি সামরিক ঘাঁটি নয়, যেখানে শুধু যোদ্ধারা থাকে। সেখানে সাধারণ মানুষ, শিশু, শিক্ষক, চিকিৎসক, বৃদ্ধ ও তরুণ প্রজন্ম;সবাই বাস করে। কিন্তু এই আগ্রাসন ভুলে যেতে বাধ্য করছে যে, যুদ্ধ কেবল রণাঙ্গনে হয় না, যুদ্ধ হয় হাসপাতাল ধ্বংস করে, যুদ্ধ হয় খাদ্য ও জলের পথ বন্ধ করে, যুদ্ধ হয় বিদ্যুৎ ছিনিয়ে নিয়ে চারদিকে মৃত্যুর অপেক্ষা বাড়িয়ে দিয়ে। ইজরায়েল যেভাবে নিজেদের আত্মরক্ষার নামে পুরো একটি জনগোষ্ঠীর উপর এই ধরণের নিষ্ঠুর ও ব্যাপক সামরিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে, তা ইতিহাসে এক জঘন্য উদাহরণ হয়ে থাকবেই। যদিও তারা প্রতিবারই বলে থাকে, তারা 'হামাস নিধনে' এই অভিযান চালাচ্ছে, কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়; এই হামাস নিধনের আড়ালে যখন লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন সেই রক্তের দায় কে নেবে? এ কি কেবল 'কল্যাটারাল ড্যামেজ' বলে দায় ঝেড়ে ফেলা যাবে? শিশুদের মুখ থুবড়ে পড়া স্কুলব্যাগ, হাসপাতালের ভগ্নাংশে আটকে পড়া রোগী, মৃতপ্রায় মা-বাবার কোলে নিথর দেহ;এই সব দৃশ্য বারবার প্রশ্ন তোলে, কীভাবে সভ্যতা এতটা নির্দয় হতে পারে? বিশ্বব্যাপী নৈতিকতার মুখ আজ এতটাই অসাড় যে, এ ধরনের মানবিক বিপর্যয়ের মাঝেও নির্লিপ্ততা চোখে পড়ে। বিশ্বের কিছু ক্ষমতাধর দেশ শুধু নিজের স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত, তাদের কাছে গাজার শিশুর কান্না কোনও মূল্য বহন করে না। একটি জাতির অস্তিত্ব মুছে দেওয়া কেবল তার বর্তমানকেই নয়, তার ভবিষ্যৎ, ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের দিকেও এক চরম আঘাত। গাজার বই, গান, কবিতা, গল্প, জীবনযাপন;সব কিছুই যেন আজ ধ্বংসের হুমকির মুখে। যখন একটি জাতির স্বপ্ন দেখার সাহসকেও বোমার আওতায় আনা হয়, তখন সেটা আর শুধু যুদ্ধ নয়;তা হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক গণহত্যা। এই সময়ে বিশ্বজুড়ে গণমানুষের প্রতিক্রিয়া আশার কিছু রশ্মি দেখায়। বিভিন্ন দেশে বুদ্ধিজীবীরা, ছাত্রসমাজ, মানবাধিকার কর্মীরা গাজার পাশে দাঁড়িয়েছেন, প্রতিবাদ করেছেন, স্বজন হারানোর কষ্টে জর্জরিত মানুষদের জন্য কণ্ঠ তুলেছেন। কিন্তু বাস্তবতায় এসব এখনও বড় পরিবর্তন এনে দিতে পারেনি। যতক্ষণ না রাষ্ট্রের নীতির মূলে মানবতা স্থান পায়, ততক্ষণ পর্যন্ত এইসব প্রতিবাদ ক্ষীণ ধ্বনির মতোই বাতাসে মিলিয়ে যাবে। এখানে আমাদের দায়িত্ব থেমে থাকে না। সংবাদমাধ্যম, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সাধারণ পাঠক;সবাইকে এই ঘটনার স্বরূপ বুঝতে হবে এবং সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে হবে। নির্যাতনের বিরুদ্ধে মৌনতা মানেই তা অনুমোদন করা। গাজা আজ কোনও এক জাতির নিঃস্বতা নয়, এটি মানবতার এক রক্তাক্ত চিত্র, যা আমাদের বিবেককে নাড়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। একটি রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি কতটা বিস্তৃত হতে পারে, তার প্রমাণ আমরা গাজায় দেখেছি। কিন্তু একটি জাতির সহ্যশক্তি কতটা, তা-ও আমরা দেখেছি এই ভূখণ্ডেই। গাজার মানুষ আজ যতই ভগ্ন, হতাশ এবং বিধ্বস্ত হোক, তাদের বেঁচে থাকার অভিপ্রায়, ন্যায়ের আশায় বুক বাঁধার প্রবণতা, ইতিহাসের এক মহৎ উদাহরণ হয়ে থাকবে। এই যুদ্ধের দায় শুধু ইজরায়েলের নয়, দায় রয়েছে সেই বিশ্ব ব্যবস্থার, যারা ন্যায় বিচারের পরিবর্তে পক্ষপাতিত্বকে গুরুত্ব দিয়েছে। যারা নীরব থেকেছে, কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থে চোখ বুজে থেকেছে। এই নিরবতা এবং এই পাশবিকতার মদতদাতা একদিন ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড়াবে। আজ, এই সময়ে দাঁড়িয়ে, আমরা যদি গাজার কান্না না শুনি, তবে আগামী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। তারা বলবে;যখন একটি জাতির অস্তিত্ব চূর্ণ হচ্ছিল, তখন আমরা চুপ করে ছিলাম। গাজা যেন আর কোনওদিন বিস্মৃতির শিকার না হয়। যেন মানবতার পক্ষে দাঁড়ানো বিশ্ব এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে সজাগ হয়। যেন ধ্বংসস্তূপের মাঝে থেকে উঠে আসে এক নতুন দিনের প্রত্যয়। মানুষের ন্যায্য অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা শুধু রাজনৈতিক লড়াই নয়, এটি এক নৈতিক যুদ্ধ;আর এই যুদ্ধে নীরব থাকা মানেই অন্যায়ের পক্ষ নেওয়া। গাজার জন্য তাই আমাদের কণ্ঠ আজই উচ্চারিত হোক; মানবতার পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে, জীবনের পক্ষে।

স্পিড ট্রায়াল সহ আরারিয়া - গলগলিয়া নতুন ব্রডগেজ লাইন প্রকল্প পরিদর্শন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার (নির্মাণ)-এর

মালিগাঁও, ১৮ জুন ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)-এর

জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অরুণ কুমার চৌধুরী ১৬ জুন ২০২৫ তারিখে আরারিয়া-গলগলিয়া নতুন ব্রডগেজ (বিজি) লাইন রেল প্রকল্পের একটি ব্যাপক পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিহারের কাটিহার ডিভিশনে আরারিয়া এবং ঠাকুরগঞ্জের মধ্যে নবনির্মিত লাইনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরিদর্শনকালে আরারিয়ার মাননীয় সাংসদ শ্রী প্রদীপ কুমার সিং সহ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিরা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের অংশ হিসেবে, ১২০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে সফলভাবে একটি হাই-স্পিড ট্রায়াল রান করা হয়, ফলে নতুন স্থাপিত ট্র্যাকের প্রস্তুতি এবং গুণমান প্রদর্শন হয়। আরারিয়া কোর্ট থেকে ঠাকুরগঞ্জ পর্যন্ত ১১০.৭৫ কিলোমিটার বিস্তৃত আরারিয়া-গলগলিয়া বিজি লাইন প্রকল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যার উদ্দেশ্য বিহার এবং সংলগ্ন অঞ্চলে রেল যোগাযোগ এবং পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যা ২০২৫-এর মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে। উইন্ডো ট্রেইলিং পরিদর্শনের সময়, জেনারেল ম্যানেজার সম্পূর্ণ প্রকল্পের পরকাঠামোগত কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। আরারিয়া-আরারিয়া কোর্ট-রহমতপুর (৮.২৪ কিমি) এবং পাওয়াখালী-ঠাকুরগঞ্জ (২৩.২৪ কিমি) সেকশন যথাক্রমে ২০২৪-এর এপ্রিল এবং নভেম্বর মাসে ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে। রহমতপুর-পাওয়াখালী (৭৯.২৭ কিমি) এর মধ্যে অবশিষ্ট সেকশনটি এখন চালু হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে, যা পুরো প্রকল্পটি সম্পন্ন করবে। এই প্রকল্পটিতে রয়েছে ৬৪টি মেজর ব্রিজ, ২৬৪ টি মাইনর ব্রিজ এবং ১৫ টি রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণ, যা সম্পন্ন করা ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের মাত্রা এবং জটিলতা প্রতিফলিত করে। এই কাঠামোগুলি করিডোরের মেরুদণ্ড, যা সমগ্র রুটে বাধাহীন সংযোগ এবং পরিচালনগত সুরক্ষাকে নিশ্চিত করে। এই রেলওয়ে লাইনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন সংযোগ হিসেবে কাজ করবে, যা বিহারের দূর- দূরের এবং সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলগুলিকে জাতীয় রেলওয়ে গ্রিডের সাথে সংযুক্ত করবে। এর উদ্দেশ্য যাত্রী ও মালবাহী গাড়ির সুগম পরিবহন, পর্যটনকে প্রোসাহিত এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধি করে আঞ্চলিক বিকাশকে গতি প্রদান করা। তাছাড়া, নেপালের সাথে আন্ত ঃসীমান্ত সংযোগ বৃদ্ধির জন্য এর কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সুরক্ষার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করে এই পরিবর্তনকারী প্রকল্পটিকে নির্ধারিত সময়সূচীর মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশি অপবাদে দেশে ফেরত! মুম্বইয়ে কাজ করতে গিয়ে বিএসএফ ও পুলিশের ভুলে সীমান্ত পার করিয়ে দেওয়া হল মন্তেশ্বরের পরিযায়ী শ্রমিককে

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৮ জুন ঃ মন্তেশ্বরের কুলুট গ্রামের বাসিন্দা মোস্তফা কামাল শেখ-পেশায় এক সাধারণ

পরিযায়ী শ্রমিক। জীবিকার সন্ধানে মুম্বইয়ে ঝালমুড়ি বিক্রি করতেন তিনি। কিন্তু হঠাৎই জীবনের গতিপথ বদলে যায় এক দু ঃস্বপ্নের ঘটনার মাধ্যমে। অভিযোগ, ভারতের নাগরিক হওয়ার সব রকম বৈধ নথি ও প্রমাণপত্র থাকা সত্ত্বেও মহারাষ্ট্র পুলিশের সন্দেহ হয় যে তিনি নাকি বাংলাদেশি। কোনও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত না করেই তাকে ধরে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এর পরেই ঘটে আরও অমানবিক ঘটনা-বিএসএফের পক্ষ থেকে তাকে মারধর করা হয়, হয়রানি করা হয়, অপমান করা হয়। শেষে তাকে বাংলাদেশে সীমান্তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে বিজিবি (বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড) তাকে আটক করে। তবে মোস্তফার দুর্ভোগ সেখানেই শেষ হয়নি। বিজিবির জেরার মুখে পড়ে, এবং পরে স্থানীয় মিডিয়া ও মানবাধিকার কর্মীদের হস্তক্ষেপে বিষয়টি আলোচনায় আসে। উপযুক্ত নথি যাচাই করার পর বিজিবি তাকে পুনরায় ভারতে ফেরত পাঠায়। কোচবিহার সীমান্ত দিয়ে ফিরে আসার পরে বিএসএফও ভুল বুঝতে পারে এবং তাকে মেখলিগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেয়। মঙ্গলবার ভোরে অবশেষে নিজের গ্রাম কুলুটে ফিরে আসেন মোস্তফা কামাল শেখ। ঘরে ফিরে আবেগে ভেঙে পড়েন তিনি। নিজের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন,আমার সমস্ত কাগজ থাকা সত্ত্বেও আমাকে বাংলাদেশি বলে যেভাবে নির্যাতন করা হয়েছে, তা আমার শত্রুকেও যেন না ভোগ করতে হয়। মিথ্যে অপবাদে মাথা নিচু হয়ে গিয়েছিল। বিএসএফ যেভাবে মারধর করেছিল, সেই কথা মনে পড়লে আজও রাতে ঘুম আসে না।এই ঘটনায় বড় প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনিক গাফিলতি ও নাগরিক অধিকার নিয়ে। কিভাবে এক ভারতীয় নাগরিককে যাচাই-বাছাই ছাড়াই বাংলাদেশি বলে সীমান্ত পার করানো হল? স্থানীয় মানুষ ও সমাজকর্মীদের দাবি, এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হোক এবং দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

স্পেশাল ফিটিং, সেলফ নাট এবং রেল ক্ল্যাম্প সরবরাহ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ৪০/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১৬-০৬-২০২৫: নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহবান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.: ১৫-এপি-I-২০২৫, কাজের নাম: "আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের আওতাধীন স্পেশাল ফিটিং সরবরাহ, সেলফ নাট এবং রেল ক্ল্যাম্প সরবরাহ"। টেন্ডার মূল্য: ২,৫৮,০০,০৬০/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৭৯,৬০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৮-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Chanditala-I Panchayat Samity
MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 10-PS/CH-1/25-26 dt: 16.06.2025 E-Tender ID: 2025_ZPHD_864988_1 TO 2025_ZPHD_864988_9 NIT No: 11-PS/CH-1/25-26 dt: 16.06.2025 E-Tender ID: 2025_ZPHD_865535_1 TO 2025_ZPHD_865535_2** For details Pl. contact Office of the Executive Officer, Chanditala-I Panchayat Samity, Mashat, Hooghly. Visit: **https://wbtenders.gov.in**

দুর্গাপুরের বন্ধের মুখে পাইপ তৈরির কারখানা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৮ জুন ঃ জলজীবন মিশন প্রকল্পের পাইপ বিক্রি করা হয়েছিল। প্রায় ১ বছর ধরে বকেয়া প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা। বকেয়া পেমেন্ট না মেলায় দেনায় জর্জরিত পাইপ তৈরির কারখানা। কর্তৃপক্ষ। আর্থিক সঙ্কটে সাড়ে ৪ মাস ধরে উপাদন বন্ধ। শ্রমিকদের মজুরী দিতে চরম সঙ্কটে তারা। বন্ধের মুখে দুর্গাপুরে আরও একটি বেসরকারি পলিমার পাইপ তৈরির কারখানা। চরম অনিশ্চিয়তার মুখে পড়েছে কারখানার ১২০ শ্রমিক। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। আর এই বকেয়ার দরুন রাজ্যকে দুষে কড়া সমালোচনায় সরব বিজেপি। প্রসঙ্গত, জলসঙ্কট রুখতে বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার। বাড়ি বাড়ি নলবাহিত জল পৌঁছে দিতে কেন্দ্র সরকার ২০১৯ সালে জলজীবন মিশন প্রকল্প চালু করেছিল। জলজীবন মিশন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যগুলি হল প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে নিরাপদ এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জল সরবরাহ করা। এই প্রকল্পের অধীনে জলের গুণমান নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হবে, যাতে মানুষ দূষিত জল পানের কারণে অসুস্থ না হয়। জল জীবন মিশন প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জল সংরক্ষণ করা। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ জল রিচার্জ করা এবং জলের অপচয় রোধ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই প্রকল্পের অধীনে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা হবে, যাতে তারা তাদের এলাকার জল সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারে। বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছানোর লক্ষ্যে কাজটি করছে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় পাইপ পাতার কাজও হয়েছে। ২০২৪ সালের মধ্যে সেই কাজ সম্পুর্ন করার টার্গেট ছিল। সম্প্রতি, অনেক গ্রামে এখনও সেই কাজ না হওয়ায়, জলজীবন মিশন প্রকল্পের কাজে ২০২৮ সাল পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে চলছে সেই কাজ। আর সেই কাজের রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বরাত পাওয়া এজেন্সীকে পাইপ সরবরাহ করতো দুর্গাপুরের আরআইপি প্লটের একটি বেসরকারি পলিমার পাইপ তৈরির সংস্থা। অভিযোগ গত ৮ মাস ধরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কাজ করা এজেন্সীর কাছে পলিমার পাইপ জোগান দেওয়ার দরুন বকেয়া প্রায় ৪ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। আর এই বকেয়া টাকা না পাওয়ায় চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়েছে দুর্গাপুরের ওই পলিমার সংস্থাটি। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে আধুনিকমানের মেশিন বসিয়ে বিপাকে পড়েছে। ঋণের টাকে পরিশোধ করতে মাথায় হাত পড়েছে। এমনকি বিদ্যুৎ বিল মেটাতে পারছে না বলে অভিযোগ ওই সংস্থার। একই সঙ্গে কারখার শ্রমিকদের মজুরী দিতে সঙ্কটে পড়েছে ওই সংস্থা। যার ফলে গত মার্চ মাস থেকে থেকে কারখানার উৎপাদন বন্ধ। ওই বেসরকারি পাইপ তৈরির কারখানার চেয়ারম্যান তথা দুর্গাপুর স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রী এসোসিয়েশন সভাপতি গৌতম মিত্র বলেন, রাজ্যের বীরভুম, দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলায় জলজীবন মিশন প্রকল্পের কাজে পাইপের জোগান দিয়েছি। গত ৮ মাস ধরে পাইপ জোগান দেওয়ার দরুন বকেয়া রয়েছে প্রায় ৪ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে বীরভূম জেলায় ৬ টি এজেন্সীর কাছে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা বকেয়া। দক্ষিন ২৪ পরগনায় ৫ টি এজেন্সীর কাছে প্রায় ৫৭ লক্ষ টাকা বকেয়া। ওই টাকা না পাওয়া চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়েছি।

স্বাধীনতার ৭৬ বছর পর প্রথমবার বিদ্যুতের আলো দেখবে এলাকার মানুষ

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৮ জুন ঃ স্বাধীনতার ৭৬ বছর পার হয়ে গেলেও বিদ্যুৎ ছিল না। তাই এলাকার মানুষের ভরসা ছিল লন্ঠন মোমবাতি বা ব্যাটারি চালিত বিদ্যুৎ। এক দুটো বছর নয় স্বাধীনতার ৭৬ বছর পর প্রথমবার বিদ্যুতের আলো পৌঁছলো দিনহাটা-১ ব্লকের খারিজা হরিদাস ও কোনা মুক্তা ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই গ্রামে। যেখানে ভারতবর্ষ সারা বিশ্বের মানচিত্রে ছাপ ফেলে চলেছে ঠিক সে জায়গায় দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিল এই এলাকার মানুষেরা। চরম সমস্যায় দিন কাটাতে হতো তাদের তা সে তীব্র তাপদাহ হোক কিংবা কঠিন শীত। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা বারংবার পঞ্চায়েত, বিডিও অফিস থেকে বিদ্যুৎ অফিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও পুরাহা করতে পারেননি। বছরের পর বছর বিদ্যুহীন এই গ্রামে বসবাস করত ৮ থেকে ৮০ সকলেই। অবশেষে দীর্ঘ ৭৬ বছর পর সাফল্য এলো। স্বভাবতই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বিদ্যুতের আলো দেখতে পাওয়ার যেন খুশির কিনারা নেই গ্রামের বাসিন্দাদের। উল্লেখ্য দিনহাটা-১ ব্লকের গিতালদহ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রাম। এখানকার অধিকাংশ গ্রাম কাটাতারের ওপারে রয়েছে। ফলে জরুরিকালীন একাধিক অনেক পরিষেবা রয়েছে যা থেকে তারা আজও বঞ্চিত। তার মধ্যে অন্যতম বিদ্যুৎ পরিষেবা। সীমান্তবর্তী এলাকাতে বিদ্যুৎ থাকলেও খারিজা হরিদাস খামার ও কোনামুক্তা গ্রামে সেই বিদ্যুতের লাইন কোনোদিনই পৌঁছায়নি। এরফলে রাত হলেই হরিদাস খামারের ওই লন্ঠনের আলো, নয়তো সৌর বাতির ওপর ভরসা করতে হত এলাকার মানুষদের। স্থানীয় বাসিন্দা আনু মিঞার বলেন - এতদিন জমিতে জল দিতে ভরসা ছিল ডিজেল চালিত মেশিন। এরফলে আমাদের খরচও হতো অনেক বেশী। এতদিন পর বিদ্যুৎ পৌছানোয় এখন বিদ্যুৎ চালিত মেশিনেই জলসেচ করতে পারবো। আরেক বাসিন্দা হাসানুর হকের কথায় সৌরবাতি দিয়ে আলো জ্বললেও ফ্যান চালানো যেতো না। এরফলে তীব্র গরমে ছোটো ছেলে মেয়েদের নিয়ে ব্যাপক কষ্টের মধ্যেই দিন কাটাতে হতো। আন্দোলনকারী আমিনুর খন্দকার দীর্ঘ পাঁচ বছর থেকে কাটা তারের ওপারে থাকা ভারতীয় বাসিন্দাদের বিদ্যুতের পরিসেবা চেয়ে আন্দোলন চালিয়ে

যাচ্ছিলেন। অবশেষে লাইন টানার কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় নিশ্চিত বিদ্যুৎ পৌঁছবে। গীতালদহ-১ এর গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তথ্য অঞ্চল সভাপতি আব্দাল হক বলেন - কাটাতারের ওপারে থাকা বাসিন্দারা ভারতীয় হয়েও ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা পায়না। বিশেষ করে বিদ্যুতের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিসেবা থেকে এতদিন তারা বঞ্চিত ছিলো। যদিও গত পাঁচবছর আমরা বিএসএফ, বিডিও, বিদ্যুৎ বিভাগের আধিকারিকদের সাথে দিনের দিন আলোচনা করেছি ফলে বিদ্যুৎ পরিষেবা এবার পৌঁছবে ওই এলাকায়। ওকরাবাড়ি বিদ্যুৎ বিভাগের স্টেশন ম্যানেজার গুরু গোপাল বানার বলেন - আমাদের লাইন টানার কাজ শেষ।লাইন টানতে গিয়ে আমাদের কাটা তারের ওপারে মোট পাঁচটি পোল বসাতে হয়েছে।এমনকি লাইন নদীর ওপর দিয়েও গিয়েছে। বাসিন্দারা মিটার ঘর তৈরি করলেই লাইন চাপিয়ে দেওয়া হবে। খুব শীঘ্রই আলোও পৌঁছে যাবে ঘরে ঘরে। দীর্ঘদিন বাদে যেন ওই গ্রামে বইছে খুশির হাওয়া।

মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৮ জুন ঃ তাজপুরে মঙ্গলবার সমুদ্রে স্নানে নেমে জলের তোড়ে তলিয়ে গিয়েছিল তিন জন। তাঁদের মধ্যে এক যুবক নিখোঁজ ছিল। তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হল বুধবার। মঙ্গলবারই মৃত্যু হয় একজনের। আহত অবস্থায় তৃতীয়জন চিকিৎসাধীন রয়েছে হাসপাতালে। জানা গেছে, ওই তিনজন সম্পর্কে আত্মীয়। এসেছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত, আমডাঙ্গা এবং মধ্যমগ্রাম থেকে। মঙ্গলবার দুপুর ১২টা নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। বারাসতের বাসিন্দা ১৭ বছর বয়সী সোহান হাসান সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে প্রাণ হারায়।

Office of The
Udaynarayanpur Panchayat Samity
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-08/EO/25-26 Dt-18/06/2025 for 01 no. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity.**Tender ID-2025_ZPHD_866246_1. Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী অভিষেক ঠাকুর পিতা শ্রী বিশ্বনাথ ঠাকুর সাং ১১৫০ ঠাকুরপুকুর রোড,শ্রীবর্ধন পল্লী, পোস্ট+থানা ঠাকুরপুকুর, কলকাতা ৭০০০৬৩। ব্লক কলকাতা, জে এল ১১৯, মৌজা পশ্চিম বরিশা এল আর খতিয়ান নাম্বার ১২২২৩, এল আর দাগ নাম্বার ২১৯৫ কমবেশি মোট ২ কাটা ১৩ ছটাক জমি ডি.এস. আর ৩ আলিপুর আই ০০৭৪৯১/২০২৪ দলিল মূলে সুদেষ্ণা দাস এর থেকে খরিদ করে এস আর আলিপুর রেজিস্ট্রিকৃত দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়ে এর আমমোক্তার হলেন, দিলীপ কর ডি.এস. আর ৩ আলিপুর বুক নাম্বার ১ ভলিউম ১৬০৩ পেজ ৩৯০৫৪৭ থেকে ৩৯০৫৭১বিং ৩১৪৫০৫ ইয়ার ২০২৩ নিযুক্ত হন। বর্তমানে আমি ওই জমির দখলে আছি ,ওই জমির মিউটেশনের জন্য বি এল এন্ড আর ও কাছে ব্লক কলকাতা, কেএমসি বিল্ডিং ৫ এস এন ব্যানার্জি রোড , কলকাতা ৭০০০১৩ অফিসে আবেদন করেছি কেস নাম্বার MN/2025/1630/8013 তা সকলকে অবগত করা হলো এই জমির বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে আগামী এক মাস এর মধ্যে এই অফিসে জানাবেন।

ধন্যবাদান্তে
অভিষেক ঠাকুর

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী আশিস দাস ও আমার ভাই শ্রী পিন্টু দাস, উভয়ের পিতা শ্রী জগবন্ধু দাস, সাং কলুয়া, বিধান পল্লী ,থানা -হরিদেবপুর ,কলকাতা ৭০০১০৪, আমার দিদি শ্রীমতি শিখা মজুমদার উনার কলুয়া মৌজায় এল. আর. দাগ নম্বর ২৬৪, এল. আর. খতিয়ান নম্বর ২২৫১, কমবেশি ১০ (দশ) কাঠা জমি এ. ডি. এস. আর. বেহালা আমমোক্তার দলিল মূলে আমার ও আমার ভাই কে আশীষ দাস ও পিন্টু দাস কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং সর্বপ্রকার জমি হস্তান্তর বিক্রয় করিবার মামলা মোকদ্দমা সকল প্রকার সরকারি ও বেসরকারি অফিসে যাবতীয় কার্যসম্পাদন করিবার অধিকার দিয়েছেন। ডি এস আর বেহালা বুক নাম্বার ৪ ভলিউম ২ পেজ ২৯৫১ থেকে ২৯৬০ বিং ০৯৩৮ / ২০০৮,আমমোক্তার দলিল মূলে নিযুক্ত হন। বর্তমানে আমরা ওই জমি দখলে আছি ওই জমি তে আমাদের নামপত্তনের জন্য জন্য বি এল এন্ড আর ও ব্লক কলকাতা, কেএমসি বিল্ডিং ৫ এস এন ব্যানার্জি রোড , কলকাতা ৭০০০১৩ অফিসে আবেদন করেছি কেস নাম্বার MN/2025/1630/7623 ও MN/2025/1630/7624 তা সকলকে অবগত করা হলো এই জমির বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে আগামী এক মাস এর মধ্যে এই অফিসে জানাবেন।

ধন্যবাদান্তে আমমোক্তার আশীষ দাস ও পিন্টু দাস

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দুই কোটি টাকার তছরুপ! বর্ধমানে সিআইডি-র জেরায় প্রাক্তন উপাচার্য

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ জুন ঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দুই কোটি টাকার আর্থিক তছরুপের ঘটনায় চাঞ্চল্য। এই ঘটনায় এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য নিমাইচন্দ্র সাহাকে বুধবার তলব করল সিআইডি। এদিন সকাল প্রায় সাড়ে ১০টার মধ্যে তাকে বর্ধমানে সিআইডি অফিসে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্ধারিত সময়ে বর্ধমান শহরের ভাঙ্গা কুঠি এলাকায় সিআইডি দপ্তরে হাজিরাও দেন তিনি। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। যদিও এদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে আর্থিক তছরুপ কিম্বা সিআইডির জেরার বিষয়ে মুখ কুলুপ এঁটেছিলেন প্রাক্তন। উপাচার্য। সিআইডি সূত্রে খবর, বর্ধমান থানায় দায়ের হওয়া ২১২২০২৪ নম্বর (তারিখ ২২.২.২০২৪) মামলার ভিত্তিতেই এই তলব। শুধু সিআইডি নয়, এই আর্থিক অনিয়মের তদন্তে নামছে কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডিও। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি কর্তৃপক্ষ আচমকাই জানতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা গায়েব হয়ে গেছে। বর্ধমানের বড়বাজার এলাকার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে তোলা হয় ওই টাকা। মেয়াদ শেষ হওয়ার অনেক আগেই ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। পুরো ঘটনায় শিক্ষা মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সিআইডি দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর দপ্তর থেকে বেরোতেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেও এই বিষয়ে প্রাক্তন উপাচার্য নিমাইচন্দ্র সাহা কোনও মন্তব্য করেন নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সংগঠনের সভাপতি অরিন্দম মল্লিক বলেন, এটা হওয়ারই ছিল। বহুদিন ধরেই এই ধরনের গোপন কারসাজি চলছিল। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, তদন্তকারী সংস্থা ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের নজরে এই ঘটনা। তদন্তে বেরিয়ে আসতে পারে আরও বিস্ফোরক তথ্য বলেই অনুমান। দীর্ঘ প্রায় দু বছর আগে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী আমানত থেকে ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা অন্য বেশ কয়েকটি অ্যাকাউন্টে চলে যায়। শহর বর্ধমানের জেলখানা মোড় এলাকার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা গায়েব হয়। অভিযোগের পর তদন্তে নামে বর্ধমান থানার পুলিশ। তারপর চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে আসে। জানা যায় ওই বিশাল অংকের টাকা কলকাতার ঠিকাদার সুব্রত দাস সহ কয়েকটি অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়েছে। কিন্তু টাকা অন্যের অ্যাকাউন্টে কিভাবে চলে গেল তা নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয় পুলিশের। কারণ স্থায়ী আমানতের কাগজপত্র সবই থাকে ফিনান্স অফিসারের কাছে। জল ঘোলা হতে শুরু হয়। অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের এক শ্রেনীর কর্মীরা এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত। পুলিশ অবশ্য ওই ঠিকাদারকে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তী কালে সিআইডি ঘটনার তদন্তে নেমে ওই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এবং আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে এত কিছু হবার পর চক্রের মূল পান্ডা বিশ্ববিদ্যালযের ফিন্যান্স বিভাগের কর্মী ভক্ত মন্ডল এখনো অধরা। তারই মাঝে কদিন আগেই ইডি দায়িত্বভার নিয়েছে ওই মামলার। কিন্তু সিআইডি সর্বশেষ চার্জশিট দেবার আগে বিশ্ববিদ্যালযের একাধিক কর্মকর্তাকে জেরা করবে বলে জানিয়েছে। তারই মধ্যে এদিন প্রাক্তন উপাচার্য নিমাই চন্দ্র সাহা কে সিআইডি দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সিআইডি এখন পর্যন্ত ১০ জনের নামে চার্জশিট দাখিল করেছে। তার মধ্যে ৩ জনকে এখনো পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এরই মধ্যে সিআইডি যে সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা গিয়েছিল সে গুলোর তালিকা তৈরি করেছে। ওই তালিকায় থাকা থাকা অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেবার জন্য আর্জি জানানো হয .বর্ধমানের সিজেএম আদালতে। বিচারক সেই আবেদনে শীলমোহর দেয। এরই মধ্যে আবার আদালতে টাকা ফেরত চেয়ে আর্জি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। মামলার শুনানি হবে আগামী সোমবার। সবচেয়ে বড়ো কথা এই মামলায় একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক আধিকারিকরা ডাক পাচ্ছেন অন্যদিকে ইডি আবার রাজ্য সরকারকে এই মামলার রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে। আগামী ৩০ জুন সব রিপোর্ট আদালতে জমা হবার কথা।

কালনায় মোবাইল চার্জ দিতে গিয়ে প্রাণ গেল নাবালকের

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৮ জুন ঃ আবারও মর্মান্তিক মৃত্যু। এবার কালনায় মোবাইল চার্জ দিতে গিয়ে প্রাণ গেল নাবালকের। মাত্র ২৪ ঘণ্ওটা কাটেনি। বাবা-মেয়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি এলাকা। তার মধ্যেই আবারও একই পরিণতি। ফের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু। এবার বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারাল এক নাবালক। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের কালনা মহকুমার সমুদ্রগরের ডাঙাপাড়া গ্রামের। মৃত নাবালকের নাম আবদুল বাসার। বয়স ১৩ বছর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে সে নিজের মোবাইল ফোনে চার্জ দিতে গিয়েছিল। সেই সময়ে হঠাৎই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়ে যায় সে। পরিবারের সদস্যরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করেন। কিন্তু তখনই তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়েছিল। এরপর দ্রুত ওই কিশোরকে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার খবর পেয়ে কালনাপ নাদনঘাট থানার পুলিস এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। আপাতত পুলিস একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় গোটা ডাঙাপাড়া জুড়ে শোকের ছায়া। আতঙ্ক ছায়িছে নাবালক-সহ সব অভিভাবকদের মধ্যেও। প্রসঙ্গত, গতকাল সকালে বৃষ্টির মধ্যে জামা মেলতে গিয়েছিল কালনার মন্তেশ্বরের অন্তর্গত গন্ধারপাড়া এলাকার বাসিন্দা ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী বর্ষা। বাড়ির পাশে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে সংযুক্ত একটি GI (গ্যালভানাইজড আয়রন) তার তখন বিদ্যুৎ পরিবাহীতে পরিণত হয়েছিল। অজান্তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যায় বর্ষা। মেয়ের চিকার শুনে তাকে বাঁচাতে ছুটে আসেন বাবা। কিন্তু তিনিও বিদ্যুতের শকের কবলে পড়েন। দু'জনকেই স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে মন্তেশ্বর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকরা বাবা-মেয়েকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-এসডিএএইচ-কন-জিইএনএল-১৭১-২০২৫-এনআইটি, তারিখ ১৭.০৬.২৫। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, আরএমএস ভবন, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪, নিম্নলিখিত কাজের জন্য যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতি এবং পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা থাকা বৈধ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর'স লাইসেন্স আছে এরূপ অভিজ্ঞ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টরদের, অংশিদারী সংস্থা ইত্যাদির নিকট থেকে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এসডিএএইচ-কন-জিইএনএল-১৭১-২০২৫। কাজের নাম:** পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনে (ক) বিএমএফ/বজবজে সম্পূর্ণ বোগি ফ্রেম অ্যাসেম্বলির জন্য শেডের সম্প্রসারণ এবং (খ) মাইল ৫বি ও নিউ আলিপুরের মধ্যে (১.৬৭ কিমি) ২য় প্যাসেঞ্জার লাইনের জন্য টালিগঞ্জ স্টেশনে পেডেস্ট্রিয়ান সাবওয়ে নির্মাণের জন্য সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান:** ২,১৭,৪৬,৮০০ টাকা। **বায়নামূল্য :** ২,৫৮,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য :** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ:** ১২ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় :** ১৮.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। উপরিল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে অথবা তার পূর্বে এই টেন্ডারের উপরোক্ত টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য এবং বায়নামূল্য অনলাইনে জমা সাপেক্ষে **www.ireps.gov.in** থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং দর জমা করা যাবে। এই টেন্ডার সাপেক্ষে -তে উপরিল্লিখিত সকল নথি সহ সম্পূর্ণ টেন্ডার উপরোক্ত **www.ireps.gov.in** -এর আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল গৃহীত হবে তা সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। টেন্ডার নথিপত্র, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত বিবরণ, সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য সকল মৌলিক তথ্য **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। এই টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, শিয়ালদহ, ৩য় তল, আরএমএস ভবন, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪-এর কার্যালয়ের নোটিস বোর্ডেও দেখা যাবে। (CON-13/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV/ BR-X, KMC** invites e-tender online, two part bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/BR-X/134/25-26**
Name of the Work: **Renovation and other works of lighting system at Bijoygarh and Adjacent areas under Borough-X.** Estimated Amount: ₹ **1,98,898.59.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **10 days.**

2. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/BR-X/127/25-26**
Name of the Work: **Development of street lighting arrangement at Baikuntha Ghosh Road in Ward No. 91 Borough-X.** Estimated Amount: ₹ **1,49,859.76.** Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of Completion:**15 days.**

3. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/BR-X/128/25-26**
Name of the Work: **Development of street lighting arrangement at B.B. Chatterjee Road in Ward No. 91 Borough-X.** Estimated Amount: ₹ **1,49,944.60.** Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of Completion:**15 days.**

4. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/BR-X/125/25-26**
Name of the Work: **Repairing of street lighting arrangement at Ashoke Nagar, K.M. Naskar Road and Adjacent areas in Ward No. 97 Borough-X.** Estimated Amount: ₹ **1,98,598.32.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion:**10 days.**

5. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/BR-X/133/25-26**
Name of the Work: **Improvement of bustee lighting system at Azadgarh Colony, New Bikramgarh and other areas in Ward No. 95 Borough-X.** Estimated Amount: ₹ **2,98,097.26.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion:**10 days.**

6. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/BR-X/117/25-26**
Name of the Work: **Improvement of LTG. system at P.A. Shah Road connector to Ganguly Pukur in Ward No. 92, Borough-X.** Estimated Amount: ₹ **1,37,827.63.** Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of Completion:**15 days.**

7. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/BR-X/119/25-26**
Name of the Work: **Supply & delivery of LED Light Fittings at N.K. Ghosal Road, R.K. Chatterjee Road and Adjacent areas in Ward No. 91, Borough-X.** Estimated Amount: ₹ **3,66,460.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion:**15 days.**

8. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/BR-X/118/25-26**
Name of the Work: **Miscelleneous nature precautionary work to prevent electrocution for Street Lighting System at Kumarpara, S.G.G. Road, N.C. Chowdhury Road, Kalupara, Beni Bag, Bosepukur Road, Jagannath Ghosh Road in Ward No. 91, Borough-X.** Estimated Amount: ₹ **4,67,453.25.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion:**30 days.**

9. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/BR-X/121/25-26**
Name of the Work: **Development of St. Ltg. System at Prince Golam Hossain Shah Road and Adjacent areas in Ward No. 93, Borough-X.** Estimated Amount: ₹ **2,95,946.16.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion:**20 days.**

10. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/BR-X/122/25-26**
Name of the Work: **Supply & delivery of LED Light Fittings at Gariahat Road (West) in Ward No. 93, Borough-X.** Estimated Amount: ₹ **2,92,342.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion:**15 days.**

11. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/BR-X/120/25-26**
Name of the Work: **Development works of Park Lighting System at L.N. Park and Sriniketan Park areas in Ward No. 100, Borough-X.** Estimated Amount: ₹ **1,92,344.62.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion:**10 days.**

12. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/BR-X/113/25-26**
Name of the Work: **Improvement works of street lighting arrangement at 7/29, 7/51 and 3 No. Netajinagar areas in Ward No. 98, Borough-X.** Estimated Amount: ₹ **3,97,739.82.** Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion:**15 days.** Last date and time of completion of bid: **01.07.2025 up to 12.00 noon** (for Sl. No. 1), **30.06.2025 up to 10.00 a.m.** (for Sl. No. 2 to 4), **02.07.2025 up to 12.00 noon** (for Sl. No. 5) & **29.06.2025 up to 10.00 a.m.** (for Sl. No. 6 to 12). The bid forms and other details are available on and from **18.06.2025 from 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 5), **19.06.2025 from 5.00 p.m.** (for Sl. No. 2 to 4) & **17.06.2025 from 5.00 p.m.** (for Sl. No. 6 to 12). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 12).

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-I, KMC** invites e-tender online percentage bid system for the following works :–

1. NIT No.: **LTG/136/WD-33/BR-III/Z-1/25-26**
Name of the Work: **Repairing and maintenance of Street Light at CIT Road and other places in Ward No. 33 under Borough-III.** Estimated Amount: ₹ **1,96,028.68.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion:**30 days.**

2. NIT No.: **LTG/98/WD-20/BR-II/Z-I/25-26**
Name of the Work: **Improvement of lighting arrangement at Ramjan Lane Uttarans in Ward No. 20.** Estimated Amount: ₹ **1,98,760.78.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion:**30 days.**

3. NIT No.: **LTG/364/WD-20/BR-II/Z-I/23-24**
Name of the Work: **Installation of Electrical Wiring and all acessories for Urban Health & Wellness Center at 1/4 Dutta Para Lane in Ward No. 20 under Borough-II.** Estimated Amount: ₹ **4,98,927.72.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion:**30 days.**

4. NIT No.: **LTG/101/WD-10/BR-II/Z-I/25-26**
Name of the Work: **Replacement of 6 Nos. existing old A.C. Machine at Birendra Mancha Hall in Ward No. 10.** Estimated Amount: ₹ **4,52,859.76.** Earnest Money: ₹ **9,200.00**. Period of Completion:**30 days.**

5. NIT No.: **LTG/91/WD-10/BR-II/Z-I/25-26**
Name of the Work: **Installation of LED Signage Board and Glow Sign Board at Sutanuty Bhaban and Ward Office within Ward No. 10.** Estimated Amount: ₹ **1,58,606.56.** Earnest Money: ₹ **3,200.00**. Period of Completion:**30 days.**

6. NIT No.: **LTG/109/WD-11/BR-II/Z-I/25-26**
Name of the Work: **Replacement of 5 nos. Existing Old A.C. Machine at Aastha Community Hall and Star Community Hall in Ward No. 11**. Estimated Amount: ₹ **3,92,727.39.** Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion:**30 days.**

7. NIT No.: **LTG/114/WD-11/BR-II/Z-I/25-26**
Name of the Work: **Improvement of Street Lighting arrangement at Bidhan Sarani and other Places within Ward No. 11 under Borough-II**. Estimated Amount: ₹ **4,97,631.15.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion:**30 days.**

8. NIT No.: **LTG/113/WD11/BR-II/Z-I/25-26**
Name of the Work: **Miscellaneous repairing, servicing and overhauling of chiller plant at Binodini Theatre under Borough-II, KMC**. Estimated Amount: ₹ **2,92,562.66.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion:**10 days.** Last date and time of submission of bid: **28.06.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1), **05.07.2025 at 3.00 p.m.** (for Sl. No. 2 & 3), **03.07.2025 at 4.00 p.m.** (for Sl. No. 4 & 5) & **03.07.2025 at 5.00 p.m.** (for Sl. No. 6 to 8). The bid forms and other details are available on and from **19.06.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1), **20.06.2025 at 3.00 p.m.** (for Sl. No. 2 & 3) & **20.06.2025 at 6.00 p.m.** (for Sl. No. 4 to 8). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3) & **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 4 to 8).

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III of KMC** invites open e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2025-2026/208**
Name of the Work: **Supply & delivery of LED Street Light Fittings at Hospital Road, A.J.C. Bose Road (Rabindra Sadan to D.L. Khan Crossing) in Ward No. 63, Borough-VII.** Estimate Amount: ₹ **4,68,884.00.** Earnest Money: ₹ **9,400.00**. Period of Completion:**30 days.**

2. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2025-2026/228**
Name of the Work: **Installation New Lighting System at 47A New Ballygunge Road in Ward No. 67.** Estimate Amount: ₹ **4,44,101.00.** Earnest Money: ₹ **9,000.00**. Period of Completion:**30 days.**

3. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2025-2026/229**
Name of the Work: **Supply & delivery of LED Street Light Fittings at A.J.C. Bose Road, (Shakespear Sarani Crossing to Exide More) in Ward No. 63, under Borough-VII.** Estimate Amount: ₹ **4,80,514.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion:**30 days.** Last date and time of submission of bid: **26.06.2025 at 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 3). Bid opening date for Technical Proposals (Online): **26.06.2025 at 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **17.06.2025 (6.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

468/25-26

চলুন বেড়িয়ে যাই

বিদেশি পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় তিনে এ বাংলা

পাহাড় নয়, সাগরকে ভালো বেসেছেন বিদেশি পর্যটকরা। উৎসব আর আতিথেয়তার টানেই দেশের সেরা সব রাজ্যকে পিছনে ফেলে দিয়েছে বাংলা। বিদেশি পর্যটকদের পছন্দের ভ্রমণ-রাজ্যের সেরা তিন ঠিকানা হল বাংলা, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট। পছন্দের প্রথমটি এখন বাংলাই। দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলি বিদেশি পর্যটক টানার দৌড়ে ঢের পিছনে। কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন মন্ত্রক সম্প্রতি এ সংক্রান্ত যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তাতেই তা উঠে এসেছে। সেখানে চুলচেরা সব বিভাগে পরিসংখ্যানভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে গোটা দেশের ভ্রমণ বৃত্তান্ত নিয়ে। সেই সংকলনে দেখা যাচ্ছে, ২০২৩ সালে যতজন বিদেশি পর্যটক ভারতে এসেছেন, তার মধ্যে ১৪.০৮ শতাংশ বিদেশি পর্যটক এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে। সংখ্যাটা হল ২.৭১ মিলিয়ন। এ রাজ্যের আগে রয়েছে মহারাষ্ট্র। সেখানে এসেছেন ৩.১৯ মিলিয়ন (১৭.৬১ শতাংশ) বিদেশি পর্যটক এবং দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে গুজরাট। সেখানে আসা বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা

২.৮১ মিলিয়ন (১৪.৬০ শতাংশ)। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার মাত্র দু'বছর পর অর্থাৎ ২০১৩ সালে বিদেশি পর্যটক আসার নিরিখে একেবারেই পিছনের সারিতে ছিল বাংলা। তখন দেশে বিদেশি পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় সেরা ১০টি রাজ্যের মধ্যে এ রাজ্য ছিল ৬ নম্বরে। সামনে তখন মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান। বাম আমলে বিদেশিদের কাছে বাস্তবিকই দুয়োরানি ছিল বাংলা। ছিল না পর্যটক-বান্ধব পরিকাঠামো। পর্যটন ব্যবসায়ীদের মতে, পর্যটনের বিকাশ ঘটাতে গেলে জরুরি পরিকাঠামো গড়ে তোলা। অর্থাৎ, সেখানকার রাস্তা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, হোটেল, দেখার জায়গাগুলির মান, এমন একাধিক বিষয়ের উপর নজর দিতে হয়। আর সেই সব নিয়েই গড়ে তোলা হয় ব্র্যান্ডিং। তবেই নজর পড়ে পর্যটকদের। আর বিদেশি পর্যটক টানা তো আরও কঠিন। কারণ, আন্তর্জাতিক মানের। পরিকাঠামো গড়ে না উঠলে, সেই রাজ্যে পা-ই দিতে রাজি হন না বিদেশিরা। অথচ, এ রাজ্যে পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর ক্রমে অবস্থা পালটাতে শুরু করে প্রশাসন। সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতি উঠে এসেছে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যানেও। দেখা যাচ্ছে, ২০১৯-এ একধাপ এগিয়ে তালিকায় পাঁচ নম্বরে উঠে আসে রাজ্য। ২০২২-এ প্রথম তিনে জায়গা করে নেয় দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশকে পিছনে ফেলে। আর কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের দেওয়া শেষ পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ২০২৩-এ পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে তৃতীয় স্থানে। সামনে কেবলমাত্র মহারাষ্ট্র ও গুজরাট।

২০২৪-এ যে এই সংখ্যা আরও বাড়বে, তা নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদেরও। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষজন অবশ্য বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হচ্ছেন না। তাঁদের কথায়, গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিক ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে। ধারাবাহিক ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে। পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। যে সুদূরপ্রসারী নীতি নেওয়া হয়েছে, তার বাস্তবায়ন হয়েছে। এই সংখ্যা যে ক্রমশ বাড়বে, তা নিয়েও আত্মবিশ্বাসী, এখন যেটা দেখা যাচ্ছে, ২০২৪ টিপ অফ দি আইসবার্গ। তাঁদের বক্তব্য, পর্যটনে রাজ্যের সম্ভাবনা অনেক আশেই বেশি। তার কারণ, রাজ্যের ডাইভার্সিটি, হিস্ট্রি, হেরিটেজ, কালচারাল এলিমেন্ট যেগুলো রয়েছে যে তা বিশ্বমানের ও খুবই সমৃদ্ধ। কেবলের সঙ্গে যদি এ রাজ্যের তুলনা করেন, তাহলে কেরল পাত্তা পায় না। বাংলা বরাবর ডেস্টিনেশন প্রোমোট করে, কিন্তু প্রোডাক্ট প্রোমোট করে না। এখন তা করা হচ্ছে। হেরিটেজ প্রপারটি, চা বাগান টুরিজম, গঙ্গার মধ্যে রিভার ক্রুজ তুলে ধরা হচ্ছে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার কাছে। পর্যটনের উন্নতি হলে শুধু তো পর্যটন ব্যবসার লাভ হয় না, ওই এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থারও উন্নতি হয়।

দু'মাস পর প্রাণ ফিরেছে পহেলগাঁওয়ে, পর্যটকদের ভীড় উপত্যকায়,সকলের মুখেই ফুটছে হাসি

পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার প্রায় দু'মাস পর পুনরায় পহেলগাঁওয়ে যেন প্রাণ ফিরেছে। পর্যটকদের আসা যাওয়া শুরু হয়েছে। আবারও মুখরিত হয়ে. উঠছে জম্মু-কাশ্মীরের নয়নাভিরাম

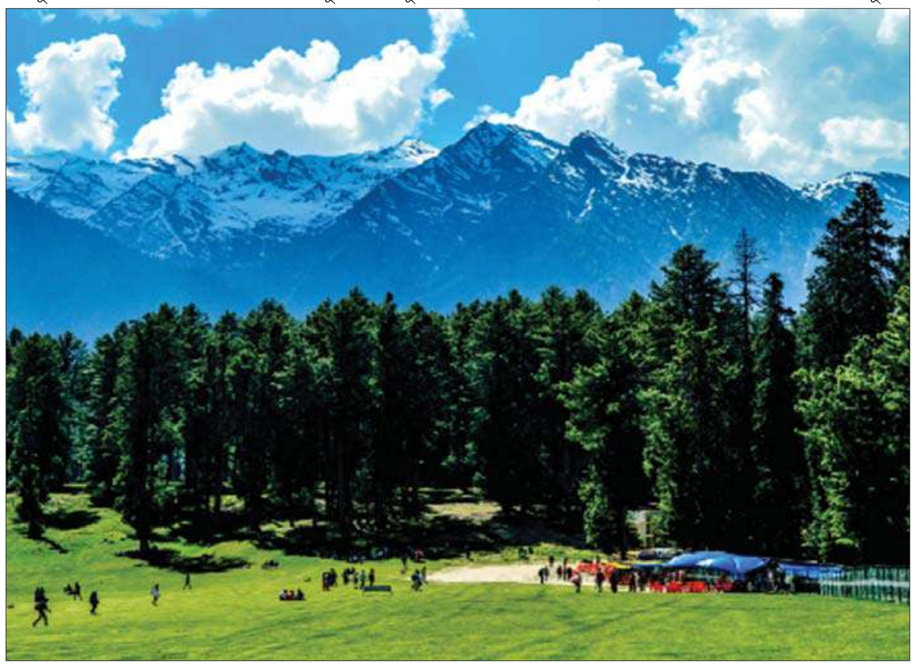

সৌন্দর্যের সেই লীলাভূমি। গত ২২ এপ্রিল বৈসরন উপত্যাকায় ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় ২৫ জন পর্যটক এবং একজন স্থানীয় যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল। এরপর ওই স্থানে পর্যটকদের আগমন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে, সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ধীরে ধীরে আবারও স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে পহেলগাঁও। মধ্যপ্রদেশ থেকে আসা একদল পর্যটক সম্প্রতি পহেলগাঁও ঘুরে এসে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা জানান। তাঁরা বলেন, এটি একটি মনোরম ও চমৎকার জায়গা। আমাদের এখানকার মতো অসহনীয় গরম সেখানে নেই। ওখানকার আবহাওয়া দারুণ উপভোগ্য। সেখানকার পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। চারদিকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। উপত্যকার অন্য কোথাও আমাদের কখনও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয়নি। তাঁদের এই উক্তি স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, পর্যটকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে শুরু করেছে। জম্মু ও কাশ্মীর সরকার ২২ এপ্রিলের হামলার পর বন্ধ করে দেওয়া কিছু পর্যটনকেন্দ্র পুনরায় খুলে দেওয়ার পরেই পর্যটকদের আনাগোনা বাড়তে শুরু করেছে। পহেলগাঁওয়ের শাহী রেস্তরাঁর মালিক হিলাল আহমেদ সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ২২ এপ্রিলের পর ১৫ জুন প্রথমবারের মতো পর্যটকদের ভালো ভিড় দেখা গিয়েছে পহেলগাঁওতে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক পর্যটকবাহী গাড়ি এসে পৌঁছেছে এখানে। সরকার অন্তত আটটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র পুনরায খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পর্যটকদের মধ্যে নিরাপত্তা ও স্বস্তির বার্তা প্রদান করা হয়েছে। লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা পহেলগাঁও বাজারের বেতাব উপত্যকা ও পার্কগুলো-সহ ভেরিনাগ গার্ডেন, কোকেরনাগ গার্ডেন, আছাবাল গার্ডেন, বাদামওয়ারি পার্ক, ডাক পার্ক এবং তাকদীর পার্ক পুনরায় খোলার ঘোষণা করেছেন। এই পদক্ষেপগুলো পর্যটকদের আরও আগ্রহী করে তুলবে। পহেলগাঁও হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জাভেদ বুরজা হোটেল বুকিংয়ের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, শূন্য শতাংশ বুকিং থেকে পহেলগাঁওয়ের হোটেলগুলোতে এখন ১৫-২০ শতাংশ বুকিং বেড়েছে। আমরা আশা করছি পর্যটকদের আনাগোনা আরও বাড়বে। তাঁর এই বক্তব্য স্থানীয় পর্যটন শিল্পের সঙ্গে জড়িত সকলের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। ক্যাব চালকদের জন্যেও এই খবরটি অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক। তাঁরা বলেন, পহেলগাঁও হামলার পর প্রায় দুই মাস অলস বসে থেকে দিন কাটাতে হয়েছে। কিন্তু এখন আবারও নতুন করে আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।

এপ্রিলের সন্ত্রাসী হামলা সাময়িকভাবে কাশ্মীরের পর্যটন শিল্পকে স্তব্ধ করে দিলেও, সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় পহেলগাঁও আবারও তার হারানো গৌরব ফিরে পেতে শুরু করেছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী দিনগুলোতে আরও বেশি সংখ্যক পর্যটক এই মনোমুগ্ধকর উপত্যকায় আসবেন এবং কাশ্মীরের আপ্যায়ন ও সৌন্দর্য উপভোগ করবেন।

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আমেরিকায় পাক সেনাপ্রধান, হোয়াইট হাউসে রুদ্ধদ্বার বৈঠক ট্রাম্পের সঙ্গে!

ওয়াশিংটন, ১৮ জুন ঃ পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় অনুসারে বেলা একটায় তাঁরা একসঙ্গে দ্বিপ্রাহরিক আহার সারবেন। ক্যাবিনেট রুমের সেই বৈঠকে কোনও সংবাদমাধ্যমের প্রবেশাধিকার নেই। প্রেসিডেন্টের দৈনিক কর্মসূচি প্রকাশ করার সময় এই বৈঠকের কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, পাক সেনাপ্রধান ও ট্রাম্পের এই নিভৃত বৈঠকের দিকে যেমন নজর থাকবে ভারতের, তেমনই ইরান-সহ বাকি বিশ্বেরও। এর আগে ইরান দাবি করেছিল, ইজরায়েলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে পাকিস্তা।! প্রয়োজনে তেল আভিভে পারমাণবিক হামলা চালাবে। যদিও সেই দাবি অচিরেই উড়িয়ে দেয় পাকিস্তান। সাফ জানায়, নিজের নিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিঘ্নিত না হলে আণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে না তারা। পাকিস্তানের এই ভোলবদলের নেপথ্যে আমেরিকার হাত দেখছে বিশ্ব কূটনৈতিক মহল। এহেন পরিস্থিতিতে মুনির ও ট্রাম্পের মধ্যে কী কথা হবে তা নিয়ে নানা জল্পনা রয়েছে। এদিকে গত মে মাসে ভারত-পাক সংঘাতে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করেছিলেন ট্রাম্প। এরপরই পাক সেনাপ্রধানের বৈঠক স্বাভাবিক ভাবেই বাড়তি কৌতূহল তৈরি করছে। রবিবার পাঁচদিনের মার্কিন সফরে গিয়েছেন পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনির। আমেরিকার সেনা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি, এমন একটা গুঞ্জন ছিল। সেই গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছে হোয়াইট হাউস। পাক সংবাদমাধ্যমের তরফে জানানো হয়েছে, মুনিরের এই সফর একান্তই

কূটনৈতিক সফর। এবং কোনও বিদেশি সেনাপ্রধানকে আমেরিকার আড়াইশোতম সেনা দিবসে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ট্রাম্প ছাড়াও মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও এবং প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথের সঙ্গেও মুনির সাক্ষা করবেন বলে সংবাদমাধ্যনের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

এদিকে মুনিরের আমেরিকা আসার খবর পেয়ে রবিবার ওয়াশিংটনে পাকিস্তানের দূতাবাসের সামনে ভিড় জমান পাক নাগরিকরা। সেখানে বর্তমান পাক প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। রীতিমতো চিৎকার করে তাঁরা বলতে থাকেন, 'কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন? ওই কসাইকে বাইরে বের করুন।' বিক্ষোভকারীদের ব্যানার ও প্ল্যাকার্ডে মুনিরের উদ্দেশে লেখা ছিল, মুনির সংবিধান লঙ্ঘনকারী, নির্বাচনে কারচুপি ও পাকিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রধান মাথা। শুধু তাই নয়, ইমরান খানের সমর্থকরা দূতাবাসের সামনে একটি ডিজিটাল ভ্যানও দাঁড় করিয়ে রাখে। যেখানে তুলে ধরা হয় মুনিরের কুকীর্তির খতিয়ান। দুর্নীতির অভিযোগে বর্তমানে জেলবন্দি রয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। যদিও খান সমর্থকদের দাবি, কারচুপি করে ভোটে হারানো হয়েছে ইমরানকে। এই গোটা ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে ছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও সেনা প্রধান আসিম মুনির। মুনিরের বিরুদ্ধে এবার আমেরিকার মাটিতে বিক্ষোভ দেখাতে দেখা গেল পাকিস্তানিদের।

রথযাত্রা স্পেশাল ট্রেনের যাত্রা

কলকাতা, ১৮ জুন ঃ যাত্রীদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারে রথযাত্রা স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে- ১) ০৮০৩৭ / ০৮০৩৮ সাঁতরাগাছি-পুরী-সাঁতরাগাছি স্পেশাল-০৮০৩৭ সাঁতরাগাছি-পুরী স্পেশাল ২৫.০৬.২০২৫ এবং ০৩.০৭.২০২৫ তারিখে বিকাল ৪.৪০ মিনিটে সাঁতরাগাছি ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ০৫.০০ মিনিটে পুরী পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮০৩৮ পুরী-সাঁতরাগাছি স্পেশাল ২৮.০৬.২০২৫ এবং ০৬.০৭.২০২৫ তারিখে ০০.১৫ মিনিটে পুরী ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে দুপুর ১.৩০ মিনিটে সাঁতরাগাছি পৌঁছাবে। ২) ০৮৩৮৫ / ০৮৩৮৬ রাউরকেলা-পুরী-রৌরকেলা স্পেশাল-০৮৩৮৫ রাউরকেলা-পুরী স্পেশাল ২৫.০৬.২০২৫ এবং ০৪.০৭.২০২৫ তারিখে রাউরকেলা থেকে ১০.২০ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ২৩.১৫ মিনিটে পুরী পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮৩৮৬ পুরী-রৌরকেলা স্পেশাল ২৮.০৬.২০২৫ এবং ০৬.০৭.২০২৫ তারিখে ০৩.০০ মিনিটে পুরী ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে বিকাল ৩.৫০ মিনিটে রাউরকেলা পৌঁছাবে। ৩) ০৮৩৭৯ / ০৮৩৮০ বাদামপাহাড়-পুরী-বাদামপাহাড় স্পেশাল-০৮৩৭৯ বাদামপাহাড়-পুরী স্পেশাল ২৫.০৬.২০২৫ এবং ০৪.০৭.২০২৫ তারিখে ০৬.০০ টায় বাদামপাহাড় ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ২১.১৫ টায় পুরী পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮৩৮০ পুরী-বাদামপাহাড় স্পেশাল ২৭.০৬.২০২৫ এবং ০৬.০৭.২০২৫ তারিখে ২৩.৪০ টায .পুরী ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন বিকাল ৩.০০ টায .বাদামপাহাড় পৌঁছাবে। ৪) ০৮৩৭৬ / ০৮৩৭৭ বীরমিত্রপুর-পুরী-বীরমিত্রপুর স্পেশাল০ৃ৮৩৭৬ বীরমিত্রপুর-পুরী স্পেশাল ২৫.০৬.২০২৫ এবং ০৪.০৭.২০২৫ তারিখে বিকাল ৫.০০ টায .বীরমিত্রপুর থেকে ছেড়ে পরের দিন সকাল ৯.৪৫ টায় পুরী পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮৩৭৭ পুরী-বীরমিত্রপুর স্পেশাল ২৭.০৬.২০২৫ এবং ০৬.০৭.২০২৫ তারিখে পুরী থেকে ছেড়ে পরের দিন রাত ১২.৩০ টায় বীরমিত্রপুর পৌঁছাবে। ৫) ০৮৩৮১ / ০৮৩৮২ বাংরিপোসি-পুরী-বাংরিপোসি মেমু স্পেশাল-০৮৩৮১ বাংরিপোসি-পুরী স্পেশাল ২৬.০৬.২০২৫ এবং ০৪.০৭.২০২৫ তারিখে ০৮.৩৫ টায় বাংরিপোসি ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ১৮.৩০ টায় পুরী পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮৩৮২ পুরী-বাংরিপোসি স্পেশাল ২৮.০৬.২০২৫ এবং ০৬.০৭.২০২৫ তারিখে পুরী ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ০৬.০০ টায় বাংরিপোসি পৌঁছাবে। ৬) ০৮৩৮৭ / ০৮৩৮৮ বলেশ্বর-পুরী-বালেশ্বর মেমু স্পেশাল-০৮৩৮৭ বলেশ্বর-পুরী স্পেশাল ২৬.০৬.২০২৫ এবং ০৪.০৭.২০২৫ তারিখে বালেশ্বর থেকে ১৮.২৫ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ০১.৩০ মিনিটে পুরী পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮৩৮৮ পুরী-বালেশ্বর স্পেশাল ২৮.০৬.২০২৫ এবং ০৬.০৭.২০২৫ তারিখে ০২.০০ মিনিটে পুরী ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ০৮.০০ মিনিটে বালেশ্বরে পৌঁছাবে। ৭) ০৮৩৮৯ / ০৮৩৯০ বারবিল-পুরী-বারবিল স্পেশাল-০৮৩৮৯ বারবিল-পুরী স্পেশাল ২৫.০৬.২০২৫ এবং ০৪.০৭.২০২৫ তারিখে বারবিল থেকে ৫.০০ টায় ছেড়ে পরের দিন ০৪.১৫ টায় পুরী পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮৩৯০ পুরী-বারবিল স্পেশাল ২৭.০৬.২০২৫ এবং ০৬.০৭.২০২৫ তারিখে পুরী ছেড়ে পরের দিন রাত ১০.০০ টায় বারবিল পৌঁছাবে।

ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখা উপন্যাস

অনিমেষ মুখার্জি

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে। অধিকারহে বিধাতা?... 'রবীন্দ্রনাথের 'সবলা' কবিতায় নারী সম্পর্কিত যে মনোভাব কবির প্রকাশ পেয়েছে তা সেই সময়ের নিরিখে সত্যি। আধুনিক সময়ও কি সে কথা বলে? প্রশ্ন বিতর্কিত। কেউ বলেন নারী আজ স্বাধীন। কারো নারী আজ পরাধীন। সোমা নায়কের 'আলোরপথে সভ্যতা' উপন্যাস পা।তে পড়তে মনে হলোঃ নারীকে তিনি ভিন্নমাত্রিক চোখে দেখেছেন। মূলত এটি সামাজিক উপন্যাস। গৃহের ভেতর ও বাইরের পরিবেশকেই ঔপন্যাসিক প্রাধান্য দিয়েছেন। কোনো রকম ভাষার মারপ্যাঁচ না রেখেই তিনি সহজ, অনাড়ম্বর বাক্য বিন্যাসে গড়ে তুলেছেন এক মেদহীন রচনা। সত্যি সহজ কথা যে সহজ ভাবে বলা যায়ঃ তা সোমা প্রমাণ করেছেন। প্রমাণ করেছেন লেখার পরতে পরতে। তার প্রাকৃতিক বর্ণনা পড়লে চমকে যেতে হয়। মানে, প্রতিটা শব্দের মধ্যে রয়েছে দৃশ্যের আস্বাদ। নদীমাতৃক দেশের বাসিন্দা সোমা, সেটা তার লেখায় প্রতিভাত। সুবর্ণরেখা নদীর তীরের পাশে সুবর্ণচর গ্রামের কথা বর্ণনা করেছেন সোমা 'সুবর্ণচর। নামের মতোই মিষ্টি একটা সবুজ সহজ গ্রাম। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলার মতো এই গ্রামে বসবাসকারী মানুষগুলো ভীষণ সহজ এবং সরল, যেন একে অন্যের পরিপূরক, সময়ে অসময়ে একে অন্যের ছায়া।এই বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গ্রাম্য পরিবেশের যে পিক্টোরিয়াল বিউটি তা কিছু শব্দের স্ট্রোকে লেখিকা তুলে ধরেছেন। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'সভ্যতা'। এখন প্রশ্ন আসতেই পারে চরিত্রের নাম সভ্যতা? এ কেমন নাম? কিন্তু সোমা খুব ভেবে চিন্তেই এই নামকরণ করেছেন। নদী ও নারীর মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক, এবং সম্পর্কের যে বহমানতা তা যুগে যুগে প্রমাণিত। আবার নারী হলো সভ্যতার উৎস। একমাত্র নারীই পারে ভ্রূণ বহন করতে। সে দিক দিয়েই মনে হয় সোমা তার চরিত্রের নামকরণ করেছেন। সভ্যতা নামের মধ্যেই তার চারিত্রিক গুণাবলী রয়েছে। পাঠক লক্ষ্য করে দেখবেন, সভ্যতা, এই নামকরণের মধ্যে কোনো নেতিবাচক ইঙ্গিত নেই। বরং সমগ্র উপন্যাস পড়লে তার জীবনের নানা দিকের মধ্যে পজিটিভিটিই প্রকাশিত। উপন্যাসের সম্পূর্ণ পাঠের পর মনে হলো-এই অনুমান সঠিক। সভ্যতাকে কেন্দ্র করেই এখানে নানান চরিত্র উঠে এসেছে। সাহিত্য,

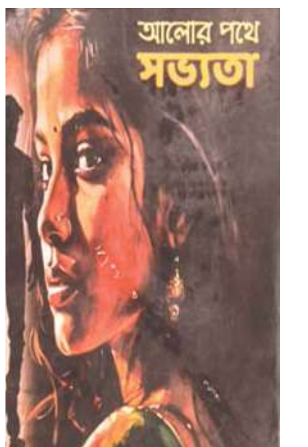

শ্রীপর্ণা, রুদ্র, অবসরপ্রাপ্ত মাস্টারমশাই আনন্দ বাবু এবং আরো অনেকেই। যদিও কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু হলো সভ্যতা। নারীকেন্দ্রিক উপন্যাস হয়েও এই উপন্যাস নারীবাদী নয়। তথাকথিত অনেক নারীবাদী উপন্যাসে পুরুষকে কালো চরিত্র (Dark character) রূপে প্রতিফলিত করা হয়। সোমা নায়ক সে পথে হাঁটেননি। তথাকথিত নারীবাদীদের পুরুষ বিদ্বেষের উপাদান উপস্থাপিত করেন। সোমা নায়কের কাছে সেটা একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। নারীর চোখ দিয়ে তিনি উপন্যাস দেখেছেন ঠিকই। কিন্তু কখনই তা একপেশে হয়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রে মাস্টার মশাইয়ের চরিত্রটা উল্লেখযোগ্য। মাস্টারমশাই যেন বৃক্ষের মতোই এক আশ্রয়। তার কাছে সভ্যতা খুঁজে পায় জীবনের দিশা।এ উপন্যাসের ইতিবাচক দিক হলো সভ্যতা ও প্রকৃতির মেলবন্ধন। সেই সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরশ। প্রকৃতি যেন এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র। আরেকটি বর্ণনা তুলে ধরলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে---এমন মায়ামাখা হেমন্তের প্রেমে পড়বে না, তেমন মানুষ বিরল। সুবর্ণচর আসলে তো শুধু একটা গ্রাম নয়। প্রকৃত শিল্পীর নিখুত তুলির টানে আঁকা অনির্বচনীয় এক ক্যানভাস যেখানে চোখ কান,মন খোলা রাখলেই জীবনের সমস্ত রূপ রস গন্ধ আস্বাদন করা যায় অনায়াসে। এই উপন্যাসে প্রেম এসেছে স্বাভাবিক ভাবে। সে প্রেম মার্জিত। প্রোমে শরীর ও মন গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সভ্যতা ও সাহিত্যের যে প্রেম সম্পূর্ণ তা অনেকটাই মন কেন্দ্রিক। শরীর এখানে গৌণ। অন্তরের আকর্ষণ এখানে তীব্র। কিন্তু তা আক্ষরিক অর্থে শুধুই যৌন নির্ভর নয়। যেন লেখিকা উভয়ের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বলছেন, ভোগ নয় ত্যাগেই প্রেমের জয়। প্রেমে সবসময় বিবাহ অনিবার্য পরিণতির দিকে এগোয় না। ভালোবাসা এই চার অক্ষর থেকে যায় স্মৃতির ঘরে। অপ্রাপ্তির মধ্যেও একরকমের পূর্ণতা রয়েছে। সেই পূর্ণতা নিয়েও অনেকে তার নিজস্ব গন্তব্যে এগিয়ে যায়। কথায় আছে বিরহেই সে রহে। বিরহ অনেক ক্ষেত্রে প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখে। আরেকটা কথা, সব সম্পর্কের পরিণতি বিবাহ নয়। সে কথা জোর দিয়ে বলেছেন সোমা। বিবাহ যে একধরনের প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধন সে বন্ধন একটা সময়ের পরে কেবল মাত্র অভ্যাসের জন্ম দেয়, সে কথা অনুচ্চারিত ভাবে সত্য বলে মনে হয়। যদিও সোমা উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে সভ্যতাকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর কথা বলেছেন।সোমার লেখনী খুবই সুন্দর। প্রাণবন্ত। কিন্তু উপন্যাসটি আরো ছোট হলে ভালো হতো। একটু সম্পাদনার প্রয়োজন ছিল। উপন্যাসের প্রচ্ছদটিতে নারীর মুখশ্রী রয়েছে। কভার পেজ দেখলে একধরনের চোখের আরাম বা রিলিফ হয়। এজন্য প্রচ্ছদশিল্পী অয়নদীপ চক্রবর্তীর ধন্যবাদ প্রাপা। সবশেষে এটুকুই বলার সোমা নায়কের উপন্যাস ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার মতো।আলোর পথে সভ্যতা-সোমা নায়ক মূল্যঃ ৪০০ টাকা প্রকাশক ঃ ঘরে বাইরে পাব্লিকেশন.

চুঁচুড়া প্রৌঢ়ার মেয়ে নিশা চৌধুরীর অভিযোগ, কাকিমা মাকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে

বনস্পতি দে, বাঁশবেড়িয়া, ১৮ জুন ঃ সম্পত্তি নিয়ে দুই জায়ে বিবাদ, অগ্নিদগ্ধ বাড়ির বৌ! আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছে চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত বাঁশবে।য়িা বেলতলা বাজার এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে ঘটেছে এই ভয়ানক ঘটনা। গোটা ঘটনায় বাড়ির আরেক বউকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ ! স্থানীয় সূত্রে খবর, মীনা দেবী চৌধুরী নামে এক প্রৌঢ়া অগ্নিদগ্ধ হয়ে বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। আগুন নিভিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করেন স্থানীয়রা। প্রৌঢ়ার স্বামী রামবাবু চৌধুরী জানান, তিনি সে সময় দোকানে কাজ করছিলেন। স্থানীয় লোকজন তাঁকে খবর দেন স্ত্রীর গায়ে আগুন লেগেছে। ছোট ভাইরে স্ত্রীর সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া হত। কীভাবে আগুন লাগল বলতে পারব না, বলেন তিনি।

প্রৌঢ়ার মেয়ে নিশা চৌধুরীর অভিযোগ, কাকিমা মাকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। মা অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সময় বলেছে। মায়ের সঙ্গে কাকিমা রোজ অশান্তি করত।

ঘটনায .অভিযুক্ত বিন্দু চৌধুরী বলেন, ' নিয়ে ঝগড়া চলছে অনেক দিন ধরে। এর আগেও বড় জা অনেক বার আত্মহত্যার চেষ্টা করে। ভয় দেখানোর জন্য। আজও নিজেই গায়ে আগুন দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরে। আমরা কিছুই করিনি। পুলিশ বিন্দুকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে।'

Name Change

I,Kudduch Sekh (Old Name) S/O–Bachhiruddin Sekh resident of Vill-Maradighi , Po-Dadpur , PS-Rejinagar , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742189 do hereby decrale that I have changed my name from Kudduch Sekh to Kuddus Sekh and hencefort I shall be known as Kuddus Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/06/2025 . My name Kuddus Sekh & Kudduch Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Milon Mistri (Old Name) S/O–Madhabenda Mistri resident of Vill-Bahadurpur, Po-Mrigi , PS-Tehatta , Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741165 do hereby decrale that I have changed my name from Milon Mistri to Milan Mistri and hencefort I shall be known as Milan Mistri (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Tehatta court on 11/06/2025 . My name Milan Mistri & Milon Mistri both are same and one identical person.

Name Change

I, Sudipa Das Bhaskar (Old Name) W/O–Prithwiraj Bhaskar resident of 49/8/F Dr Sundar Gopal Dhar Road, Khagra, PS-Berhampore , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742103 do hereby decrale that I have changed my name from Sudipa Das Bhaskar to Sudipa Das and hencefort I shall be known as Sudipa Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/06/2025 . My name Sudipa Das & Sudipa Das Bhaskar both are same and one identical person.

Name Change

I SANTOSH MUNDHRA (Old Name) W/o RAJ KUMAR MUNDHRA Residing at 54 Bijoy Kumar Mukherjee Road, PS- Golabari, Post- Salkia, Howrah-711106, have changed my name and shall henceforth be known as SANTOSH DEVI MUNDHRA (New Name) as declared before the First Class Judicial Magistrate Alipore 24 Parganas (S) 4th Court, West Bengal vide affidavit no. 11460 Dated. 18/06/2025 (Old Name) and (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mohammad Azizul Islam on behalf of my minor son Mohammed Shaharim Gazi residing at Vill: Hariharpur, P.O-Soladana, P.S- Basirhat, North 24 Parganas, Pin: 743429, West Bengal, have changed his name and he shall henceforth be known as Md Shaharim Alvi Gazi as declared before the Notary Public at Kolkata dated 05/05/2025. Mohammed Shaharim Gazi and Md Shaharim Alvi Gazi both are same and one identical person.

Name Change

I, Abdul Ali Haldar S/o Late Paltan Ali Halder Residing at 65, Deshpran Sasmal Road, P.o - Tollygunge, P.s - Charumarket , District - Kolkata, Pin - 700033 West Bengal India shall henceforth be known as Abdul Ali Halder. I declare that Abdul Ali Haldar and Abdul Ali Halder is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 18-06-2025.

Name Change

I, Reba Mustafi W/o Late Bidyut Sarkar Residing at N0212, South Khagrabari, Opp Lane, South Khagrabari Club, P.o+P.s - Cooch Behar , District - Cooch Behar, Pin - 736101 West Bengal India shall henceforth be known as Reba Mustafi Sarkar. I declare that Reba Mustafi and Reba Mustafi Sarkar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 18-06-2025.

Name Change

I, Falak Arif Khan W/o Md Arif Khan Residing at 19, Syed Amir Ali Avenue, P.o - Circus Avenue, P.s - Karaya, District - Kolkata, Pin - 700017 West Bengal India shall henceforth be known as Falak Arif. I declare that Falak Arif Khan and Falak Arif is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 18-06-2025.

Name Change

I, Mohammad Arif Khan S/o Md Ashique Khan Residing at 19/A, Syed Amir Ali Avenue, P.o - Circus Avenue, P.s - Karaya, District - Kolkata, Pin - 700017 West Bengal India shall henceforth be known as Md Arif Khan. I declare that Mohammad Arif Khan and Md Arif Khan is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 18-06-2025.

Name Change

I, Rita Desai (Old Name) Wife of Sanjay K Desai Residing at 64 Sarat Bose Road, Bhawanipore S.O, District-Kolkata, Pin- 700025 West Bengal shall henceforth be known as Rita S Desai (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 002/2025 Dated 18-06-2025. Rita Desai (Old Name) and Rita S Desai (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Arpita Saha (Old Name) W/o Sankar Saha D/o Rajat Mukherjee Residing at Indrapuri Apt, G6, 82 S.C Chatterjee Street, Konnagar(M), District- Hooghly, Pin- 712235 West Bengal shall henceforth be known as Arpita Saha Mukherjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 003/2025 Dated 18-06-2025. Arpita Saha (Old Name) and Arpita Saha Mukherjee (New Name) both are same and one identical person.

ট্রুডোর জমানার অস্থিরতা কাটিয়ে নতুন করে বন্ধুত্বের পথে হাঁটতে সম্মত হল ভারত ও কানাডা

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন ঃ জি-৭ সম্মেলনে পুরনো বন্ধুকে ফিরে পেল ভারত। ট্রুডোর জমানার অস্থিরতা কাটিয়ে নতুন করে বন্ধুত্বের পথে হাঁটতে সম্মত হল ভারত ও কানাডা। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কারনি একে অন্যের দেশে ফের রাষ্ট্রদূত নিয়োগেও সম্মত হয়েছেন। দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শেষে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করেন কারনি ও মোদি। সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ' বৈঠক হয়েছে আমাদের মধ্যে। আমাদের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের অগ্রগতির লক্ষ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। দুই দেশের জন্যই উদ্বেগের বিষয় হয় আন্তঃদেশিয় সন্ত্রাসবাদ। ভারত ও কানাডা দুই দেশ নিজেদের বন্ধুত্বকে জোরালো করতে ও একে অপরের হাতে হাত রেখে কাজ করতে মুখিয়ে রয়েছি। ভারত ও কানাডার সুসম্পর্ক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে আরও জোরদার করবে।' অন্যদিকে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে কারনি বলেন, '২০১৮ সাল থেকে ভারত জি-৭ সম্মেলনে আসছে। এটা আপনারই দেশ।' পাশাপাশি ভারত ও কানাডার বোঝাপড়া নিয়ে তিনি বলেন, 'দুই দেশ জ্বালানি, নিরাপত্তার পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্য-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে সম্মত হয়েছে।' একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, 'পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে ভারত ও কানাডার সম্পর্ক ফের নতুন পথে হাঁটবে।' উল্লেখ্য, বছর দেড়েক আগে খলিস্তানি জঙ্গি নিজ্জর হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত ও কানাডার কূটনৈতিক সম্পর্কে ভাটার টান লাগে। তৎকালীন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এই ঘটনার দায় চাপান ভারতের উপর। তবে ভারত গোটা ঘটনার দায় অস্বীকার করে। এবং কানাডায় খলিস্তানিদের বাড়বাড়ন্তের ব্যাপক বিরোধিতা করে। অভিযোগ তোলা হয়, শিখ ভোটব্যাঙ্কের জন্যই খলিস্তানিদের মাথায় তুলে নাচছেন। পরিস্থিতি এমন আকার নেয় যে ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে ভারত ও কানাডা একে অপরের দেশ থেকে হাই কমিশনার সরিয়ে নেয়। এই ডামাডোলের মাঝেই চলতি বছরে গদিচ্যুত হন জাস্টিন ট্রুডো। মার্ক কারনি কানাডার দায়িত্ব নেওয়ার পরই ইঙ্গিত দেন ভারতের সঙ্গে সংঘাত কাটিয়ে সুসম্পর্কের। সেইমতো দীর্ঘ জল্পনার মাঝেই জি-৭ বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে।

ইজরায়েলি সেনার হামলায় ইরানে মৃত ৫৮৫! তেহরান ছেড়ে পালাতে হুড়োহুড়ি

তেহরান, ১৮ জুন ঃ ইরানের মাটিতে হামলার ঝাঁজ আরও বাড়াল ইজরায়েল। একে অপরের বিরুদ্ধে বেলাগাম মিসাইল হামলায় প্রাণ হারাচ্ছেন দুই দেশের সাধারণ নাগরিক। মার্কিন মানবাধিকার কমিশনের দাবি অনুযায়ী, লাগাতার হামলার জেরে এখনও পর্যন্ত ইরানে মৃত্যু হয়েছে ৫৮৫ জনের। বুধবার সকালেও একে অপরকে লক্ষ্য করে মিসাইল ছুড়েছে দুই দেশ। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে যে তেহরান ছেড়ে পালাচ্ছেন সেখানকার নাগরিকরা। গত শুক্রবার ইরানের মাটিতে প্রথম হামলা চালায় ইজরায়েল। তাদের দাবি ছিল, পরমাণু বোমা তৈরির দোরগো।ায় পৌঁছে গিয়েছিল ইরান। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থেই এই হামলা। অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধারণত মৃতের তথ্য প্রকাশ্যে আনে না ইরান। তবে সোমবার তাদের তরফে জানানো হয়, ২২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে ইজরায়েলের হামলায়। যুদ্ধের ষষ্ঠ দিনে ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনা হয়েছে আমেরিকার মানবাধিকার কমিশনের তরফে। যেখানে জানানো হয়েছে, ইজরায়েলের হামলয়ায় মৃত্যু হয়েছে ৫৮৫ জনের। পাশাপাশি আহত হয়েছেন আরও ১৩২৬ জন। এদের মধ্যে, ২৩৯ জন সাধারণ নাগরিক ও ১২৬ জন নিরাপত্তাবাহিনীর জওয়ান। ইজরায়েলকে জবাব দিতে ব্যালেস্টিক মিসাইলের পাশাপাশি এবার সুপারসনিক মিসাইল ছুড়েছে ইরান। জানা যাচ্ছে, ইজরায়েলের রাজধানী তেল আভিভকে নিশানা করেছে ইরান। যদিও ইরানের হামলায় সেখানে খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে তেহরানে ইজরায়েলের হামলায় বড় ক্ষয়ক্ষতির খবর আসতে শুরু করেছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে সেখানে বসবাসকারী স্থানীয় ও বিদেশিরা তেহরান ছেড়ে পালাতে শুরু করেছেন।

দীঘা মোহনায় উঠল ১৫ টন ইলিশ, খুশি ব্যবসায়ারী

দুরন্ত বার্তা, দীঘা, ১৮ জুন ঃ দীঘায় মরশুমের প্রথম ইলিশ, বঙ্গবাসীর মুখে হাসি! দীঘা মোহনায় বুধবার উঠল মরশুমের প্রথম ইলিশ। প্রায় ১৫ টন রূপালি শস্য এসে পৌঁছায় ভোর রাতেই। মাছ ধরার ব্যান পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর ১৫ জুন থেকেই সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল প্রায় ২০০০ ট্রলার। মাত্র ৩ দিনের মাথাতেই ফেরার পথে মিলল বহু প্রতীক্ষিত ইলিশ। মৎস্যজীবীদের মতে, সমুদ্রের বুকে পূবালি হাওয়া ও হালকা ঝিরঝিরে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির কারণেই পরিবেশ একেবারে ইলিশের জন্য উপযোগী হয়ে উঠেছে। ফলে শুরুতেই আশানুরূপ সাড়া মিলেছে। এই ইলিশের পরিমাণ এবং গুণমান দেখে খুশি মৎস্যজীবী থেকে বিক্রেতারা। দীঘা মোহনার বাজারে এদিন ৫০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৬০০ টাকা থেকে ১৬০০ টাকা কেজি দরে। আর বড় আকারের অর্থাৎ দেড় কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ২০০০ টাকা পর্যন্ত দামেও। মৎস্যজীবী অনন্ত বর বলেন, দীর্ঘদিন পর এমন রূপালি ইলিশ পেয়ে আমরা খুশি। এই মরশুমে ভালো কিছু হবে বলেই আশা করছি। দীঘা মস্যজীবী সংগঠনের সম্পাদক শ্যামসুন্দর দাস জানিয়েছেন, এখনও বহু ট্রলার সমুদ্রে রয়েছে। আবহাওয়া অনুকূল নয়। সমুদ্র খানিকটা উত্তাল হয়েছে। যেই কারণে অনেক ট্রলার ফিরতে শুরু করেছে। তবে আরও ভালো পরিমাণে ইলিশ উঠবে বলে আমরা আশাবাদী। ট্রলারের মাঝি গৌতম দাস বলেন, এই শুরুর ফলাফল দেখে মনে হচ্ছে মরশুমটা ভালো যাবে। বড়ো আকারের ইলিশও উঠছে। ইলিশ নেওয়ার জন্য দীঘায় ঘুরতে যাওয়া পর্যটকদের জন্য বিশেষ সুবিধার বন্দোবস্তও করা হয়েছে। মোহনায় পর্যটকদের জন্য আইস ব্যাগে ইলিশ নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মৎস্যজীবীরা বলছেন, শিগগিরই এই ইলিশ কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে পৌঁছে যাবে। আর তারপরই জমিয়ে ইলিশে রসনা তৃপ্তির পালা।

বালুরঘাট পৌরসভার ৭৫ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে এদিন বুধবার সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রার সূচনা করেন পৌরসভার পৌরাধ্যক্ষ অশোক কুমার মিত্র, পতাকা নেড়ে শুভ সূচনা করেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধিরা। শহরের বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে এই শোভাযাত্রা। পৌরবাসীদের নজর কাড়ে এই শোভাযাত্রা। পৌরসভার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরতে শোভাযাত্রায় নানা থিমে সাজানো ট্যাবলো ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ছিল মূল আকর্ষণ। বালুরঘাট পৌরসভার প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সারা বছর ধরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে বলে জানানো হয়েছে বালুরঘাট পৌরসভা সূত্রে।

চাষের জমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ঝাঁক ঝাঁক ঘুঘু, আতঙ্কিত বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১৮ জুন ঃ মালবাজার মহকুমার মেটেলি ব্লকের দক্ষিণ ধূপঝোড়া এলাকার কায়েতপাড়া সংলগ্ন কৃষিজমিতে ওইসব ঝাঁক ঝাঁক ঘুঘু মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা কৃষি জমিতে রহস্যজনকভাবে মৃত অসংখ্য ঘুঘু পাখি। আতঙ্ক মেটেলির কায়েতপাড়ায়। চাষের জমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে একের পর এক মৃত ঘুঘু। মালবাজার মহকুমার মেটেলি ব্লকের দক্ষিণ ধূপঝোড়া এলাকার কায়েতপাড়া সংলগ্ন কৃষিজমিতে ওইসব ঝাঁক ঝাঁক ঘুঘু মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজন। এদিন চালসার পরিবেশপ্রেমী ও বন দপ্তরের কর্মীরা ওই জমি থেকে প্রায় ৩০টি ঘুঘু পাখির মৃতদেহ উদ্ধার করেন। স্থানীয় পরিবেশকর্মী সুমন দে জানান, জমিতে সম্প্রতি ধান বোনা হয়েছে এবং সম্ভবত ওই জমিতে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করা হয়েছিল। পাখিগুলি জমিতে খাবারের সন্ধানে নেমে বিষক্রিয়ায় মারা গেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সুমন দে বলেন, এই মৃত্যু অত্যন্ত মর্মান্তিক। আজ পাখি মরছে, কাল বন্যপ্রাণী বা মানুষও ক্ষতির মুখে পড়তে পারে। জমিতে যেসব ক্ষতিকর রাসায়নিক প্রয়োগ হচ্ছে তা বন্ধ হওয়া জরুরি। ঘটনার খবর পেয়ে বন দপ্তর এলাকা পরিদর্শনে আসে ও বিষক্রিয়া সংক্রান্ত নমুনা সংগ্রহ করে। বন বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তোলা না দেওয়ায় ব্যবসায়ীকে মারধর, ঘরছাড়া পরিবার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ জুন ঃ পাঁচ লক্ষ টাকা তোলা না দেওয়ায় কাঁঠাল গাছে বেঁধে ব্যবসায়ীকে মারধর। প্রাণভয়ে ঘরছাড়া ব্যবসায়ী পরিবার। দ্বারস্থ মালদা জেলা পুলিস সুপারের। পুলিস ব্যবস্থা না নিলে মুখ্যমন্ত্রীকে অভিযোগ, হুঁশিয়ারি মালদা জেলা বণিক সভার। মালদার কালিয়াচক থানার হতেখানি বাঙ্গালী পাড়া এলাকার ঘটনা। জানা গেছে, আক্রান্ত ব্যবসায়ীর নাম রহিম বিশ্বাস। তার অভিযোগ গত ২০২২ সালে কালিয়াচকের ত্রাস জহুরুল খান তাকে অপহরণ করে। পুলিসি তৎপরতায় মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানা এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিস অভিযুক্তকে গ্রেফতারও করে। কিন্তু কয়েক মাস হল বেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরই এলাকায় ফিরতেই আবার সন্ত্রাস শুরু করেছে জহুরুল খান। আক্রান্ত ব্যবসায়ী আরো জানান, থানায় করা অপহরণের অভিযোগ প্রত্যাহার এবং মোটা অংকের টাকা দাবি করা হয় তার কাছে। গত শনিবার বাড়ি ফেরার পথে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে কাঁঠাল গাছে বেঁধে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। কোনও মতে প্রাণ রক্ষা করে বাড়ি ফেরে ওই ব্যবসায়ী। এরপর থেকে আতঙ্কে ঘর ছাড়া ওই ব্যবসায়ী পরিবার। বুধবার ওই ব্যবসায়িক তার পরিবারকে নিয়ে মালদা জেলা পুলিস সুপারের দ্বারস্থ হন। এদিকে এই বিষয়ে মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ড জানান, আমরা পুলিস সুপারকে অনুরোধ করব যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আর পুলিস ব্যবস্থা না নিলে আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিত আকারে জানাবো। এদিকে জানা গেছে জহুরুল খান একসময় তৃণমূলের দাপুটে নেতা ছিল। জেলার একাধিক বিধায়ক এবং নেতৃত্বের সঙ্গে তার ছবি রয়েছে। তবে যদিও সমাজবিরোধী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ায় দল তাকে বহিষ্কার করেছে। আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনীতি। দুষ্কৃতীরা তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থাকে তাই পুলিস তাদের গ্রেফতার করে না কটাক্ষ বিজেপির। সমাজবিরোধীদের আমরা প্রশ্রয় দিই না পাল্টা বিজেপিকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল।

কালিয়াচকে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ জুন ঃ মালদার কালিয়াচকে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার। পুলিশি অভিযানে উদ্ধার ছয়টি আগ্নেয়াস্ত্র। উদ্ধার অন্তত ৩৫ রাউন্ড গুলি। আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার অস্ত্র ব্যবসায়ী। ধৃত মনিরুল ইসলাম নামে অস্ত্র কারবারি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মোজমপুরের ঈদগাহপাড়া লিচুবাগানে হানা দেয় পুলিশ। সেইসময় মনিরুলকে আটক করে উদ্ধার হয় অস্ত্রশস্ত্র। ধৃত মনিরুল মোজমপুরের বালুগ্রামের বাসিন্দা। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অস্ত্র কারবার সংক্রান্ত আরও তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে আশা করছে পুলিশ। কি উদ্দেশ্যে, কোথা থেকে এত আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি আনা হয়েছিল তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে মনিরুলকে এদিন মালদা জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ।

নানামহলে নানামত, পিছোল দুবরাজপুরে অনুব্রত মণ্ডলের মহামিছিল

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৮ জুন ঃ পিছোল দুবরাজপুরে অনুব্রত মণ্ডলের মহামিছিল। জানা গেছে, আগামী ২২ জুন মিছিল হচ্ছে না। কিন্তু কেন? নানামহলে নানামত। উঠে আসছে দুটি কারণ। একাংশের দাবি, অসুস্থ অনুব্রত। তাই এই মুহূর্তে মহামিছিল সম্ভব নয়। অন্যদের দাবি, কোর কমিটির অনুমতি মেলেনি। সেই কারণেই বাধ্য হয়ে পিছোতে হয়েছে মিছিল। ওয়াকিবহল মহলের কথায়, লাগাতার বিতর্কের জেরেই ক্রমশ নিজের গড় বীরভূমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন অনুব্রত। তিহার থেকে বীরভূমে ফিরেই ফের দলের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার চেষ্টায় অনুব্রত মণ্ডল। তবে দল বারবার বুঝিয়ে দিয়েছে, একাধিপত্য চলবে না। মিলেমিশে দলের কাজ করতে হবে। দায়িত্বে সেই কোর কমিটিই। এরই মাঝে স্থানীয় নেতৃত্বের অনুরোধে ৪ জুন দুবরাজপুরে অনুব্রত মণ্ডলের মহামিছিলের ডাক দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ইদের কারণে পিছোনো হয় মিছিল। ২২ জুন মিছিলের দিন ধার্য করা হয়। কিন্তু ফের পিছোল মহামিছিল। কোর কমিটির সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ জানান, দুবরাজপুর ও খয়রাশোল নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে যে আপাতত মিছিল হচ্ছে না। প্রাথমিকভাবে কারণ হিসেবে জানা যায়, অনুব্রত অসুস্থ। তাই এই মুহূর্তে মিছিল সম্ভব নয়। দুবরাজপুর ব্লক পরিচালন সমিতি কনভেনার রফিউল খান বলেন, আমার কাছেও জেলা থেকে নির্দেশ এসেছে যে আপাতত মিছিল না করার জন্য। শোনা যাচ্ছে, এই মিছিলে কোর কমিটি অনুমতি দেয়নি। তা সত্ত্বেও মিছিলের আয়োজন চলছিল। তবে পরিস্থিতি বিবেচনা করে শেষমুহূর্তে অনুমতি না থাকায় কর্মসূচি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেষ্ট। ওয়াকিবহল মহলের ধারণা, আইসি কাণ্ডে যেভাবে বিতর্কে জড়িয়েছেন তাতে এই মুহূর্তে নতুন করে বিতর্কে জড়াতে পারেন এমন কোনও পদক্ষেপে করতে চাইছেন না অনুব্রত।

নাবালিকাকে ধর্ষণের পর খুনের অভিযোগে অভিযুক্তকে পিটিয়ে মারল গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৮ জুন ঃ প্রতিবেশী নাবালিকাকে ধর্ষণ করে শ্বাসরোধ করে খুন করে প্রমাণ লোপাট করতে মাটিতে পুঁতে ফেলার চেষ্টা করেছিল মদ্যপ যুবক। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। গ্রামবাসীরাই যুবককে ধরে গনপিটুনি দেয়। গণপিটুনির পরে মৃত্যু হয় অভিযুক্ত যুবকের। বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানা এলাকার ঘটনাকে ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকা জুড়ে। অভিযোগ নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করেছিল অভিযুক্ত মৃত যুবক। স্থানীয়ভাবে জানা গেছে, সোমবার বিকালে পাত্রসায়ের থানা এলাকার একটি গ্রামে বছর দশেকের প্রতিবেশী এক নাবালিকাকে সঙ্গে করে লালু লোহার নামের স্থানীয় এক যুবককে গ্রামের রাস্তায় যেতে দেখেন স্থানীয়রা। তারপর থেকে ওই নাবালিকার কোনো খোঁজ পাচ্ছিলেন না পরিবারের লোকজন। সন্ধ্যার মুখে স্থানীয়দের কাছ থেকে জেনে ওই যুবককে চেপে ধরেন নাবালিকার পরিবারের লোকজন। সন্দেহ হওয়ায় ওই যুবককে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে স্থানীয়রা। মদ্যপ যুবকের অসংলগ্ন কথায় স্থানীয়রা একপ্রকার নিশ্চিত হয় ওই নাবালিকাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে প্রমাণ লোপাটের জন্য মাটিতে পুঁতে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছিল ওই যুবক। যুবকের দেখানো জায়গায় সদ্য খোঁড়া একটি গর্ত এবং তার পাশেই একটি কোদাল দেখতে পান স্থানীয়রা। অদূরেই পড়েছিল নাবালিকার বিবস্ত্র দেহ। এরপরই স্থানীয়রা অভিযুক্ত ওই যুবকের উপর চড়াও হয়ে মারধর করতে শুরু করে। খবর পেয়ে পাত্রসায়ের থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় যুবককে উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসারত অবস্থায় লালু লোহার নামের ওই যুবকের মৃত্যু হয়। এদিকে এই ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে পাত্রসায়ের থানার ওই গ্রামে। নাবালিকার দেহ উদ্ধারের পাশাপাশি এলাকায় উত্তেজনা থাকায় গ্রামে মোতায়েন করা হয় পুলিস বাহিনী। নাবালিকার পরিবারের দাবি নাবালিকাকে ধর্ষণ করে তাকে খুন করে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করেছিল অভিযুক্ত যুবক লালু লোহার। পুলিস গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের জন্য বুধবার নাবালিকা ও অভিযুক্ত যুবকের দেহ বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে পাঠাচ্ছে পুলিস। পুলিস জানিয়েছে নাবালিকার পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহ ও খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে।

এলাকাকে আবর্জনা মুক্ত রাখতে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার উদ্যোগ গ্রাম পঞ্চায়েতের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ জুন ঃ এলাকায় আবর্জনা স্তূপ। খাল - বিল, পুকুর - জলাশয় ও আবর্জনায় ঢেকে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এলাকাকে আবর্জনা মুক্ত করার জন্য কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে গ্রামীণ হাওড়া জেলার শ্যামপুর বিধানসভার শ্যামপুর ২ নং ব্লকের ডিহিমন্ডলঘাট এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কড়া নির্দেশ ও জরিমানা নির্দেশিত বোর্ড লাগানো হয়েছে। সেই নির্দেশিত বোর্ডে লেখা আছে খাল - বিল, পুকুর - জলাশয়ে বস্তা, পলিথিন, থার্মোকল, বোতল সহ কোনো আবর্জনা ফেলা দন্ডনীয় অপরাধ। দশ হাজার টাকা জরিমানা। এলাকাকে পরিস্কার - পরিচ্ছন্নতা রাখার জন্য সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প বছর দুয়েক আগে চালু হয়েছিল। উদ্বোধন হওয়ার পর এক বছর ভালো ভাবেই চলছিল এই প্রকল্পের কাজ। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে আবর্জনা সাফাই করার জন্য দু 'জন কর্মী ও নিয়োগ করেছিল ডিহিমন্ডলঘাট এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত। এই সাফাই কর্মীরা গ্রামের প্রতিটি বাড়ি থেকে শুরু করে বাজার এলাকার আবর্জনা সংগ্রহ করার কাজ ও করেছিল। আবর্জনা সংগ্রহ করার জন্য পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বাড়ি পিছু মাসিক পনেরো টাকা কর ধার্য করেছিল। এলাকার বহু বাড়ির সদস্যরা এই মাসিক সামান্যতম করের টাকা দিতে চায়নি। তাদের বক্তব্য, তাদের নিজস্ব জায়গা আছে আবর্জনা ফেলার জন্য। তাই তারা করের টাকা দেবে না। অপরদিকে সাফাই কাজের জন্য অতি অল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পঞ্চায়েতের নিয়োজিত দু 'জন সাফাই কর্মী আবর্জনা সংগ্রহের কাজ করতে রাজি হয়নি। যে দু'জন সাফাই কর্মী আবর্জনা সংগ্রহের কাজ করছিলেন তারা কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। তারপর আর কোনো সাফাই কর্মী অতি অল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এলাকা - বাজার থেকে আবর্জনা সংগ্রহের কাজ করতে রাজি হন নি বলে

ডিহিমন্ডলঘাট এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান সুদীপ কুমার বেরা জানালেন। দীর্ঘ একটা বছর সলিড ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ বন্ধ থাকার ফলে এলাকার মানুষজন খাল - বিল, পুকুর - জলাশয়ে পুনরায় আবর্জনা ফেলতে শুরু করে। এই সমস্যা থেকে এলাকার মানুষকে মুক্তি দিতে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উপ প্রধান সুদীপ কুমার বেরা বলেন, আমরা বন্ধ হয়ে যাওয়া সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প ফের চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। তার আগে এলাকার আবর্জনা যাতে খাল- বিল, পুকুর - জলাশয়ে না ফেলা হয় তার জন্য সতর্কতামূলক বোর্ড লাগানো হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে। উপপ্রধান সুদীপ কুমার বেরা আর ও বলেন, ডিহিমন্ডলঘাট এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পনেরোটি গ্রাম সংসদ আছে। বাসিন্দা আছে প্রায় কুড়ি হাজার। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে আছে বেলপুকুর বাজার, বরদাবাড় বাজার, জাত খামার ও বানিয়ার মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বাজার। এই বাজার গুলিতে প্রতিদিন প্রচুর আবর্জনা জমা হয়। এলাকাকে পরিস্কার - পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ যাতে থমকে না যায়, তাই গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে আপাতত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকটি গ্রাম সংসদ এলাকায় দু'টি করে ডাস্টবিন রাখা হবে। সেই ডাস্টবিনে এলাকার মানুষজনরা তাদের আবর্জনা ফেলবেন। এমনটাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এলাকাবাসীদের।

নাবালিকার বিয়ে রুখে দিল পুলিশ, বরসহ ৩ জনের ঠাঁই হল শ্রীঘরে

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ১৮ জুন ঃ বাল্যবিবাহ রুখে ফের নজির গড়ল কান্দি থানার পুলিশ। পাঞ্জাবি পড়ে বিয়ের আসরে পা দিলেও শেষ পর্যন্ত জায়গা হল শ্রীঘরে-এই পরিণতি হল বরপক্ষের। মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কান্দির কল্যাণপুর গ্রামে এক নাবালিকার বিয়ে রুখে দেয় কান্দি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কল্যাণপুর গ্রামের এক নাবালিকার সঙ্গে খড়গ্রাম থানার খড়সা গ্রামের এক যুবকের বিবাহের আয়োজন চলছিল মঙ্গলবার রাতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কান্দি থানার পুলিশ। পুলিশ দেখে হঠাৎই গাড়িতে করে পালানোর চেষ্টা করেন বর ও কনে। তবে পুলিশের তৎপরতায় ধাওয়া করে তাদের ধরে ফেলা হয়। নবদম্পতির পাশাপাশি পাত্র ও পাত্রীর পরিবারের আরও তিনজন সদস্যকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বিয়ের পাঞ্জাবি পরেই শেষমেশ বরকে যেতে হল শ্রীঘরে। বুধবার গ্রেফতার হওয়া চারজনকে কান্দি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। কান্দি থানার আইসি মৃণাল সিনহা জানিয়েছেন, সরকারের তরফে বারবার সচেতনতা ছড়ানো সত্ত্বেও মানুষ শিক্ষা নিচ্ছেন না। ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের এবং ২১ বছরের নিচে ছেলেদের বিয়ে সম্পূর্ণ বেআইনি। আইন অমান্য করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ঘটনায় এলাকার মানুষদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে পুলিশের তৎপরতায় এক নাবালিকা রক্ষা পেল অকাল গৃহবন্দী জীবনের হাত থেকে। সতর্ক থাকুন, বাল্যবিবাহ রুখুন। আইন ভাঙলে শাস্তি অনিবার্য।

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1. "Temporary IT infrastructural work at Dighi bungalow in connection with VVIP visit at Digha regarding Rathajatra & Punarjatra 2025." 2. "Temporary IT infrastructural work at Helipads Digha in connection with VVIP visit at Digha regarding Rathajatra & Punarjatra 2025." 3. "Temporary IT infrastructural work at Digha in connection with VVIP visit regarding Rathajatra & Punarjatra 2025." **SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No:WBPWD/EE/BIT/NIQ-21,22& 23 of 2025-26**. Last date of submission of Quotation: **21.06.2025 up to 10.00AM**. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

Sd/- EE
Bidhannagar IT Division, PWD

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ

ডিওয়াই.সিএমই / প্রধানকর্মীদের জন্য কর্মশালা ব্যবস্থাপক উত্তর পূর্ব রেলওয়ে,যান্ত্রিক কর্মশালা, গোরখপুর-ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে অনলাইন ই-ওপেনের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। নিম্নলিখিত কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

দরপত্র নং.-০১, ই-টেন্ডার নোটিশ নংঃ দরপত্র নং ১৫-জিকেপি-এমডব্লিউএস-২০২৫-২৬, কাজের নাম- ৩-পর্বের পরিবর্তনগতি বৃদ্ধির জন্য মেমু কোচ যান্ত্রিক ক্ষেত্রে ১১০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় উন্নীতকরণ ১২ মাসের জন্য গোরখপুর কর্মশালা। 'আনুমানিক খরচ (টাকায়)ঃ ৭, ৪৪,৮৬৫.৪৪, সর্বোচ্চ আয় (টাকায়)ঃ ১৪,৯০০-, দরপত্র ফর্মের মূল্যঃ শূন্য, দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ১১,০০ পর্যন্ত তারিখঃ ০৭-০৭-২০২৫, চুক্তির সময়কালঃ ১২ মাস।

উপরোক্ত দরপত্রের বিবরণ ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইটেঃ**http://www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।

ডিওয়াই. সিএমই / ওয়ার্কস, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ,
CPRO/Yantrik-36 গোরখপুর

ছাদে এবং পায়ের তক্তায় কখনও ভ্রমণ করবেন না

NOTICE INVITING TENDER

Open Tenders are being invited by The Chairman, North Barrackpore Municipality from Manufacturer / bonafied suppliers for the followings: **Tender reference No.: 1002/NBM-Store, (2025_MAD_866239_1), Date: 18.06.2025, Sub-**Procurement of A.C. Machine. Last date of submission of tender: **05.07.2025 within 5:00 P.M.** For details see **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
North Barrackpore Municipality

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-05/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 08(Eight) no. works/Schemes under 5 th SFC Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/sell starting from **17.05.2025 up to 23.06.2025 16.00 PM.** Bid submission starting from **17.06.2025 up to 23.06.2025 at 16:00 PM.** And Opening on **25.06.2025 at 16:05 P.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

NIT NO.-125/SGP/2025
Dated-18/06/2025

Last date of Submission On or before **28/06/2025 (up-to 4.30PM)** Date of Opening- **01/07/2025 (From 04.30 P.M)** (For viewing Tender:- **www.wbtenders.gov.in**)

Sd/-
Pradhan
Shibrampur Garm Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender Notice are invited vide NIT No.: **11/MGP/ OWN FUND/ 2025 (3 nos VOLTAS AC -1TON ONE PC AND 1.5 TON** TWO PCS and 2 nos v-guard VTI 4130 1.5 ton AC Inverter) Dated **16.06.2025.** Bid Submission Start Date (Online)-**18.06.2025 (09.00 hrs)**, Closing Date (Online): **24.06.2025 (14.00 hrs).** Bid Opening Date (Online): **26.06.2025 (14.00 hrs)**. Please look for details on **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Thanking You.
Sd/-
Pradhan
Mandaran Gram Panchayat

NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 12/Q of 2025-26
N.W- Temporary electrical installation work related to VVIP movement and Ratha Jatra 2025 in Digha. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in
Last date of application: 20.06.2025 up to 11.00 A.M.
Last date of submission of quotation: 11.30 A.M. of 20.06.2025 Date and time of bid opening: 12.00 Noon of 20.06.2025

Sd/-
Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

আলিপুরদুয়ার জংশনে ইয়ার্ড উন্নয়নের কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৪৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১৩-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং ঃ ২২-এপি-I-২০২৫; কাজের নাম ঃ** "ইয়ার্ড উন্নয়ন- নিউ আলিপুরদুয়ার, কামাখ্যাগুড়ি এবং জোরাই ইয়ার্ড।" **টেন্ডার মূল্য:** ২,১৫,৭৫,৭০৯.০৭/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,৫৭,৯০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ০৪-০৭-২০২৫** তারিখে **১৫:৩০** টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office of the PUNISOLE Gram Panchayat
PUNISOLE :: Onda :: Bankura
NIeT No:- (1) 03/2025-26(2 nd Call), (2) 04/2025-26, (3) 11/2024-25(2 nd Call) (4) 14/2024-25(2nd Call) Date:- 17.06.2025

E-tender are hereby invited by this office for total 6 (Six) Nos. different works. Last date of submission of Technical & Financial Bid- **28/06/2025 at 11.00 A.M.** Date of Opening of Bid(Technical & Financial)- **30/06/2025 From 01.00 P.M.** For viewing Tender:- Office Notice Board & website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Punisole Gram Panchayat

My Client Lalu Porel, son of Sonatan Porel, of C-104, Sai Apartment, Lodha Marg behind Nikki Apartment, Nallasopara, P.O East Vasai, P.S Palghar, Dist- Thane, Maharashtra purchased one landed property from Ashok Kumar Maji, son of Lt. Mathur Mohan Maji and others, constituted attorney of Kashinath Maji, son of Lt. Mathur Mohan Maji, vide power of attorney deed no 050800047 for the year 2018, register before A.D.S.R Bargachia, Howrah, the property situated at Mouza Pantihal, J.L No 49, L.R Khatian No 5337, 5022, 5023 and 5021, R.S.& L.R Dag No 5256, measuring about 7.59 Decimal by sale deed no 050801580 for the year 2024 registered at A.D.S.R Bargachia. My client has applied mutation of the said land. If anybody has objection he may be contract Jagatballavpur B.L & L.R.O Office within 1 (One) month, otherwise the case will be heard Ex-parte (Sk Sabbir Ahmed (Advocate) Enrolment No WB/852/2003.

My Client Smt. Mohuya Saha, wife of Somnath Saha, of Vill, P.O &P.S Jagatballavpur, Dist Howrah, purchased one landed property from Shankar Saha, son of Lt. Manasranjan Saha and others, constituted attorney of Mandira Saha, daugehetr of Lt. Manasranjan Saha @Manasranjan Paramanick, vide power of attorney deed no 38 for the year 2005, register before A.D.S.R Bargachia, Howrah, the property situated at MouzaBankul, J.L No 7, L.R Khatian No 1938, R.S.& L.R Dag No 621, measuring about 23 Decimal by sale deed no 050801147 for the year 2025 registered at A.D.S.R Bargachia. My client has applied mutation of the said land. If anybody has objection he may be contract Jagatballavpur B.L & L.R.O Office within 1 (One) month, otherwise the case will be heard Ex-parte (Sk Sabbir Ahmed (Advocate) Enrolment No WB/852/2003.

Notice Inviting E-Tender

Ramshai GP, under Maynaguri Block, Jalpaiguri. For details please visit : **wbtenders.gov.in**
E-Tender has been floated by the undersigned for the following work. **225/RGP/2025-26, Dated - 16.06.2025**. For details please visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Ramshai Gram Panchayat

Corrigendum Notice for Niel No: 01/2025-2026(2nd Call)
(For viewing Tender:- **www.wbtenders.gov.in**)
All the bidders are hereby informed that **NIeT-01/2025-2026 (2nd Call)**, Sl No-1, Dated-10.06.2025. Are hereby date extended up to **23.06.2025, 4.30 PM.**

Pradhan,
Chingani Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

গুরুদেবপুর পদমতি
এস.কে.ইউ.এস. লিমিটেড
Reg. No.: 76, Dated- 04.11.1976
গ্রাঃ- দঃ গুরুদেবপুর, পোঃ- জোড়পাকড়ী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

এতদ্বারা সকল সদস্য / সদস্যাদের জানানো যাইতেছে যে আগামী ইং ১৩.০৭.২০২৫ তাং রবিবার গুরুদেবপুর পদমতি এস.কে.ইউ.এস. লিমিটেড-এর পরিচালন কমিটির নির্বাচন হবে। সময় সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত। এই উপলক্ষে সময়সূচী প্রকাশ হয় ইং ০৯.০৬.২০২৫ তারিখ। এই উপলক্ষে মনোনয়নপত্র বিতরণ ও গ্রহণ করার তারিখ ও সময় ২৩.৬.২০২৫ হইতে ২৪.৬.২০২৫ দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত সমিতির কার্য্যালয়ে হবে। বিশদভাবে জানার জন্য সমিতির কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

H.DE. **উপেন রায়**
গুরুদেবপুর পদমতি এস.কে.ইউ.এস. লিমিটেড

My Client Sujan Bhandari, son of Lt. Ratan Bhandari, of Vill- Kamlapur, P.O Bargachia, P.S Jagatballavpur, Dist Howrah, purchased one landed property from Smt. Kakuli Dirganghi, wife of Jhontu Dirganghi, in respect of landed property lying and situated Mouza – Pantihal, JL no- 49, Khitian no 6722, R.S. and L.R. dag no 3.30 satak by way of registered deed of sale being deed no 050801368 in the year 2025 registered before A.D.S.R. Bargachia that said Kakuli Dirganghi purchased the said property from Namita Ghosh wife of Suhas Ghosh at Vill &P.O Pantihal, P.S Jagatballavpur, Howrah Deed no -050800419 in the year 2025 , registered at A.D.S.R. Bargachia constituted attorney of Jhontu Dirganghi, son of Biswanath Dirganghi, vide power of attorney deed no 050800356 for the year 2025, register before A.D.S.R Bargachia, Howrah. My client has applied mutation of the said land. If anybody has objection he may be contract Jagatballavpur B.L & L.R.O Office within 1 (One) month, otherwise the case will be heard Ex-parte (Sk Sabbir Ahmed (Advocate) Enrolment No WB/852/2003.

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tenders for "Supply and installation of LED outdoor Street Lights and octagonal pole at different wards under Cooch Behar Municipality" vide **Tender Id: 2025_MAD_865585_1** Estimated Cost - **Rs.2,09,32,503.00** and "Construction of R.C.C. Ghatla at Crematorium ground" vide **Tender Id : 2025_MAD_865614_1** Estimated Cost - **Rs.94,99,993.00** and "Construction of Interlocking concrete block pavement at Crematorium ground" vide **Tender Id : 2025_MAD_865910_1**
Estimated Cost - Rs.36,17,873.00
eTender submission end date **-12/07/2025**
Details information will be available from the website
(i) http://wbtenders.gov.in
(ii) www.coochbeharmunicipality.com

Sd/-
Chairman,
Cooch Behar Municipality.

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT
Under JANGIPARA Block
P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY
Notice Inviting E-Tender No. 770/5 th SFC/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_860986_1, Date: 05.06.2025

The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for different works. Fund: 5 th SFC. Date of Start of downloading the documents from **09.06.2025 at 6.00 PM.** Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on **21.06.2025 at 2.30 P.M**. Date of Opening of Technical Bid(Online) on **23.06.2025 at 2.30 P.M**. For more details please visit website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Radhanagar Gram Panchayat

Office of The Subharara Gram Panchayat
Subharara, Amta, Howrah
E-NIT No. (1) HWH/PANCHLA/SUBHARARA/15TH FC/25-26/156(1-7), (2) HWH/PANCHLA/SUBHARARA/15TH FC/25-26/157

For and on behalf of the Subharara Gram Panchayat invites tender through e-tendering for total 8(Eight)Nos. different works. Last date of submission of Bid **26.06.2025 up to 5.00 pm.** Bid Opening date for Technical: **30.06.2025 from 11.00 AM** and Financial: **01.07.2025 from 11.00 AM.** For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Subharara Gram Panchayat

HIRBANDH GRAM PANCHAYAT
Vill.-Tilabani, PO-Bauridiha, Dist-Bankura, Pin-722121
NIeT No.- 04/HirGP/2025-26, Date-17/06/2025

e-Tender are hereby invited by this office from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for the different works. Fund: RGSA. Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid (online) on **25.06.2025 up to 10.00 Hrs**. Date of Opening of Bid at office of the Hirbandh Gram Panchayat on **27.06.2025 at 10.00 Hrs**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat

পূর্বাশা রিসোর্সেস লিমিটেড
CIN - L65993WB1980PLCO32908
নিবন্ধিত অফিসঃ ২৫, পার্ক লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ফোনঃ ২২২৯-২৮৮১, ২২৪৯-৫৫২৪
ওয়েবসাইট ঃ www.purbasharesources.in
ই-মেইলঃ corporatepurbasharesources.in

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, পূর্বাশা রিসোর্সেস লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর সদস্যদের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ১৭ জুলাই, ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা (১ST) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') অথবা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে ('ওএভিএম') অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, নিয়ন্ত্রক বিধান এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সার্কুলার অনুসারে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, ২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভা বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোম্পানি ডিপোজিটরি / রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত সকল সদস্যের কাছে পাঠানো হবে। ২০২৫ অর্থবছরের জন্য উল্লিখিত বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.purbasharesources.in এবং কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.cse-india.com-এও পাওয়া যাবে।

২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ডাকযোগে পাওয়ার জন্য, সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা নীচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন এবং তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর আপডেট করুন। এর ফলে সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ করতে এবং সিদ্ধান্তগুলিতে অংশগ্রহণ এবং ভোট দিতে পারবেন।

শারীরিক ধারণ	যেসব সদস্যের কাছে প্রকৃত শেয়ার আছে এবং কোম্পানির সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করা হয়নি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা ফর্ম ISR-1 (কোম্পানির ওয়েবসাইট www.purbasharesources.in এ উপলব্ধ) যথাযথভাবে পূরণ এবং স্বাক্ষরিত এবং প্রয়োজনীয় সহায়ক নথিপত্র সহ Niche Technologies Private Limited, 3A, Auckland Place, 7th Floor, Room No. 7A & 7B, Kolkata-700 017-এ জমা দিয়ে তাদের ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করুন।
ডিম্যাট হোল্ডিং	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপি) এর সাথে যোগাযোগ করুন। 'দয়া করে মনে রাখবেন, ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের জন্য ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর আপডেট করা বাধ্যতামূলক।'

পূর্বাশা রিসোর্সেস লিমিটেডের জন্য,
বিকাশ আগরওয়াল বিঞ্জরাজকা
চেয়ারম্যান
DIN: 00012978

স্থান- কলকাতা
তারিখ- ১৮ জুন ২০২৫

নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ জুনঃ ফুটবল হোক বা ক্রিকেট, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার খেলার প্রতি ভালোবাসা অটুট। সম্প্রতি তিনি দেখা করেছেন, বলিউড তারকা জন আব্রাহামের সঙ্গে। আইএসএলের অন্যতম জনপ্রিয় দল নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসির মালিক জন। তাঁর পাশাপাশি নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসির সিইও মান্দার তামহানের সঙ্গেও দেখা হয়েছে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের এই দল যেভাবে প্রতিভাবান ফুটবলারদের খুঁজে বার করছে, সে বিষয়ে প্রশংসা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কয়েকদিন আগে, গোয়ালিয়র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি এবং মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট লিগের চেয়ারম্যান মহানার্যমান সিন্ধিয়া রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার হাতে জার্সি তুলে দিলেন জন আব্রাহাম, নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

টিমকে এ বারের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ছেলের ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসার পর এ বার দেখা গেল বাবার ফুটবলের প্রতি প্রেম। এক্স হ্যান্ডেলে জন আব্রাহাম, মান্দার তামহানের সঙ্গে একটি জার্সি হাতে ছবি শেয়ার করেছেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। সেই ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, 'জন আব্রাহাম ও নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসির সিইওর মান্দার তামহানের সঙ্গে দেখা করে আনন্দিত বোধ করছি।' একইসঙ্গে তিনি আরও লেখেন, 'খেলাধুলার প্রতি গভীর আবেগ যাদের রয়েছে, সেই তরুণ প্রতিভাদের খুঁজে বের করার, তৈরি করার এবং সমর্থন করার জন্য আগ্রহী এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সব সময়ই আনন্দের। বিশেষ করে উত্তর-পূর্বে এই ভাবে প্রতিভা খুঁজে বের করা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। এই অংশ দ্রুত ভারতের ক্রীড়া শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। ফুটবলের প্রতি জনের অদম্য উৎসাহ এবং ভারতের মাটি থেকে মেসি বা রোনাল্ডোর মতো তারকার উত্থান দেখার স্বপ্ন সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। ভারতীয় ফুটবলকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ওর জন্য এবং ওর দলের দুর্দান্ত সাফল্যের জন্য কামনা করছি।' উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে গোয়ালিয়রে মধ্যপ্রদেশ লিগের দ্বিতীয় সংস্করণের উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। এ বার তিনি দেশে ফুটবলার তৈরি হওয়া নিয়ে জানালেন নিজের ভাবনার কথা।

ইংলিশ বোলারদের দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠবেন যশস্বী!

লিডস, ১৮ জুনঃ শুক্রবার থেকে লিডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শুরু হতে চলা প্রথম টেস্ট ম্যাচে ভারতীয় দলের তরুণ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালের উপর কবে সবার নজর। মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি টেস্ট ক্রিকেটে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওপেনার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর আক্রমণাত্মক ব্যাটিং, সাহসিকতা এবং ধারাবাহিকতা মনে করিয়ে দেয় সেই দিনগুলির, যখন সচিন তেন্ডুলকর এবং বিরাট কোহলি তাঁদের ২০-র দশকে বিশ্বের সেরা বোলারদের বিরুদ্ধে দাপট দেখাতেন। গত ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে জয়সওয়াল ১৯টি ম্যাচে ৩৬ ইনিংসে ১,৭৯৮ রান করে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন। তাঁর গড় ছিল ৫২.৮৮, যার মধ্যে চারটি শতরান (দুটি ডাবল সেঞ্চুরি) এবং ১০টি অর্ধশতরান রয়েছে। তাঁর সর্বোচ্চ স্কোর ২১৪। মাত্র একটি ডব্লিউটিসি চক্র খেলেই তিনি ৩৯টি ছক্কা মেরে এই প্রতিযোগিতার ইতিহাসে শীর্ষ চার ছক্কা-হাঁকানোর তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন। তিনি ২০২৩-২৫ চক্রে সর্বাধিক ছক্কা মারার রেকর্ডও গড়েছেন। জয়সওয়ালের ব্যাটিং গড় ৫২.৮৮ অসাধারণ, বিশেষ করে যখন বিশ্বব্যাপী ওপেনারদের গড় মাত্র ৩০-এর কিছু বেশি। তাঁর টেস্ট অভিষেকের পর থেকে ওপেনিং ব্যাটিং ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠেছে, তবুও তিনি নিজের ছাপ রেখেছেন। তাঁর ছক্কা মারার ক্ষমতা ছাড়াও বিশ্বের সেরা বোলারদের সঙ্গে দ্বৈরথে নামার আগ্রহ তাঁকে আলাদা করে। গত বছর ইংল্যান্ডের ভারত

সফরে জেমস অ্যান্ডারসনের বিরুদ্ধে টানা তিনটি ছক্কা মেরে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি কিংবদন্তিদেরও সমীহ করেন না। অ্যান্ডারসনের বিরুদ্ধে পুরো সিরিজে তিনি ১৫০ বলে ৯৮ রান করেন। এর মধ্যে নয়টি চার এবং চারটি ছক্কা ছিল। তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল ৬৫.৩৩। তার এই সাহসিকতা অস্ট্রেলিয়া সফরেও দেখা গেছে। পার্থে মিচেল স্টার্কের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে আট বলে শূন্য রানে আউট হলেও, দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি ২৯৭ বলে ১৬১ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। স্টার্কের বিরুদ্ধে তিনি ৬৯ বলে ৫১ রান করেন, যার মধ্যে সাতটি চার এবং একটি ছক্কা ছিল। পুরো সিরিজে স্টার্কের বিরুদ্ধে তিনি ২০৩ বলে ১৩৩ রান করেন, যা তাঁর মোট ৩৯১ রানের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এই পারফরম্যান্স তাঁকে ভারতের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক করে এবং অস্ট্রেলিয়া সফরে তিনি 'এ+' গ্রেড পান। ইংল্যান্ডের বেন স্টোকস এবং ক্রিস ওকসের মতো তারকারা এই টেস্টে জয়সওয়ালের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারেন। তবে তাঁর সেনা (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া) দেশগুলিতে সাফল্য তাঁকে এই দ্বৈরথে এগিয়ে রাখে। দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্টে তাঁর রান ৫০ হলেও, অনূর্ধ্ব-১৯ স্তরে তিনি ১২ ইনিংসে ৬০২ রান করেছেন, গড় ৭৫.২৫। ২০২০ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে তিনি ৪০০ রান করে শীর্ষ রান সংগ্রাহক ছিলেন। ইংল্যান্ডে জয়সওয়াল এখনও টেস্ট খেলেননি, তবে গত বছর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে তিনি পাঁচ ম্যাচে ৭১২ রান করেছিলেন, গড় ৮৯.০০। অনূর্ধ্ব-১৯ স্তরে ইংল্যান্ডে তিনি সাত ইনিংসে ২৯৪ রান করেছেন, গড় ৪২.০০। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে মানসিকভাবে শক্তিশালী করতে পারে। অস্ট্রেলিয়ায় তাঁকে 'কিং উত্তরাধিকারী' বলা হয়েছিল, যিনি বিরাট কোহলির মতো ভারতের সংকটমোচক হতে পারেন। লিডসে তিনি কি সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবেন? তাঁর ক্রিকেট দর্শন-কিংবদন্তিদের প্রতি শ্রদ্ধার পরিবর্তে আক্রমণাত্মক মনোভাব-তাঁকে কতদূর নিয়ে যাবে, তা দেখার অপেক্ষা।

ইতিহাস গড়ল দক্ষিণ আফ্রিকা, অথচ আইসিসির ৪৫ সেকেন্ডের ভিডিওজুড়ে 'আমি'-ময় জয় শাহ!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভিডিও শুরু হল। আর শুরুতেই ফোকাসে লর্ডসের ঐতিহাসিক কাঠের ব্যালকনি। এরপরই স্লো-মোশটে দেখা দিলেন তিনি। এ দেখা স্রেফ এসে চলে যাওয়া নয়। সাক্ষা আবির্ভাব! ফ্রেমে ঢুকলেন নায়কোচিত মেজাজে। ক্রিকেটের মক্কায় রাজকীয় কায়দায় এন্ট্রি নিলেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ। কয়েক পাক চক্কর কাটলেন। তারপরই ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান রিচার্ড থম্পসনের সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন হলেন! পরের ফ্রেম। কী ভাবছেন? ফাইনালের নায়ক এডেন মার্করামের বিজয়গর্বী হাসি কিংবা পরাজিত অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের নতমুখ নজরে আসবে? ভুল ভাবছেন। এই ফ্রেমজুড়েও তিনি। ফের জয় শাহের তেরছা চাহনি। তারপরের শটে দু'দলের বিজয়ী ও বিজিত ক্রিকেটাররা এলেন বটে। কিন্তু ফোকাসে তাঁর ব্যাপ্ত, চওড়া মুখ। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা। গড়ল ইতিহাস। দীর্ঘ ২৭ বছরের আগল ভেঙে আইসিসি ট্রফি ঘরে আনলেন টেম্বা বাভুমারা। চারদিন ধরে যেন গ্রিক নাট্য মঞ্চস্থ হল লর্ডসের ময়দানে। শুরুতে অ্যাডভান্টেজ অস্ট্রেলিয়া। মধ্যে লড়াই পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার ঘুরে দাঁড়ানো। বাজিমাতের নায়ক মার্করাম। গোটা লড়াইয়ের কোলাজ বানাতে গিয়ে অনেক স্মরণীয় মুহূর্তই উপাদান হতে পারত। হ্যামস্ট্রিংয়ের যন্ত্রণা সামলে বাভুমার অধিনায়কোচিত ইনিংস, মিচেল স্টার্কের বিধ্বংসী স্পেল, লুঙ্গি এনগিডির বোমারু ইনসুইং কিন্তু আইসিসির অফিশিয়াল পেজ যে ৪৫ সেকেন্ডের ক্লিপ রিলিজ করেছে,

সেখানে পুরোটা জুড়েই জয় শাহের হাজিরা। ২৩ খানা শটের ১১টিতেই তিনি। যেন এই ভিডিও আইসিসি চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত উদযাপন, দক্ষিণ আফ্রিকার সাফল্য, উল্লাস তুশ্চু! গোটা ঘটনাকে একহাত নিয়েছে ইংল্যান্ডের সমাজমাধ্যম। 'দ্য গার্ডিয়ানে'র তাহা হাশিম প্রশ্ন তুলেছেন-আগের বার গ্রেগ বার্কলে চেয়ারম্যান ছিলেন, ট্রফি জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। কই, তখন তো তিনি এমন খাতিরদারি পাননি! সাংবাদিক ররি ডোলার্ড আরেক ধাপ এগিয়ে ফোড়ন কেটে বলেছেন, ''যদি আপনি ভুল সময়ে চোখের পাতা বন্ধ করেন, প্যাট কামিন্সের একমাত্র শট মিস করে যেতে পারেন।'' ক'দিন আগে আমদাবাদের বিপর্যয় পরিদর্শনে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিধ্বংস বিমানের একাংশ মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলের রেলিং ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে আর উর্ধপানে চেয়ে রয়েছেন তিনি এই ছবি নিয়েও বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল। এবার বিতর্কের কেন্দ্রে অমিত শাহের পুত্র জয় শাহ। এই দুই ঘটনায় অনেকেই অনেক যোগসূত্র খুঁজতে পারেন, দাঁড় করাতে পারেন 'নার্সিসিজম' সংক্রান্ত একগুচ্ছ তত্ত্ব। যদিও তাতে কারও খুব একটা আসবে-যাবে কি?

দুর্দান্ত হেডে রামোসের গোল, আটকে গেল ইন্টার মিলান

কর্নার থেকে উড়ে আসা বলে বক্সের ভেতর জটলার মধ্যে সবাইকে ছাড়িয়ে আকাশছোঁয়া লাফ। দুর্দান্ত হেড। গোলকিপারকে ফাঁক গিয়ে বল জালে। ক্যারিয়ারজুড়ে এমন কিছু কম দেখাননি সের্হিও রামোস। সেই ঝলক তিনি আরও একবার দেখালেন ৩৯ বছর বয়সে। তার দল মন্তেরেই জিততে দিল না ফেভারিট ইন্টার মিলানকে।

ক্যালিফোর্নিয়া, ১৮ জুনঃ শক্তি-সামর্থ্যে দুই দলের তুলনাই চলে না। বিশ্বের শীর্ষ ক্লাবগুলির একটি ইন্টার মিলান, এবারের উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে

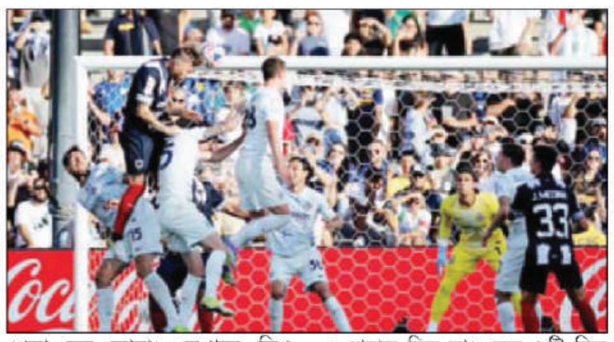

খেলা দল তারা। সেখানে বিশ্ব ফুটবলের মানচিত্রে মন্তেরেই এফসিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। মেক্সিকোর লিগেও এখন তারা আছে সাত নম্বরে। কিন্তু অসম সেই দুই দলের মাঠের লড়াই শেষ হলো সমতায়। ক্লাব বিশ্বকাপের 'ই' গ্রুপে ইন্টার মিলান ও মন্তেরেই এফসির ম্যাচ ড্র হয় ১-১ গোলে। ম্যাচজুড়ে দাপট ছিল অবশ্য প্রত্যাশিতভাবেই ইন্টার মিলানের। বল নিয়ন্ত্রণে রাখার লড়াইয়ে তারা এগিয়ে ছিল অনেকটা (৬২ শতাংশ)। গোলে শট নেয় ১৫টি। কিন্তু আক্রমণ খুব গোছানো ও ধারাল ছিল না। স্রেফ ২টি ছিল লক্ষ্যে। মন্তেরেই ১১ বার বল গোলে তাক করে স্রেফ একটি লক্ষ্যে রাখতে পারে। সেটিই তাদেরকে এনে দেয় একটি পয়েন্ট। ক্যালিফোর্নিয়ার রোজ বোলে স্টেডিয়ামে ভারতীয় সময় বুধবার সকালে ম্যাচের ২৫তম মিনিটে এগিয়ে যায় মন্তেরেই। কর্নার থেকে দারুণ হেডে গোল করেন রামোস। ৪২তম মিনিটে লাউতারো মার্তিনেজের গোলে সমতায় ফেরে ইন্টার। ৭৮তম মিনিটে দারুণ একটি সুযোগ হারান সেই মার্তিনেজই। বক্সের ভেতর ফাঁকায় বল পেলেও উড়িয়ে মারেন তিনি গোলবারের ওপর দিয়ে। ৯০ মিনিট শেষে যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে নাটকীয় জয়ের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল মন্তেরেই। বিপজ্জনকভাবে বক্সে ঢুকে শট নেন কলম্বিয়ান মিডফিল্ডার নেলসন দেওসা। অল্পের জন্য বাইরে গিয়ে তা লাগে সাইডনেটে। এই ম্যাচ দিয়েই যাত্রা শুরু হলো দুই দলের নতুন কোচের। সিমোনে ইনজাগির বিদায়ের পর ইন্টার মিলানের কোচ এখন ক্রিস্তিয়ান কিভু। মরসুমের শুরুটা বাজে হওয়ার পর মন্তেরেই ক্লাবও বদল আনে কোচিংয়ে। তাদের দায়িত্বে এখন দমেনেক তোরেন্ত ফন্ত। স্প্যানিশ এই কোচ দীর্ঘদিন পেপ গুয়ার্দিওলার সহকারী ছিলেন বার্সেলোনা, বায়ার্ন মিউনিখ ও ম্যানচেস্টার সিটিতে।

বুমরাকে সামলাতে কেমন লাগে? আতঙ্কে ইংল্যান্ডের তারকা ব্যাটার!

লন্ডন, ১৮ জুনঃ লিডসে পৌঁছে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় দল। শুক্রবার শুরু ইংল্যান্ডের মাটিতে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। প্রথম টেস্ট হেডিংলি ক্রিকেট গ্রাউন্ড, লিডসে। তার আগে আলোচনায় জসপ্রীত বুমরার ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টও। ইংল্যান্ড সফরে তাঁকে হয়তো সব মিলিয়ে তিন ম্যাচে খেলানো হতে পারে। যে কারণে নেতৃত্ব দেওয়া হয়নি তাঁকে। জসপ্রীত বুমরা নিজেও জানিয়েছেন তিনি সব ম্যাচ খেলতে পারবেন না। সে কারণে নিজেও চাননি তাঁকে ক্যাপ্টেন্সির জন্য ভাবা হোক। সব মিলিয়ে তিন ম্যাচ খেললেও মনে করা হচ্ছে, প্রথম টেস্টে অন্তত জসপ্রীত বুমরাকে খেলানো হবে। বুমরাকে নিয়ে অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিলেন ইংল্যান্ডের তারকা ব্যাটার। বলা ভালো, আতঙ্কের কথা শোনালেন। জসপ্রীত বুমরার বোলিং অ্যাকশনও ব্যতিক্রমী। যে কারণে অনেকেই তাঁকে বুঝে উঠতে পারেন না। দু-দিকেই বল মুভ করানোর দক্ষতা রাখেন। দুরন্ত গতিতে ইন এবং আউট সুইং, ব্যাটাররা চাপে পড়তে বাধ্য। ইংল্যান্ডের তারকা ব্যাটার ওলি পোপও সে কথা স্বীকার করে নিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রথমেই মনে পড়ে বুমরার বিষাক্ত ইয়র্কারের কথা। টকস্পোর্ট ক্রিকেটে একটি সাক্ষাৎকারে ইংল্যান্ডের ভাইস ক্যাপ্টেন ওলি পোপ বুমরাকে নিয়ে নানা বিষয়ে বলেছেন। ওলি পোপের কথায়, ''ওকে সামলানো বড় চ্যালেঞ্জ। তবে বুমরার বিরুদ্ধে বেশ কিছু ম্যাচে খেলার সুযোগ হয়েছে। খুব ভুল না হলে তিনটি ভিন্ন সিরিজে খেলেছি। কিন্তু ওকে পুরোপুরি বুঝে ওঠা তারপরও সম্ভব নয়।'' ইংল্যান্ড ব্যাটাররা কি কোনওরকমে বুমরার স্পেলটা কাটিয়ে দেওয়াতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন? ওলির কথায়, ''বুমরা দিনে ২০ ওভারও বোলিং করতে পারে। এটা অনেক। ফলে এই চাপটা নিয়েই ওকে সামলাতে হবে। উল্টে ওকে কীভাবে চাপে ফেলা যায় সেটা নিয়েই ভাবি।'' বুমরাকে পাল্টা চাপে ফেলা যায়? ওলি পোপ আরও যোগ করেন, ''ওকে চাপে ফেলা মানে এই নয় যে বাউন্ডারি মারার চেষ্টা করতে হবে। স্ট্রাইক রোটেট

করাও একটা বিকল্প। ও যদি একটা দুর্দান্ত স্পেলের মধ্যে থাকে, আমার মাথায় অন্তত একটা ভাবনাই থাকে, কী ভাবে স্ট্রাইক উল্টোদিকে দেব। আমার সঙ্গে যে ব্যাট করছে, তারও ভাবনা একই। বুমরা খুবই দক্ষ বোলার।'' বুমরার ইয়র্কারে ব্যালান্স হারানো এবং বোল্ড হওয়ার সেই মুহূর্ত এখনও অবধি ভোলেননি ওলি পোপ। এই সিরিজেও কি এমন কিছু দেখা যাবে? যেতেও পারে।

দ্রাবিড়ের পরামর্শে বন্ধ মোবাইল ঘাঁটা, ওজন কমাতে ছেড়েছেন বাজে খাওয়া, জানালেন বৈভবের বাবা

সমস্তিপুর, ১৮ জুনঃ আইপিএলের আবিষ্কার। ভারতীয় ক্রিকেটের সম্ভাবনাময় ক্রিকেটার। সমস্তিপুরের বিস্ময় কিশোর! বৈভব সূর্যবংশীর নামের আগে জুড়ে গিয়েছে এমন হাজারো বিশেষণ। এবারের আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের জার্সিতে ব্যাট হাতে তুফান তুলেছেন। প্রথম বলেই ছক্কা। দ্বিতীয় ইনিংসে রেকর্ড ভাঙা শতরান-মাত্র ৩৬ বলে! এরপর অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় দলে ডাক, ইংল্যান্ড উড়ে যাওয়ার আগে তরুণদের উদ্দেশে ভাষণ-সেটাও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির

অনুরোধে, জস বাটলারের মতো তারকার উচ্ছ্বাস ও প্রশস্তি বৈভবের দুনিয়াটাই গত কয়েক মাসে গিয়েছে বদলে। এই পরিবর্তন ছাপ ফেলুক ক্রিকেটারের বহিরঙ্গে, তাঁর লাইফস্টাইলে, এটা বোধ হয় কিছুতেই চাননি রাহুল দ্রাবিড়। তাই বৈভবের বাবাকে সাফ বলেন, ''ছেলে এক সময় আপনার ছিল। এখন আমাদের। আমরাই ওকে গড়ে তুলব। বৈভব পরিবারের অংশ। শুধু কথা দিন, ওকে মোবাইল ও ইন্টারনেট মিডিয়া থেকে সরিয়ে রাখবেন। বৈভবকে এমন খেলোয়াড় বানাব, যে দেশের হয়ে খেলব।'' কিন্তু দ্রাবিড়ের পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে মেনেছেন বৈভব? একটু হলেও কি পদস্খলন হয়নি? আইপিএলের পর বৈভবের ওজন বেড়ে যাওয়ার বেশ কিছু ছবি সামনে আসে। ঘটনার সত্যতা মেনে নিয়েছেন সঞ্জীব সূর্যবংশী, বৈভবের বাবা। বলেছেন, ''এটা ঠিক যে ওর ওজন বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন ও আগের মতো খায় না। ব্যালান্সড ডায়েট মেনে চলে। জিমে যায়। ওজন যতটুকু বেড়েছিল, কমে গিয়েছে।' দেহে নয়, ব্যাট হাতে 'ওজনদার' ক্রিকেটার হয়ে উঠুন বৈভব সূর্যবংশী। এটাই কামনা দ্রাবিড়ের, প্রার্থনা দেশের তামাম ক্রিকেট অনুরাগীর।

সেই নীল জার্সি ও কিংবদন্তিকে পেয়ে উচ্ছ্বাসে ভাসছেন মেসি

আটলান্টা, ১৮ জুনঃ ক্লাব বিশ্বকাপে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর পাশে বসে ম্যাচ দেখতে দেখা গেছে তাঁকে। আগের সেই 'ডিভাইন পনিটেল' আর নেই-চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা। মাথার পেছনে চুলের সেই ঝুঁটি আর নেই। মুখে বয়সের ছাপ। তবে হাসিটা অমলিন। লিওনেল মেসির পাশে দাঁড়িয়ে রবার্তো বাজ্জোর সেই হাসি আরও চওড়া হয়েছে। তবে উচ্ছ্বাসটা মেসিই বেশি প্রকাশ করেছেন। ইতালিয়ান কিংবদন্তির সঙ্গে সাক্ষাতের আনন্দে নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে তাঁর ছবিসহ একটি পোস্টও করেছেন মেসি। বাজ্জো অবশ্য খালি হাতে মেসির সঙ্গে দেখা করেননি। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তিকে ইতালি জাতীয় দলে নিজের ১০ নম্বর জার্সি উপহার দিয়েছেন ৫৮ বছর বয়সী প্রাক্তন এই ফরোয়ার্ড। ক্লাব বিশ্বকাপে আটলান্টায় আগামীকাল রাতে পোর্তোর মুখোমুখি হবে ইন্টার মায়ামি। এই টুর্নামেন্টে মেসির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে বাজ্জোর। সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, জার্সিতে সই রয়েছে বাজ্জোর এবং জার্সিটি ১৯৯৪ বিশ্বকাপের। ১৯৯৪ বিশ্বকাপ যুক্তরাষ্ট্রেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেই বিশ্বকাপের ফাইনালে ইতালির হয়ে টাইব্রেকার মিস করে 'ট্রাজেডি'র শিকার জন বাজ্জো। তাঁর সেই মিসে বিশ্বকাপ জিতে নেয় ব্রাজিল। বাজ্জোর উপহার হাতে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর ছবি গতকাল রাতে মেসির ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করার পাশাপাশি ক্যাপশনে লেখা হয়, 'কী সুন্দর ছবি! এই বিশেষ

ও অর্থপূর্ণ উপহার ও দারুণ সব কথার জন্য ধন্যবাদ রবার্তো। আপনি ফুটবলের ঐতিহাসিক কিংবদন্তি। আপনি যখন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান, তখন আপনাকে স্বাগত জানাতে পারাটা সব সময়ই আনন্দের।' মেসির এই পোস্টের মন্তব্যে বাজ্জোর ইনস্টাগ্রাম থেকে মন্তব্যে লেখা হয়, 'বন্ধু তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারাটা সম্মানের ও আনন্দের।' সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মেসি ও বাজ্জোর সাক্ষাৎ হয়েছে ইন্টার মায়ামির ড্রেসিংরুমে। পোর্তোর বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে অনুশীলন করছিলেন মায়ামির খেলোয়াড়েরা। বাজ্জো দেখা করতে আসবেন, তা নাকি মেসি জানতেন না। একটু চমকে গেলেও বাজ্জোকে বরণ করে নিতে দেরি করেননি আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ড। ইতালির হয়ে ৫৬ ম্যাচে ২৭ গোল করা বাজ্জো ১৯৯৩ সালে ব্যালন ডি'অর এবং ফিফা বর্ষসেরার পুরস্কার জেতেন। সিরি আ জিতেছেন জুভেন্তাস ও এসি মিলানের হয়ে। জুভেন্তাসের হয়ে জেতেন উয়েফা কাপও। তিনটি আলাদা বিশ্বকাপে গোল করা একমাত্র ইতালিয়ান এই কিংবদন্তি পরিবার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছেন ক্লাব বিশ্বকাপের খেলা দেখতে। সেখানে বিশেষ অতিথির সম্মানই তিনি পাচ্ছেন। বোকা জুনিয়র্সের ম্যাচে আর্জেন্টাইন ক্লাবটির সমর্থনে গলা ফাটাতে দেখা গেছে বাজ্জো ও তাঁর মেয়েকে। বাবা-মেয়ে দুজনেই ক্লাবটির ভক্ত। মেসির সঙ্গে বাজ্জোর আগেও দেখা হয়েছে। পেপ গার্দিওলার বার্সেলোনায় খেলাকালে কাতালান ক্লাবটির ড্রেসিংরুমে মেসির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল বাজ্জোর। তখন থেকেই দুজনের বন্ধুত্বের শুরু। ২০১৫ সালে ইতালিয়ান সংবাদমাধ্যম কোরিয়েরে দেয়ো স্পোর্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসিকে বিশ্বসেরা আখ্যা দিয়ে বাজ্জো বলেছিলেন, ''সে করতে চাইলে তা পারে। তার পাশে খেলতে পারলে ভালো লাগত। এমনকি সেটা এখনো চাই।'

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com